Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৯তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০১৬

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

১৯তম বর্ষ — ৪র্থ সংখ্যা

রবীউল আউয়াল-রবীঃ আখের ১৪৩৭ হিঃ

পৌষ-মাঘ ১৪২২ বাং

জানুয়ারী ২০১৬ ইং

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

আহলেহাদীছ কখনো জঙ্গী নয়

বর্তমানে যেসব কথিত জঙ্গী ধরা পড়ছে, তারা নাকি সবাই 'আহলেহাদীছ'। সরকারে নাকি এ নিয়ে টেনশন চলছে। আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এর প্রতিবাদ করছি এবং জানিয়ে দিচ্ছি যে, অনেকে ছালাতে রাফাদানী হ'লেও আক্বীদায় 'আহলেহাদীছ' নয়। কেননা প্রকৃত 'আহলেহাদীছ' সর্বদা মধ্যপন্থী। তারা যেমন শৈথিল্যবাদী নয়, তেমনি চরমপন্থীও নয়। কেউ কেউ বিজাতীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের অনুসারী হ'লেও ধর্মীয় আক্বীদার দিক দিয়ে তারা চরমপন্থী বা জঙ্গীবাদী নয়। অনেকে আক্বীদা মযবুত হওয়ার আগেই হয়তবা কোন ক্ষমতালোভী দলের বা স্বার্থান্ধ ব্যক্তির খপ্পরে পড়ে যায়। ফলে সে তখন আর 'আহলেহাদীছ' থাকে না। যদিও ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েনটা হয়তো বাকী থাকে।

বিগত চারদলীয় জোট সরকার আহলেহাদীছকে সন্ত্রাসী প্রমাণ করার জন্য তাদের সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক সক্রিয় সংগঠনটির আমীর সহ কেন্দ্রের ও বিভিন্ন যেলার প্রায় ৪০জন নেতা-কর্মীকে ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে আগস্টের মধ্যে গ্রেফতার করে। পরে সবাই অবশেষে বেকসুর খালাস পায়। যদিও সংগঠনের আমীরকে ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন কারাগারে থাকতে হয়। কিন্তু দেশে-বিদেশে সংগঠনকে বদনাম করার কাজটি তারা সেরে যায়। কেননা প্রশাসনে ও গোয়েন্দা বিভাগে তাদের লোকেরা রয়েছে। ফলে কথিত গোয়েন্দা তথ্যের বরাত দিয়ে ঢাবির অর্থনীতি বিভাগের জনৈক চিহ্নিত অধ্যাপক প্রায়ই সরকারকে জঙ্গী দলের তালিকা দেন ও গরম গরম বিবৃতি দিয়ে পত্রিকায় শিরোনাম হন। সম্প্রতি তিনি বলেছেন, দেশে ১৩২টি জঙ্গী সংগঠন আছে। তন্মধ্যে প্রথমটি 'আফগান পরিষদ' অতঃপর ২ ও ৩ ক্রমিকে রয়েছে আমাদের প্রতিষ্ঠিত দু'টি সংগঠন। তার গবেষণার যোগ্যতা এত বেশী যে, একই সংগঠনকে আরবী (৮১) ও ইংরেজী (১০৪) নামে দু'টি সংগঠন বানিয়েছেন। যারা এদেশে নেই। অধ্যাপক ছাহেব কেবল ইসলামী দলগুলির মধ্যেই জঙ্গী খুঁজে বেড়ান। অন্যেরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া দিয়ে মানুষ খুন করে উল্লাস করলেও সেগুলি জঙ্গীপনা নয়। সরকারের উচিৎ ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশধারী দেশবিরোধী এইসব লোকগুলিকে ধরে নিয়ে এদের নেপথ্য নায়কদের খুঁজে বের করা।

বর্তমান সরকার একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন, বিগত সরকার কেন আহলেহাদীছদের উপর নির্যাতন চালিয়েছিল? আমরা তো কোন দলেরই ভোটের বাক্সের প্রতিদ্বন্দ্বী নই। কারণ ইসলামে নেতৃত্ব বা ক্ষমতার জন্য প্রার্থী হওয়ার কোন বিধান নেই। তাই আমাদের সংগঠন সর্বত্র দল ও প্রার্থী বিহীন ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থার পক্ষে জনমত গঠন করে। সেই সাথে আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসাবে ঘোষণা করা এবং তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে রাষ্ট্রীয় আইনের মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। তাহ'লে কি ছিল সে কারণ? কে না জানে যে, চারদলীয় জোটের বড় দলটি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী। বাকী তিনটি ছিল ইসলামপন্থী। তার মধ্যে একটি দলই ছিল বড় এবং অন্যদের থেকে ভিন্ন। তাদের আক্বীদা মতে 'দ্বীন হ'ল হুকূমতের নাম' আর হুকূমত হ'ল বড় ইবাদত।... 'ছওম ও ছালাত, হজ্জ ও যাকাত এবং যিকর ও তাসবীহ মানুষকে উক্ত বড় ইবাদত অর্থাৎ ইসলামী হুকূমত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুতকারী ট্রেনিং কোর্স মাত্র' *(ইক্বামতে দ্বীন ২৫ পৃঃ)*। এই আক্বীদার অনুসারী লোকেরা ব্যালট বা বুলেট যেকোনভাবেই হৌক ক্ষমতায় যাওয়াকেই বড় ইবাদত মনে করে। বাঁচলে গাযী মরলে শহীদ এই সুড়সুড়ি দিয়ে এদের অনুসারীরা ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে।

উক্ত দর্শন বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে অধিক প্রসার লাভের অন্যতম কারণ হ'ল, (১) মুসলিম বিশ্বকে করায়ত্ব করার জন্য জিহাদের অপব্যাখ্যা করে উক্ত চরমপন্থী আক্বীদাকে উস্কে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে দেশী ও বিদেশী কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাদের হীন স্বার্থ উদ্ধারে কাজ করা। (২) ইসলামী পোষাকাদি ও বিধি-বিধানসমূহের বিরুদ্ধে সরকারীভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করা (৩) ইসলামী নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার করা (৪) ইসলামপন্থীদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা ও তাদের উপর মিথ্যা মামলা দিয়ে এবং গুম-খুন ও অপহরণের মাধ্যমে সর্বত্র আতঙ্ক সৃষ্টি করা। সর্বোপরি (৫) ইসলাম প্রচারের স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত করা। মূলতঃ এ চরমপন্থী দর্শন ইসলামের প্রথম যুগে ফেলে আসা খারেজী জঙ্গীবাদীদের দর্শন। যারা ৪র্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল নেকীর কাজ মনে করে। এই দর্শনের বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর কঠোর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ রয়েছে *(ইক্বামতে দ্বীন ৩৪-৩৫ পৃঃ)*। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জন্মলগ্ন থেকেই এই চরমপন্থী আক্বীদার কঠোর বিরোধিতা করে আসছে এবং সাংগঠনিকভাবে জনমত গঠন করে যাচ্ছে।

আমেরিকার RAND গবেষণা সংস্থার মতে মুসলিমদের মধ্যে মৌলিকভাবে চারটি দল রয়েছে। সেক্যুলার, মডারেট, ছূফী ও সালাফী। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি দল পাশ্চাত্যের অতীব নিকটবর্তী, সালাফীগণ ব্যতীত'। ফলে আদর্শিক মুকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে মডারেটেরা ক্ষমতায় গিয়ে সালাফীদের উপর চূড়ান্ত যুলুম করেছিল ধর্মনিরপেক্ষ বড় দলটির ঘাড়ে চেপে। সালাফীদের সক্রিয় সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর সহ অন্যদের উপর ইতিহাসের বর্বরতম নির্যাতন তারা চালিয়েছিল চরম মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে। সংগঠনকেও ভাঙ্গার চেষ্টা করেছিল। অতঃপর আল্লাহর ফায়ছালা নেমে আসে। আর এটাই আল্লাহর বিধান। তিনি বলেন, 'যদি আল্লাহ মানুষকে একে অপরের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহ'লে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত' *(বাক্বারাহ ২/২৫১)*। অথচ মযলূম এই সংগঠনের নেতা-কর্মীরা কারু কৃপা ভিক্ষা করেনি আল্লাহ্র নিকটে ফরিয়াদ করা ব্যতীত।

যদি সে সময় অর্থাৎ ২০০৭ সালের ১২ই জানুয়ারী অলৌকিকভাবে ফখরুদ্দীন আহমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় না আসত এবং তা দু'বছর দীর্ঘায়িত না হ'ত, তাহ'লে তারা 'আন্দোলন'-এর আমীরকে ফাঁসি অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিত এটা প্রায় নিশ্চিতভাবে ধারণা করা যায়। গত ১৬ই অক্টোবরে'১৫-তে বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগানো উইকিলিক্সের ফাঁস করা রিপোর্টে সেটি প্রমাণিত হয়েছে। সেখানে ঢাকার তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস কর্তৃক ২০০৫ সালের ২০শে এপ্রিল বুধবার আমেরিকায় তার সরকারের নিকট প্রেরিত গোপন রিপোর্টে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে যে, We want him at least 14 years to let this movement die down. 'আমরা চাই তাকে কমপক্ষে ১৪ বছর জেলে রাখতে। যাতে এই আন্দোলন মরে শেষ হয়ে যায়'। হ্যাঁ, যাতে 'আহলেহাদীছ'-এর নিরপেক্ষ ও হক কথা বন্ধ হয়ে যায় এবং এর মূল দাওয়াতটাই শেষ হয়ে যায়। কারণ প্রচলিত জাহেলিয়াত সমূহের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'ই একমাত্র দল, যারা নবীগণের তরীকায় মানুষকে ফিরক্বা নাজিয়াহ্র দিকে জামা'আতবদ্ধভাবে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে। যারা চেয়ার পরিবর্তন নয়, বরং মানুষের আক্বীদা পরিবর্তনকেই তাদের আন্দোলনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। *(বাকী অংশ ৩৭ নং পৃষ্ঠায় দ্রঃ)*

Contents

আল্লাহকে উত্তম ঋণ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আল্লাহ বলেন,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ- (الحديد ١١)-

অনুবাদ : 'কে আছ যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে? অতঃপর তিনি তার জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন? আর তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার' *(হাদীদ ৫৭/১১)*।

কুরতুবী বলেন, القَرْضُ : اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُلْتَمَسُ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ কর্য অর্থ ঋণ। যার মাধ্যমে প্রতিদান কামনা করা হয়।[১]

مِقْرَاضٌ قَرَضَ يَقْرِضُ قَرْضًا অর্থ কেটে ফেলা। সেখান থেকে অর্থ কাঁচি। কর্য দেওয়া অর্থ নিজের মাল থেকে কিছু অংশ কেটে দেওয়া। কর্য ভাল ও মন্দ দু'অর্থে আসে। নেকীর উদ্দেশ্যে কর্য দিলে সেটা হয় কর্যে হাসানাহ (القرض الحسن)। আর অন্যায় উদ্দেশ্যে দিলে সেটা হয় মন্দ ঋণ (القرض السيئ)। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ- 'তোমরা খরচ করার সময় মন্দ সংকল্প করো না' *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*।

যেমন আরবরা বলে থাকে, عِنْدَهُ قَرْضُ صِدْقٍ وَقَرْضُ سُوْءٍ 'তার কাছে আমার সত্য ঋণ ও মন্দ ঋণ রয়েছে'। তবে যে কেউ কোন সৎকর্ম করলে তারা বলে, قَدْ أَقْرَضَ 'সে কর্য দিল'।[২] তাদের ভাষাতেই কুরআন নাযিল হয়েছে। সেকারণ এখানে অর্থ হবে 'উত্তম ঋণ'। কালবী বলেন, قَرْضًا حَسَنًا অর্থ : صَدَقَةً مُحْتَسِبًا مِنْ قَلْبِهِ بِلاَ مَنٍّ وَلاَ أَذًى 'কোনরূপ খোঁটা ও কষ্টদান ছাড়াই কেবল ছওয়াবের আশায় ছাদাক্বা দেওয়া'।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত 'কর্যে হাসানাহ' অর্থ ওমর (রাঃ) ও অন্য সালাফগণ বলেন, اَلْإِنْفَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ 'আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা'।[৩] যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ- 'আর তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎকর্ম কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। আল্লাহ্র জন্য প্রদত্ত যেকোন আর্থিক ঋণ বা অন্যান্য ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করবেন। এই পুরস্কারের পরিমাণ সাত থেকে সাতশত গুণ বা তারও বেশী হ'তে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 'যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের ন্যায়। যা থেকে সাতটি শিষ জন্মে। প্রত্যেকটি শিষে একশ'টি দানা থাকে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ বর্ধিত করে দেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রশস্ত দাতা ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/২৬১)*। আল্লাহ্র পথে আর্থিক ব্যয় ছাড়াও সময়, শ্রম ও ইলমের ব্যয় এবং অন্যান্য সকল প্রকার ব্যয়ের পুরস্কার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ- 'কোন সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে তাকে বহুগুণ বেশী দান করবেন? বস্তুতঃ আল্লাহ্ই রূযী সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত করেন। আর তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*। দুনিয়াতে আল্লাহ বান্দার রূযী কমবেশী করেন এবং আখেরাতে তার আমল ও তার খুলূছিয়াতের তারতম্যের ভিত্তিতে পুরস্কারে তারতম্য করেন।

কুশায়রী বলেন, কর্যে হাসানাহ হওয়ার জন্য ১০টি শর্ত রয়েছে। যেমন, (১) সৎ উদ্দেশ্য ও খুশী মনে হওয়া (২) স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য হওয়া। যেখানে কোনরূপ রিয়া ও শ্রুতি থাকবে না (৩) হালাল মাল হওয়া (৪) নিকৃষ্ট দানের সংকল্প না করা এবং উত্তম দান করা (৫) সুস্থ অবস্থায় দান করা। যখন মালের প্রতি লোভ ও সচ্ছল জীবনের প্রতি আকাংখা থাকে। চরম অসুস্থ ও মৃত্যুকালে নয়।[৪] (৬) গোপনে হওয়া *(বাক্বারাহ ২/২৭১)*। (৭) খোঁটা না দেওয়া *(বাক্বারাহ ২/২৬৪)*। (৮) অধিক দানকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। কেননা আখেরাতের পুরস্কারের তুলনায় দুনিয়ার পুরাটাই তুচ্ছ। (৯) প্রিয় বস্তু দান করা *(আলে ইমরান ৩/৯২)*। (১০) দান অধিক ও মূল্যবান হওয়া। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ: أَغْلاَهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا 'শ্রেষ্ঠ দাসমুক্তি হ'ল যা তার মালিকের নিকট অধিক মূল্যবান ও সর্বাধিক সুঠাম'।[৫]

আয়াতটিতে আল্লাহ্র পথে সকল প্রকার ব্যয় এবং বিশেষ করে জিহাদের জন্য ব্যয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কেননা জিহাদ হ'ল ইসলামের চূড়া (ذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ)।[৬] চূড়াবিহীন

---

১. *কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২৪৫ আয়াত।*
২. *কুরতুবী, তাফসীর সূরা হাদীদ ১১ আয়াত।*
৩. *ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২৪৫ আয়াত।*
৪. *বুখারী হা/১৪১৯; মুসলিম হা/১০৩২; মিশকাত হা/১৮৬৭।*
৫. *বুখারী হা/২৫১৮; কুরতুবী, তাফসীর সূরা হাদীদ ১১ আয়াত।*
৬. *ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৩; তিরমিযী হা/২৬১৬; আহমাদ হা/২২০৬৯; মিশকাত হা/২৯।*

গৃহের যে অবস্থা, জিহাদবিহীন দ্বীনের সেই অবস্থা। ইসলামের প্রথম দিকে সূরা মুয্যাম্মিল নাযিল হয়। যেখানে আল্লাহ বলেন, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ– 'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। বস্তুতঃ তোমরা তোমাদের জন্য অগ্রিম যা প্রেরণ করবে, তার বিনিময় আল্লাহ্র নিকট পুরোপুরি পাবে। আর সেটাই শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম পুরস্কার। তোমরা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(মুয্যাম্মিল ৭৩/২০)*।

মাদানী জীবনে একই মর্মে সূরা বাক্বারাহ ২৪৫ আয়াত নাযিল হলে কাফের-মুশরিকরা ঠাট্টা করে বলে, আল্লাহ ফকীর। আমরা ধনী। যেমন আল্লাহ বলেন, لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ 'অবশ্যই আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলে আল্লাহ ফকীর ও আমরা ধনী। তারা যা বলে এবং তারা যে অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করেছিল, সবই আমরা লিখে রাখব এবং তাদেরকে (ক্বিয়ামতের দিন) বলব, দহনজ্বালাকর শাস্তির স্বাদ আস্বাদন কর' *(আলে ইমরান ৩/১৮১)*।

ইবনুল 'আরাবী বলেন, উক্ত আয়াত শোনার পর মানুষ তিনভাগে ভাগ হয়ে যায়। একভাগের লোকেরা বলে, মুহাম্মাদের রব অভাবগ্রস্ত এবং আমাদের মুখাপেক্ষী। অথচ আমরা ধনী *(আলে ইমরান ৩/১৮১)*। এটা স্রেফ মূর্খতা। দ্বিতীয় ভাগের লোকেরা উক্ত আয়াতের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে অলসতা করে এবং অধিক কৃপণ হয়ে পড়ে। তৃতীয় ভাগের লোকেরা আল্লাহ্র ডাকে দ্রুত সাড়া দেয় এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয়ে সাথে সাথে এগিয়ে আসে।[৭] যেমন এগিয়ে আসেন আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ছাহাবীগণ। ৯ম হিজরীতে তাবূকের যুদ্ধে গমনকালে আবুবকর (রাঃ) তাঁর সমস্ত সম্পদ, ওমর (রাঃ) তাঁর অর্ধেক সম্পদ এবং ওছমান (রাঃ) তাঁর সম্পদের বৃহদাংশ দান করেন। বলা চলে যে, ত্রিশ হাযার সেনাবাহিনীর জন্য সর্বাধিক রসদ সম্ভার তিনি একাই দান করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا ضَرَّ ابْنَ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ، يُرَدِّدُهَا مِرَارًا 'আজকের দিনের পর কোন আমলই ইবনু আফফানের (অর্থাৎ ওছমানের) কোন ক্ষতিসাধন করবে না'। কথাটি তিনি কয়েকবার বলেন'।[৮] এই বিপুল দানের জন্য তিনি مُجَهِّزُ جَيْشِ الْعُسْرَةِ অর্থাৎ 'তাবূক যুদ্ধের রসদ যোগানদাতা' খেতাব প্রাপ্ত হন *(ইবনু খালদূন)*।

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হয়, তখন আবুদ্দাহদাহ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ কি আমাদের নিকট ঋণ চাচ্ছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, فَإِنِّي أَقْرَضْتُ رَبِّي حَائِطًا فِيهِ سِتُّمِائَةِ نَخْلَةٍ 'আমি আল্লাহ্র জন্য ঋণ দিলাম উত্তম খেজুর বাগানটি, যাতে ছয়শ' খেজুর গাছ আছে'। অতঃপর তিনি বাগানে গেলেন। যেখানে তার স্ত্রী ও সন্তানেরা ছিল। সেখানে গিয়ে তিনি স্ত্রীকে ডেকে বললেন, اخْرُجِي، فَإِنِّي قَدْ أَقْرَضْتُ رَبِّي حَائِطًا فِيهِ سِتُّمِائَةِ نَخْلَةٍ 'বেরিয়ে এস। কেননা আমি ছয়শ' খেজুর গাছের এই বাগিচাটি আমার প্রতিপালককে ঋণ দিয়েছি'।[৯]

তাফসীরে আব্দুর রাযযাকে উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, আবুদ্দাহদাহ বলেন, আমার দু'টি বাগিচা রয়েছে। একটি উচ্চ ভূমিতে অন্যটি নিম্ন ভূমিতে। আমি এদু'টির উত্তমটি আল্লাহকে ঋণ দিতে চাই। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, এর বিনিময়ে আবুদ্দাহদাহকে আল্লাহ জান্নাতে কত বেশী খেজুরের কাঁদি দান করবেন! *(তাফসীর আব্দুর রাযযাক হা/৩০৭)*। হাদীছটির সনদ 'মুরসাল'। তবে এর বিশুদ্ধ ভিত্তি রয়েছে ছহীহ মুসলিমে। যেখানে জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) আবুদ্দাহদাহ-এর জানাযা করে ফিরে আসার সময় বলেন, كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ فِى الْجَنَّةِ لأَبِى الدَّحْدَاحِ 'আবুদ্দাহদাহ্র জন্য জান্নাতে কতই না অধিক খেজুরের ঝুলন্ত কাঁদি রয়েছে! *(মুসলিম হা/৯৬৫)*।

আনাস বিন মালেক (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, 'জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! অমুক ব্যক্তির খেজুর গাছ রয়েছে। তাকে বলুন, যেন সে ওটা আমার নিকটে বিক্রি করে দেয়। যাতে আমি সেখানে একটি বাগিচা বানাতে পারি। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি জান্নাতে একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে ওটা বিক্রি করে দাও। তখন সে অস্বীকার করল। এমন সময় আবুদ্দাহদাহ এসে তাকে বলল, তুমি আমার বাগিচার বিনিময়ে তোমার খেজুর গাছটি বিক্রি করে দাও। তখন সে রাযী হ'ল। অতঃপর আবুদ্দাহদাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আমার বাগিচার বিনিময়ে খেজুর গাছটি খরীদ করেছি এবং বাগিচাটি আমি তাকে দিয়ে দিয়েছি। তখন রাসূল (ছাঃ) কয়েকবার বললেন, كَمْ مِنْ عِذْقٍ رَدَاحٍ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ 'আবুদ্দাহদাহ্র জন্য জান্নাতে কতই না বড় বড়

৭. কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২৪৫ আয়াত।
৮. আহমাদ হা/২০৬৪৯; তিরমিযী হা/৩৭০১; মিশকাত হা/৬০৬৪।
৯. মুসনাদে বাযযার হা/২০৩৩, অন্য মুদ্রণে হা/২১৯৫; রাবীগণ বিশ্বস্ত, হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১০৮৭০।

খেজুরের ঝুলন্ত কাঁদি রয়েছে! অতঃপর আবুদ্দাহদাহ তার স্ত্রীর নিকটে এসে বলল, اخْرُجِي مِنَ الْحَائِطِ، فَإِنِّي بِعْتُهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ 'বাগান থেকে বেরিয়ে এস। কেননা এটাকে আমি জান্নাতে একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছি'। জবাবে স্ত্রী বলল, قَدْ رَبِحْتَ الْبَيْعَ 'আপনি ব্যবসায়ে লাভবান হয়েছেন' *(হাকেম হা/২১৯৪)*।

আল্লাহ বলেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ– 'তোমরা কখনোই কল্যাণ লাভ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে দান করবে। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ তা সবই জানেন' *(আলে ইমরান ৩/৯২)*।

ইবনু কাছীর বলেন, অত্র আয়াতে বির্র (الْبِرَّ) অর্থ 'জান্নাত' (الجنة)। অত্র আয়াত নাযিলের পর সবচেয়ে ধনাঢ্য আনছার ছাহাবী আবু ত্বালহা (রাঃ) তার সবচেয়ে প্রিয় এবং মূল্যবান সম্পদ 'হা' কূয়াটি (بئرحاء), যা মসজিদে নববীর সম্মুখে ছিল (বর্তমানে উত্তর দিকের শেষ প্রান্তে কাতারের কার্পেটের নীচে স্থানটি চিহ্নিত করা আছে) এবং যেখান থেকে রাসূল (ছাঃ) পানি পান করতেন, সেটা দান করে দিলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, রাখ, রাখ, এটা খুবই মূল্যবান সম্পদ। আমি মনে করি এটা তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দাও। তিনি বললেন, সম্পদ আপনাকে দিয়েছি হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি এটা যেভাবে খুশী ব্যয় করুন। আমি তো কেবল আল্লাহ্র নিকটে এর প্রতিদান চাই। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) উক্ত সম্পদ আবু ত্বালহার নিকটাত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন'।[১০] অনুরূপভাবে হযরত ওমর (রাঃ) এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হ'ল খায়বর যুদ্ধে প্রাপ্ত গণীমতের অংশ। আপনি এ ব্যাপারে আমাকে কি নির্দেশ দিচ্ছেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, বাগিচাটি রেখে দাও ও ফল দান করে দাও।[১১] এমনিভাবে যায়েদ বিন হারেছাহ (রাঃ) তাঁর প্রিয় ঘোড়াটি দান করে দেন। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা) তাঁর প্রিয় গোলাম নাফে'-কে মুক্ত করে দেন।[১২]

দরসে বর্ণিত আয়াতে মুমিনকে তার জান-মাল আল্লাহ্র পথে ব্যয়ের মাধ্যমে তাঁকে উত্তম ঋণ দানের আহ্বান জানানো হয়েছে। যার বিনিময়ে আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করবেন। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِى. قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِى فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِى عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِى... يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِى... قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِى فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِى 'হে আদম সন্তান! আমি পীড়িত ছিলাম, কিন্তু তুমি আমার সেবা করোনি। বান্দা বলবে, হে আল্লাহ! কিভাবে আমি আপনাকে সেবা করব? অথচ আপনি জগতসমূহের প্রতিপালক! আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা পীড়িত ছিল? অথচ তুমি তার সেবা করোনি। তুমি কি জানো না যদি তুমি তাকে সেবা করতে, তাহ'লে তুমি আমাকে সেখানে পেতে? হে আদম সন্তান! আমি খাদ্য চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাদ্য দাওনি।... হে আদম সন্তান! আমি পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি দাওনি।... তুমি কি জানো না যদি তুমি তাকে পানি পান করাতে, তাহ'লে তুমি আমাকে সেখানে পেতে? *(মুসলিম হা/২৫৬৯)*।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন রোগীর সেবায় রওয়ানা হ'ল, সে আল্লাহ্র রহমতের দরিয়ায় সাঁতার কাটতে থাকল। যতক্ষণ না সে সেখানে গিয়ে বসে। অতঃপর যখন বসল, সে আল্লাহ্র রহমতের দরিয়ায় ডুব দিল'।[১৩] ছাওবান (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِى خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ 'মুসলমান যখন তার কোন মুসলিম ভাইয়ের সেবা করে, তখন সে জান্নাতের বাগিচায় অবস্থান করে, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে'।[১৪] হযরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'যখন কোন মুসলমান সকালে কোন মুসলমানকে দেখতে যায়, তখন তার জন্য সত্তুর হাযার ফেরেশতা সন্ধ্যা পর্যন্ত দো'আ করে। আর যদি সন্ধ্যাবেলা দেখতে যায়, তাহ'লে সকাল পর্যন্ত সত্তুর হাযার ফেরেশতা সন্ধ্যা পর্যন্ত দো'আ করে। আর তার জন্য জান্নাতে একটি বাগিচা তৈরী করা হয়'।[১৫]

উপরোক্ত হাদীছগুলিতে রোগীর সেবা, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান ও তৃষ্ণার্তকে পানি প্রদান দ্বারা দৈহিক, আর্থিক ও মানবিক সকল প্রকার ত্যাগ ও সহানুভূতিকে আল্লাহ্র জন্য উত্তম ঋণ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। যদি সেটা আল্লাহ্র জন্য হয়। ইসলাম আগমনের শুরু থেকেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয়

---

১০. বুখারী হা/১৪৬১; মুসলিম হা/৯৯৮; মিশকাত হা/১৯৪৫।
১১. নাসাঈ হা/৩৬০৫; ইবনু মাজাহ হা/২৩৯৭; বুখারী হা/২৭৭২; মুসলিম হা/১৬৩২; প্রভৃতি; ইবনু কাছীর।
১২. কুরতুবী হা/১৭২৬; সনদ মুরসাল জাইয়িদ।
১৩. আহমাদ হা/১৪২৯৯; মিশকাত হা/১৫৮১।
১৪. মুসলিম হা/২৫৬৮; মিশকাত হা/১৫২৭।
১৫. ইবনু মাজাহ হা/১৪৪২; ছহীহাহ হা/১৩৬৭; মিশকাত হা/১৫৫০।

সাথীদের মধ্যে এই ত্যাগের জাযবা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ছাহাবীগণ নিজেদের জান-মাল আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করেছেন স্রেফ আখেরাতে তার প্রতিদান পাওয়ার জন্য। দুনিয়া অর্জনের জন্য নয়। যেমন ৬ষ্ঠ বা ৭ম মুসলিম হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রাঃ) আল্লাহ্‌র পথে প্রচণ্ড কষ্ট ভোগ করেছিলেন। তাঁকে গনগনে লোহার আগুনের উপর চিৎ করে শুইয়ে বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল। ফলে পিঠের চামড়া, গোশত ও রক্তে ভিজে লোহার আগুন নিভে গিয়েছিল। পরবর্তীতে ইসলামের বিজয় লাভের যুগে ওমর ও ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে যখন তিনি ঘরে ৪০ হাযার দীনার রেখে ৬৩ বছর বয়সে সচ্ছল অবস্থায় কূফায় মৃত্যুবরণ করেন, তখন তাকে পরিচর্যাকারী জনৈক সাথী বললেন, أَبْشِرْ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، فَإِنَّكَ مُلاَقٍ إِخْوَانَكَ غَدًا 'হে আবু আব্দুল্লাহ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কেননা কালই আপনি আপনার সাথীদের সঙ্গে মিলিত হবেন'। জবাবে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ذَكَّرتموني أقواماً، وإخواناً مَضَوْا بِأُجُورهم كُلِّهَا لَمْ يَنالُوا مِنَ الدُّنيا شَيْئًا 'তোমরা আমাকে এমন ভাইদের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে, যারা তাদের সম্পূর্ণ নেকী নিয়ে বিদায় হয়ে গেছেন। দুনিয়ার কিছুই তারা পাননি'। আর আমরা তাঁদের পরে বেঁচে আছি। অবশেষে দুনিয়ার অনেক কিছু পেয়েছি। অথচ তাঁদের জন্য আমরা মাটি ব্যতীত কিছুই পাইনি। এসময় তিনি তার বাড়ি এবং বাড়ির সম্পদ রাখার কক্ষের দিকে ইঙ্গিত করেন। তিনি বলেন, মদীনায় প্রথম দাঈ ও ওহোদ যুদ্ধের পতাকাবাহী মুছ'আব বিন উমায়ের শহীদ হওয়ার পর কিছুই ছেড়ে যায়নি একটি চাদর ব্যতীত। অতঃপর তিনি তার কাফনের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা হামযার জন্য এতটুকু কাফনও জুটেনি। মাথা ঢাকলে পা ঢাকেনি। পা ঢাকলে মাথা ঢাকেনি। অতঃপর সেখানে ইযখির ঘাস দিয়ে ঢাকা হয়েছিল' *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৪৭-৪৮ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ ঐসব ব্যক্তির ঋণ কবুল করেন না, যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে। যারা আল্লাহকে শক্তিহীন ও স্রেফ একটি অন্ধ বিশ্বাস বলে ধারণা করে। যারা স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য করে না। যারা আল্লাহ্‌র নিজস্ব কোন আকার নেই বলে ধারণা করে; বরং প্রত্যেক সৃষ্টিকেই যারা আল্লাহ্‌র অংশ বলেন, এরূপ অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী আক্বীদার লোকদের কোন ঋণ কবুল হবে না। কারণ ঐ ব্যক্তি তো নিজেকেই আল্লাহ ভাবে। এইসব লোকেরা বাহ্যতঃ কোন সৎকর্ম করলে তা আদৌ কোন সৎকর্ম হিসাবে কবুল হবে না। কারণ মানবিক তাকীদ ব্যতীত তার মধ্যে আর কোন তাকীদ নেই। ফলে আল্লাহ তাকে কেন প্রতিদান দিবেন? তাছাড়া এই তাকীদ হ'ল ঠুনকো। যা স্বার্থের সংঘাতে যেকোন সময় উবে যাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহকে ঋণ দেওয়া হয় পরকালীন তাকীদে। যা কোন অবিশ্বাসী, কপট বিশ্বাসী, শিথিল বিশ্বাসী এবং অদ্বৈতবাদী ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে না। অতএব আল্লাহকে ঋণ দেবার আগে নিজের বিশ্বাসকে স্বচ্ছ করে নিতে হবে এবং স্রেফ আল্লাহ্‌র কাছেই এর প্রতিদান কামনা করতে হবে।

একইভাবে যদি কেউ মনে করে যে, সৎকর্মের বদলা দিতে আল্লাহ বাধ্য অথবা মনে করে যে, 'আমার ইচ্ছা বলে কিচ্ছু নেই, কিছু হইতে কিছু হয় না, যাহা কিছু হয় আল্লাহ হইতে হয়। আমি একটা পুতুল মাত্র। যেমনে নাচায় তেমনি নাচি, ঐ ব্যক্তি তার সৎকর্মের পুরস্কার পাবেনা। কেননা আল্লাহ কাউকে পুরস্কার দিতে যেমন বাধ্য নন, তেমনি তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কারু কিছু করারও ক্ষমতা নেই এবং কেউ কিছু পাবেও না।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَنْ يُنَجِّىَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلاَ أَنَا، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللهُ بِرَحْمَةٍ، سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا ، وَشَىْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ 'তোমাদের কাউকে তার আমল জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারবে না। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনাকেও না? তিনি বললেন, আমাকেও না। তবে যদি আল্লাহ নিজ রহমত দ্বারা আমাকে ঢেকে নেন। অতএব তোমরা সঠিকভাবে কাজ কর ও মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। সকালে, সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে কিছু কাজ কর। সাবধান! তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে, মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। তাতে তোমরা গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারবে।[16]

অতএব সৎকর্ম করার জন্য নিজের ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি ব্যয় করতে হবে, সর্বদা মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের আকাংখী থাকতে হবে।

উত্তম ঋণ দানকারীদের জন্য পুরস্কার :

দরসে বর্ণিত আয়াতের পরেই আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 'যেদিন তুমি দেখবে ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে, তাদের সম্মুখ ভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাদের জ্যোতি ছুটোছুটি করবে। তখন তাদের বলা হবে, আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ হ'ল জান্নাতের, যার তলদেশে নদী সমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা' *(হাদীদ ৫৭/১২)*।

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, মুমিনগণ স্ব স্ব নূর সহ পুলছিরাত পার হবে। সে সময় তাদের কারো নূর পাহাড়ের মত হবে।

---

১৬. *বুখারী হা/৬৪৬৩; মুসলিম হা/২৮১৬; মিশকাত হা/২৩৭১।*

Contents

কারো খেজুর গাছের মত হবে। কারো একজন দাঁড়ানো ব্যক্তির ন্যায় হবে। সবচেয়ে কম হবে ঐ ব্যক্তির যার বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে কখনো নূর চমকাবে, কখনো নিভে যাবে' *(ইবনু কাছীর)*।

সেদিন মুনাফিকদের অবস্থা কেমন হবে, সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ- يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ- فَالْيَوْمَ لاَ يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلاَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاَكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ-

'যেদিন কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসী নারীরা মুমিনদের বলবে, তোমরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা কর, আমরাও কিছু আলো নিব তোমাদের জ্যোতি থেকে। বলা হবে, তোমরা পিছনে ফিরে যাও ও আলোর খোঁজ কর। অতঃপর উভয় দলের মাঝখানে খাড়া করা হবে একটি প্রাচীর, যার একটি দরজা হবে। তার অভ্যন্তরভাগে থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকবে আযাব'। 'তারা মুমিনদের ডেকে বলবে, আমরা কি (দুনিয়ায়) তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবে, হ্যাঁ। কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। প্রতীক্ষা করেছ, সন্দেহ পোষণ করেছ এবং অলীক আশার পিছনে বিভ্রান্ত হয়েছ। অবশেষে আল্লাহ্র আদেশ (মৃত্যু) এসে গেছে। এ সবই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করেছে'। 'অতএব আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ নেওয়া হবে না এবং কাফেরদের কাছ থেকেও নয়। তোমাদের সবার আবাসস্থল জাহান্নাম। সেটাই তোমাদের সঙ্গী। আর কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তন স্থল' *(হাদীদ ৫৭/১২-১৫)*।

মুনাফিকরা দুনিয়াতে মুমিনদের সাথেই বসবাস করে। তাদের সাথেই জুম'আ, জামা'আত, ঈদ, হজ্জ, ওমরাহ এমনকি জিহাদেও অংশগ্রহণ করে। কিন্তু স্রেফ দুনিয়াবী স্বার্থ ও কপটতার কারণে তারা ক্বিয়ামতের দিন নূর থেকে বঞ্চিত হবে। তারা সেদিন অন্ধকারে আলো হাতড়াবে। কিন্তু কিছুই পাবে না। অবশেষে পুলছিরাত থেকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। অন্যদিকে মুমিনরা তাদের জ্যোতির আলোকে চোখের পলকে পুলছিরাত পার হয়ে জান্নাতে চলে যাবে।

অতঃপর ১৮ আয়াতে আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ 'নিশ্চয়ই দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, যারা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দেয়, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার' *(হাদীদ ৫৭/১৮)*।

মৃত্যুর পরেও উত্তম ঋণ জারী থাকে :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، رواه مسلم-

'মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কেবল তিনটি আমল ব্যতীত : (ক) ছাদাক্বায়ে জারিয়া (খ) এমন ইল্ম যা থেকে কল্যাণ লাভ হয় এবং (গ) নেককার সন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে'।[17]

উক্ত হাদীছে বর্ণিত তিনটি ছাদাক্বায়ে জারিয়ার মধ্যে ইল্ম সর্বাধিক দীর্ঘস্থায়ী। শত শত বছর ধরে মানুষ ইল্ম থেকে কল্যাণ লাভ করে। সেকারণ নবী-রাসূলগণ কোন কিছুই ছেড়ে যান না, ইল্ম ব্যতীত। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ 'নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিছ। আর নবীগণ দীনার ও দিরহাম ছেড়ে যান না। বরং তাঁরা কেবল ইল্ম ছেড়ে যান। যে ব্যক্তি তা থেকে গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি পূর্ণমাত্রায় তা গ্রহণ করে'।[18]

এখানে ইল্ম বলতে ঐ ইল্মকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র পথ দেখায় এবং যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত হ'তে বিরত রাখে। উক্ত উদ্দেশ্যে উচ্চতর ইসলামী গবেষণা খাতে সহযোগিতা প্রদান, প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও পরিচালনা। বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন বই ছাপানো ও বিতরণ করা এবং এজন্য অন্যান্য স্থায়ী প্রচার মাধ্যম স্থাপন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি।

বস্তুতঃ আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদানের জন্য কুরআনে ছয় জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। বাক্বারাহ ২/২৪৫, মায়েদাহ ৫/১২, হাদীদ ৫৭/১১, ১৮, তাগাবুন ৬৪/১৭ ও মুযযাম্মিল ৭৩/২০। মাক্কী ও মাদানী সূরায় সকল স্থানে বান্দাকে উক্ত বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অতএব মুমিনের কর্তব্য হবে, সাধ্যমত আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেওয়া এবং কোনরূপ রিয়া ও শ্রুতি ছাড়াই আল্লাহ্র নিকটে উত্তম বিনিময় পাওয়ার আশায় হাদিয়া দেওয়া ও ছাদাক্বা করা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

---

১৭. মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/২০৩ 'ইল্ম' অধ্যায়।
১৮. তিরমিযী হা/২৬৮২; আবুদাঊদ হা/৩৬৪১; মিশকাত হা/২১২।

ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি

*মূল : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ**

*অনুবাদ : আব্দুল মালেক***

গোড়ার কথা :

সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক, দয়াময়, করুণাময়, বিচার দিবসের মালিক, পূর্বাপর সকলের মা'বূদ, আসমান-যমীনের রক্ষণাবেক্ষণকারী মহান আল্লাহ্র সকল প্রশংসা। তাঁর বিশ্বস্ত নবী যিনি সৃষ্টিকুলের মহান শিক্ষক এবং জগদ্বাসীর জন্য রহমত রূপে প্রেরিত তাঁর উপর ছালাত ও সালাম।

মানুষকে শিক্ষাদানের কাজ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। এর উপকারিতা সুদূরপ্রসারী এবং কল্যাণ সর্বব্যাপী। নবী-রাসূলগণ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যে বিদ্যার উত্তরাধিকার রেখে গেছেন তা প্রচারক ও প্রশিক্ষকদের জন্য তারই একটি অংশ! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِى جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ- 'আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, আকাশবাসী, যমীনবাসী এমনকি গর্তের পিঁপড়া ও (পানির) মাছ পর্যন্ত মানুষকে যারা কল্যাণকর জিনিস শিক্ষা দেয় তাদের জন্য দো'আ করে থাকে'।[১]

তা'লীম বা শিক্ষণ কার্যক্রমের অনেক পদ্ধতি ও প্রকার রয়েছে। তার মাধ্যম ও পন্থাও বহু। তন্মধ্যে ভুল সংশোধন অন্যতম। সংশোধন শিক্ষণেরই একটি অংশ। আসলে শিক্ষণ-শিখন আর ভুল সংশোধন একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার মত নয়।

দ্বীনের মাঝে নছীহত বা কল্যাণ কামনা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। এই ফরযেরই একটি বিষয় মানুষের ভুল সংশোধন করা। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ-এর সাথে ভুল সংশোধনের সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট। অবশ্য এটাও লক্ষণীয় যে, ভুলের গণ্ডি নিষিদ্ধ বা অন্যায়ের গণ্ডি থেকে অনেক প্রশস্ত। কেননা ভুল কখনো নিষিদ্ধের আওতায় হ'তে পারে আবার কখনো তার বাইরেও হ'তে পারে।

এমনিভাবে দেখা যায় যে, ভুল শুধরিয়ে সঠিক পন্থা প্রদর্শন মহান আল্লাহ্র অহি-র বিধান ও কুরআনী রীতির অন্তর্ভুক্ত। কুরআন যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, স্বীকৃতি দান, অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং ভুল সংশোধনের মত বিষয় নিয়ে অবতীর্ণ হ'ত। এমনকি নবী করীম (ছাঃ) থেকেও যে সামান্য ত্রুটি ঘটেছে সে সম্পর্কেও ভর্ৎসনা করে এবং আগামীতে এমনটা যেন না ঘটে সে সম্পর্কে সতর্ক করে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমনটা আল্লাহ বলেছেন,

عَبَسَ وَتَوَلَّى، أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى، وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى، أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى، أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، وَهُوَ يَخْشَى، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى-

'ভ্রূকুঞ্চিত করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল এজন্য যে, তার নিকটে একজন অন্ধ লোক এসেছে। তুমি কি জানো সে হয়তো পরিশুদ্ধ হ'ত। অথবা উপদেশ গ্রহণ করত। অতঃপর সে উপদেশ তার উপকারে আসত। অথচ যে ব্যক্তি বেপরওয়া তুমি তাকে নিয়েই ব্যস্ত আছ। অথচ ঐ ব্যক্তি পরিশুদ্ধ না হ'লে তাতে তোমার কোন দোষ নেই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তোমার নিকটে দৌড়ে এল, এমন অবস্থায় যে সে (আল্লাহকে) ভয় করে, অথচ তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে' *(আবাসা ৮০/১-১০)*।

وَإِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ-

'যেই লোকটার উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ রয়েছে এবং তুমিও যাকে অনুগ্রহ করেছ তাকে যখন তুমি বলছিলে, তোমার স্ত্রীকে তুমি তোমার নিজের কাছে রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। অথচ এ ব্যাপারে তুমি তোমার মনের মাঝে এমন একটা বিষয় লুকাচ্ছিলে যা আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন, তুমি এক্ষেত্রে মানুষের ভয় করছ, অথচ আল্লাহ তা'আলাই তোমার ভয় করার বেশী উপযুক্ত' *(আহযাব ৩৩/৩৭)*।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيْدُ الْآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

'কোন নবীর পক্ষে বন্দীদের আটকে রাখা শোভা পায় না, যতক্ষণ না জনপদে শত্রু নির্মূল হয়। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা কর। আর আল্লাহ চান আখেরাত। আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(আনফাল ৮/৬৭)*।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ-

'সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক্ষেত্রে তোমার কোনই কর্তৃত্ব নেই। আল্লাহ হয় তাদের মাফ করবেন, নয় তাদের শাস্তি দিবেন। কারণ তারা যালিম বা অত্যাচারী' *(আলে ইমরান ৩/১২৮)*।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন কোন ছাহাবীর ভুল পদক্ষেপের বিবরণ তুলে ধরে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে হাতেব বিন আবী বালতা'আহ (রাঃ) কুরাইশ কাফেরদের নিকট একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। চিঠিতে তিনি

* *সঊদী আরবের প্রখ্যাত আলেম ও দাঈ।*

** *সিনিয়র শিক্ষক, হরিণাকুণ্ড সরকারী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

১. *তিরমিযী হা/২৬৮৫;* মিশকাত হা/২১৩, সনদ হাসান।

নবী করীম (ছাঃ)-এর মক্কা পানে যাত্রার কথা উল্লেখ করে কাফেরদের সতর্ক করেছিলেন। তার এভাবে চিঠি পাঠানো ছিল বড় ধরনের ভুল। এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয় আল্লাহ্র বাণী-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ-

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা কখনো আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। (এটা কেমন কথা যে) তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্ব দেখাচ্ছ অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তারা তা অস্বীকার করছে। শুধু তাই নয়, উপরন্তু তারা তোমাদের প্রতিপালকের উপর তোমরা যে ঈমান এনেছ সেজন্য রাসূল এবং তোমাদেরকে (তোমাদের জন্মভূমি থেকে) বের করে দিয়েছে। যদি (সত্যই) তোমরা আমার পথে জিহাদ এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে (ঘরবাড়ি থেকে) বেরিয়ে থাক, তাহ’লে কিভাবে তোমরা তাদের সাথে গোপনে গোপনে বন্ধুত্ব করতে পার? তোমরা যা গোপনে কর আর যা প্রকাশ্যে কর আমি তো তার সবটাই খুব ভালমত জ্ঞাত। আর তোমাদের মধ্য থেকে যেই (কাফেরদের সাথে) এমন গোপন বন্ধুত্ব করবে, সে অবশ্যই সরল পথ (ইসলাম) হারিয়ে ফেলবে’ *(মুমতাহিনা ৬০/১)*।

ওহোদ যুদ্ধে নবী করীম (ছাঃ) তীরন্দাযদেরকে ওহোদের একটি গিরিপথে নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল জয়-পরাজয় যাই হোক, তোমরা গিরিপথ ত্যাগ করবে না। কিন্তু যুদ্ধের প্রথমেই মুসলমানদের বিজয় দেখে তাদের সিংহভাগ গণীমত সংগ্রহের জন্য গিরিপথ ছেড়ে চলে যায়। এই অরক্ষিত গিরিপথ দিয়ে পিছন থেকে আক্রমণ করে কাফিররা মুসলমানদের পর্যুদস্ত করে ফেলে। মুসলমানরা প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। তীরন্দাযদের এহেন ভুলের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়-

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّوْنَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ-

‘আল্লাহ তোমাদের নিকট (ওহোদ যুদ্ধে) দেওয়া (বিজয়ের) ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা (দিনের প্রথম ভাগে) ওদের কচুকাটা করছিলে তাঁর হুকুমে। অবশেষে (দিনের শেষভাগে) যখন তোমরা হতোদ্যম হয়ে পড়লে ও কর্তব্য নির্ধারণে ঝগড়ায় লিপ্ত হ’লে (যেটা তীরন্দাযরা করেছিল) আমি তোমাদেরকে (বিজয়) দেখানোর পর যা তোমরা কামনা করেছিলে, এ সময় তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়া (গণীমত) কামনা করছিলে এবং কেউ আখেরাত কামনা করছিলে (অর্থাৎ দৃঢ় ছিলে)। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তাদের (উপর বিজয়ী হওয়া) থেকে ফিরিয়ে দিলেন যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা নিতে পারেন। অবশ্য আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ’ *(আলে ইমরান ৩/১৫২)*।

একবার নবী করীম (ছাঃ) কিছু আদব-লেহাজ শিক্ষাদানের লক্ষ্যে তাঁর স্ত্রীদের সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু কিছু লোক তিনি স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন বলে অপপ্রচার করে। অথচ বিষয়টা মোটেও তেমন ছিল না। তাই আল্লাহ নাযিল করলেন-

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوْا بِهِ وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ-

‘আর যখন তাদের নিকট স্বস্তিদায়ক কিংবা ভীতিকর কোন বার্তা আসে তখনই তারা তা প্রচারে লেগে যায়; অথচ তারা যদি তা রাসূল ও তাদের মধ্যকার জ্ঞানী-গুণীজনের নিকট তুলে ধরত তাহ’লে তাদের মধ্যেকার গবেষণা শক্তির অধিকারীগণ তা অবশ্যই বুঝতে পারত’ *(নিসা ৪/৮৩)*।

কিছু ছাহাবী কোন প্রকার শারঈ ওযর ছাড়া মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত না করে বসেছিলেন। তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِيْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ قَالُوْا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا-

‘যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছিল, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ কবয করার পর বলে তোমরা কিসে ছিলে (অর্থাৎ মুসলিম না মুশরিক?)। তারা বলবে, জনপদে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলবে, আল্লাহ্র যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে তোমরা সেখানে হিজরত করে যেতে? অতএব ওদের বাসস্থান হ’ল জাহান্নাম। আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান’ *(নিসা ৪/৯৭)*।

আয়েশা (রাঃ)-এর সতীত্বে কলঙ্ক লেপনে কিছু মুনাফিক বড় ভূমিকা পালন করেছিল। অথচ তিনি সেই মিথ্যা অপবাদ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। এরপরেও কিছু ছাহাবীও তাদের পেছনে সায় দিয়েছিল। বিষয়টা ডাহা মিথ্যা হিসাবে তারা উড়িয়ে দিতে পারত। কিন্তু তারা তা না করে নীরব ছিল। এটা ছিল ভুল। তাই আল্লাহ অপবাদ প্রসঙ্গে নাযিল করলেন, وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَا أَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ- ‘যদি ইহকালে ও

পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তাহ'লে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদের স্পর্শ করত' *(নূর ২৪/১৪)*। পরে আরো বলেছেন, وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُوْنُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ– 'আর যখন তোমরা এ অপবাদ শুনেছিলে তখন কেন তোমরা একথা বলনি যে, এ বিষয়ে আমাদের কিছুই বলা উচিৎ নয়। আল্লাহ পবিত্র। নিশ্চয়ই এটি গুরুতর অপবাদ' *(নূর ২৪/১৬)*।

কিছু ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-এর উপস্থিতিতে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং তাদের গলার স্বর বেশ উঁচু মাত্রায় পৌঁছে যায়। এহেন অশোভন আচরণ না করতে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُوْلِه وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ، يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ–

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রগামী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের গলার আওয়ায নবীর আওয়ায থেকে উঁচু কর না এবং নিজেরা যেভাবে একে অপরের সাথে উঁচু গলায় কথা বল সেভাবে তাঁর সামনে বল না। এমন যেন না হয় যে, তোমাদের আমল সব পণ্ড হয়ে যাবে অথচ তোমরা তা বুঝতে পারবে না' *(হুজুরাত ৪৯/১-২)*।

একবার নবী করীম (ছাঃ) জুম'আর ছালাতে খুৎবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় একটি বাণিজ্য কাফেলা মদীনায় প্রবেশ করে। তখন বেশ কিছু লোক খুৎবা শোনা বাদ দিয়ে কেনাকাটার উদ্দেশ্যে কাফেলার দিকে দৌড়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়,

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ–

'আর যখন তারা কোন ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা ক্রীড়াকৌতুক দেখতে পায় তখন তোমাকে দণ্ডায়মান রেখেই তারা সে দিকে দ্রুত চলে যায়। তুমি বলে দাও, আল্লাহ্র নিকট যা আছে তা ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যবসায়ের পণ্য থেকে অনেক মূল্যবান। আর আল্লাহই তো সর্বোত্তম রিযিকদাতা' *(জুমু'আ ৬২/১১)*। এরকম উদাহরণ আরো অনেক রয়েছে। এগুলো ভুল সংশোধনের গুরুত্ব এবং এ ব্যাপারে নীরবতা পালন যে আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়, সে কথাই নির্দেশ করে।

আর নবী করীম (ছাঃ) তো তাঁর মালিকের দেওয়া আলোকিত পথের পথিক ছিলেন। অসৎ কাজের নিষেধ এবং ভুল সংশোধনে তিনি কখনই শিথিলতা বা বিলম্বের ধার ধারেননি। এসকল কারণে আলেমগণ একটি মূলসূত্র বের করেছেন যে, لا يجوز في حقّ النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيـــان عـــن وقت الحاجة 'নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্য প্রয়োজনের সময়ে কোন কিছু বিলম্বে বর্ণনা করা জায়েয নয়'।

নবী করীম (ছাঃ)-এর সমকালীন যুগে যে সমস্ত লোক ভুল-ভ্রান্তি করেছিল তাদের সংশোধনে তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তার স্বতন্ত্র গুরুত্ব রয়েছে। কেননা তিনি তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে সাক্ষাৎ সহযোগিতা প্রাপ্ত ছিলেন। তাঁর সকল কাজ ও কথা নির্ভুল হ'লে যেমন তার সমর্থনে অহী এসেছে, তেমনি ভুল হ'লে সংশোধনার্থেও অহী এসেছে। কাজেই ভুল সংশোধনে তাঁর গৃহীত পদ্ধতি যেমন অত্যন্ত সুবিচারপূর্ণ ও ফলদায়ক, তেমনি তা ব্যবহারে জনমানুষের সাড়া লাভের সম্ভাবনাও অনেক বেশী।

ভুল সংশোধনকারী নবী করীম (ছাঃ)-এর পদ্ধতি অনুসরণ করলে তার কাজ যেমন সঠিক হবে, তেমনি তার পদ্ধতিও সহজ-সরল হবে। আর এতে নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুসরণও হবে। তিনিই তো আমাদের জন্য সুন্দরতম আদর্শ। আল্লাহ তা'আলাও এজন্য মহাপুরস্কার দিবেন, যদি আমাদের নিয়ত বিশুদ্ধ থাকে।

নবী করীম (ছাঃ)-এর পদ্ধতি জানার মাধ্যমে জাগতিক কর্মপদ্ধতির ত্রুটি ও ব্যর্থতা কোথায় তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। মানব উদ্ভাবিত এসব কর্মপদ্ধতিই তো দুনিয়া জুড়ে রাজ্য চালাচ্ছে। এসব কর্মপদ্ধতি তাদের অনুসারীদের দ্বিধাবিভক্ত করে রেখেছে। কেননা এসব তন্ত্রের অনেকগুলোই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিমূলক এবং বাতিল দর্শনের উপর দণ্ডায়মান। যেমন বল্গাহীন স্বাধীনতা। আবার কিছু তন্ত্র উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বাতিল ধর্মজাত। যেমন পিতৃপুরুষ থেকে প্রাপ্ত অন্ধবিশ্বাস, যা অহী ও যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে মোটেও পরখ করা হয়নি।

অবশ্য একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বর্তমান পরিস্থিতি ও উদ্ভূত অবস্থায় নবী করীম (ছাঃ)-এর কর্ম-পদ্ধতি কার্যকরী করতে একটা বড় মাত্রার ইজতিহাদ বা গবেষণার আবশ্যকতা রয়েছে। যে নিজেই ফকীহ বা ইসলামী আইন বিশারদ সে বর্তমান ও নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগের অবস্থা ও পরিবেশের সাদৃশ্য নিরূপণে সহজেই সমর্থ হবে, ফলে নবী করীম (ছাঃ)-এর কর্মপদ্ধতি থেকে যা উপযুক্ত ও ফলদায়ক তা নির্বাচন করতে পারবে।

এ গ্রন্থ নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে যারা তাঁর সঙ্গে জীবন-যাপন করেছেন, তাঁর সামনাসামনি হয়েছেন, নানা সময় নানা পর্যায়ে তাদের যে ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে এবং নবী করীম (ছাঃ) তা সংশোধন করেছেন তাঁর সেই সংশোধন পদ্ধতি অনুসন্ধানের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াসমাত্র। আমি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানাই তিনি যেন গ্রন্থটিতে সঠিক তথ্য সন্নিবেশের সামর্থ্য দান করেন। গ্রন্থটি যেন আমার নিজের এবং আমার মুসলিম ভাই-বোনদের কল্যাণে লাগে।

তিনি একাজের উত্তম সহায়ক, এ ক্ষমতা কেবল তারই আছে, তিনিই সঠিক পথের দিশারী।

ভুল সংশোধনকালে যেসব সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন : ভুল সংশোধনের মত কাজে নেমে পড়ার পূর্বে কিছু সতর্কতা ও সাবধানতামূলক বিষয়ে সংশোধনকারীর সচেতন থাকা খুবই প্রয়োজন। এতে আশানুরূপ ফল অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ। নিম্নে তা তুলে ধরা হ'ল :

১. শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাজটি করা (الإخلاص لله) : মানুষের উপর বড়ত্ব ফলান, আত্মতৃপ্তি লাভ কিংবা অন্যদের থেকে উপকার লাভের আশায় সংশোধনের কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যাবে না; বরং একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে রাযী-খুশি করার নিয়তে তা করতে হবে।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) শুফাই আল-আছবাহী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, তিনি মদীনায় ঢুকে এক জায়গায় দেখলেন, একজন লোকের পাশে অনেক লোক জমা হয়েছে। তিনি বললেন, ইনি কে? তারা বলল, ইনি আবু হুরায়রা (রাঃ)। আমি তাঁর কাছাকাছি গিয়ে তাঁর সামনে বসলাম। তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে হাদীছ বর্ণনা করছিলেন। যখন তিনি থামলেন এবং নিরিবিলি হ'লেন তখন আমি তাকে বললাম, আমি আপনাকে হকের পর হকের কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাবেন যা আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে শুনেছেন। তারপর আপনি তা বুঝেছেন এবং মনে রেখেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, আমি তা করব, আমি অবশ্যই তোমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাব, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, আমি তা বুঝেছি এবং মনে রেখেছি। একথা বলার পর আবু হুরায়রা (রাঃ) এমনভাবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন যে তিনি প্রায় বেহুঁশ হওয়ার মত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ এভাবে কেটে গেল। তারপর তিনি স্বাভাবিক হয়ে বললেন, আমি অবশ্যই তোমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাব যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে এই ঘরের মধ্যে বলেছিলেন, তিনি আর আমি ছাড়া আমাদের সাথে অন্য কেউ ছিল না। আবু হুরায়রা (রাঃ) একথা বলে পুনর্বার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। হুঁশ ফিরে পেয়ে তিনি তার মুখমণ্ডল মুছলেন এবং বললেন, আমি অবশ্যই তোমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাব, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছিলেন। আমি আর তিনি তখন এই ঘরের মধ্যে ছিলাম। তিনি আর আমি ছাড়া আমাদের সাথে অন্য কেউ ছিল না। আবার আবু হুরায়রা ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরে পেয়ে তিনি চোখে-মুখে হাত বুলালেন এবং বললেন, আমি (তোমার কথা মত কাজ) করব। আমি অবশ্যই তোমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাব যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছিলেন। আমি তখন তাঁর সাথে এই ঘরের মধ্যে ছিলাম। তিনি ও আমি ছাড়া আমাদের সাথে আর কেউ তখন ছিল না। তারপর আবু হুরায়রা (রাঃ) কঠিনভাবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন এবং সামনের দিকে ঝুঁকে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। আমি তখন দীর্ঘ সময় ধরে তাকে আমার দেহের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে রাখলাম। হুঁশ ফিরে এলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছিলেন, যখন ক্বিয়ামত দিবস হবে, তখন বিচার করার জন্য আল্লাহ তার বান্দাদের মাঝে নেমে আসবেন। তখন প্রত্যেক মানবদল নতজানু হয়ে থাকবে। প্রথমেই তিনি তিন প্রকার লোককে ডাকবেন। এক. ঐ ব্যক্তি যে কুরআন জমা করেছে তথা পড়েছে। দুই. ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্র পথে লড়াই করে মারা গিয়েছে। তিন. ঐ ব্যক্তি যে প্রচুর সম্পদের অধিকারী ছিল। কুরআন পাঠককে আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাকে আমার রাসূলের উপর যা নাযিল করেছি তা শিখাইনি? সে বলবে, অবশ্যই, হে আমার মালিক! তিনি বলবেন, তোমাকে প্রদত্ত শিক্ষা মত তুমি কি আমল করেছ? সে বলবে, আমি সারা রাত এবং সারা দিন তা পালনে তৎপর থেকেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। ফেরেশতারাও বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ বলবেন, তোমার বরং 'কারী' বা কুরআন পাঠক নামে আখ্যায়িত হওয়ার ইচ্ছা ছিল। তোমাকে তা বলা হয়েছে। সম্পদশালী লোকটিকে হাযির করা হবে। আল্লাহ তাকে বলবেন, আমি কি তোমাকে এতটা প্রাচুর্য দেইনি যে, কোন ব্যাপারেই কারো কাছে তোমাকে হাত পাততে না হয়? সে বলবে, অবশ্যই, হে আমার মালিক! তিনি বলবেন, আমি তোমাকে যা দিয়েছিলাম তাতে তুমি কী আমল করেছিলে? সে বলবে, আমি আত্মীয়তা রক্ষা করতাম এবং দান-খয়রাত করতাম। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। ফেরেশতারাও বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ বলবেন, তুমি বরং এই ইচ্ছা পোষণ করেছিলে যে, তোমাকে 'অমুক বড় দানশীল' বলে আখ্যায়িত করা হোক। তোমাকে তো তা (দুনিয়াতে) বলা হয়েছে। আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত লোকটাকেও হাযির করা হবে। আল্লাহ তাকে বলবেন, কিসের জন্য তুমি নিহত হয়েছিলে? সে বলবে, আমি তোমার রাস্তায় জিহাদের আদেশ পেয়ে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়েছিলাম। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, ফেরেশতারাও তাকে বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি বরং এই ইচ্ছা করেছিলে যে, তোমাকে যেন বলা হয়, 'অমুক খুব সাহসী বীর'। তোমাকে তো (দুনিয়াতে) তা বলা হয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার হাঁটুর উপর করাঘাত করে বললেন, হে আবু হুরায়রা! এই তিনজনই আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রথম, ক্বিয়ামতের দিন যাদের দ্বারা জাহান্নাম উত্তপ্ত করা হবে'।[২]

কল্যাণকামী নছিহতকারীর নিয়ত যখন সঠিক হবে তখন তা আল্লাহ্র হুকুমে অবশ্যই প্রভাব ফেলবে, গ্রহণযোগ্যতা পাবে এবং ছওয়াব অর্জনের অসীলা হবে।

২. ভুল করা মানুষের স্বভাবজাত বিষয় (الخطأ من طبيعة البشر) : নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ 'আদম সন্তানের প্রত্যেকেই

---

২. *তিরমিযী হা/২৩৮২, হাদীছ হাসান।*

ভুলকারী। আর ভুলকারীদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা তওবাকারী তথা সঠিক পথে প্রত্যাবর্তনকারী’।[৩]

এই বাস্তবতাকে মনে রাখলে সব কাজই সঠিক পন্থায় গতি লাভ করতে পারে। এমতাবস্থায় সংশোধনকারী যেন এমন না হয় যে, কিছু লোককে উত্তম নমুনা ও নির্দোষ ভেবে মূল্যায়ন করবে না; আবার কিছু লোকের ভুল-ভ্রান্তির মাত্রা বেশী কিংবা বারবার হ’তে দেখে তাদের উপর ব্যর্থতার তকমা লাগিয়ে দেবে। বরং সে তাদের প্রত্যেক শ্রেণীর সাথে বাস্তবানুগ আচরণ করবে। কেননা সে ভালমত জানে যে, মানুষের স্বভাব সদাই অজ্ঞতা, উদাসীনতা, অক্ষমতা, খেয়ালখুশি, বিস্মৃতি ইত্যাদি ক্ষতিকর আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে সে স্বভাবতই ভুল করে বসে।

ভুলের কারণে আরো কোন মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় মানুষে মানুষে তুলনা করা থেকে আমরা যাতে বিরত না থাকি এ সত্য আমাদের সে কথাও বলে।

একইভাবে এ সত্য বুঝতে পারলে একজন প্রচারক, সংস্কারক, সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎ কাজের নিষেধকর্তা অনুধাবন করবে যে, সেও অপরাপর মানুষের মত একজন মানুষ। ভুলে পতিত ব্যক্তির মত সেও ভুল করতে পারে। এরূপ চেতনা থাকলে সে ভুলে পতিত ব্যক্তির সঙ্গে রূঢ়-কঠিন আচরণ না করে; বরং দয়ার্দ্র ও নম্র আচরণ করবে। কেননা সংশোধনের মূল উদ্দেশ্য তো কল্যাণ সাধন, শাস্তি বিধান নয়।

তবে ইতিপূর্বে যা বলা হয়েছে, তার অর্থ এটা নয় যে, ভুল-ভ্রান্তিকারকদের আমরা তাদের ভুলের উপর ছেড়ে দেব, কিছুই বলব না। পাপী ও কবীরা গোনাহকারীদের ব্যাপারে আমরা এমন ওযরখাহিও করব না যে, তারা মানুষ অথবা তারা উঠতি বয়সের কিশোর, তাদের তো এমন ভুল হ’তেই পারে। কিংবা তাদের যুগ ফিৎনা-ফাসাদ ও ষড়যন্ত্রে ভরা, তারা তো এসবের শিকার হ’তেই পারে। বরং শরী‘আতের মানদণ্ড অনুযায়ী তাদের নিষেধ করা এবং কাজের হিসাব নেওয়া আমাদের জন্য একান্তই উচিত হবে।

৩. কোন কিছু ভুল আখ্যায়িত করা শারঈ দলীলের ভিত্তিতে হ’তে হবে, যার পেছনে সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকবে। অজ্ঞতা কিংবা অবাস্তব জোড়াতালি দেওয়া কথার ভিত্তিতে তা হবে না : মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (জাবের (রাঃ) একটি লুঙ্গি পরে ছালাত আদায় করছিলেন। লুঙ্গিটা তিনি তার ঘাড়ের দিক দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন) এর কারণ ঐ সময় তারা পায়জামা ব্যবহার করতেন না। এক লুঙ্গিতেই ছালাত আদায় করতেন, তাই যাতে রুকূ ও সিজদাকালে সতর ঢাকা থাকে, সেজন্য তারা ঘাড়ের সাথে লুঙ্গি বেঁধে নিতেন।[৪] (অথচ আলনায় তার কাপড় রাখা ছিল। এ দৃশ্য দেখে তাকে একজন বলল, আপনি এক লুঙ্গিতে ছালাত আদায় করছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি এটা কেবল এজন্য করছি যে, তোমার মত আহম্মকরা আমাকে দেখুক। নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে আমাদের মধ্যে এমন কেইবা ছিল যার পরার মত দু’টো কাপড় ছিল?[৫] ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, এখানে আহম্মক অর্থ অজ্ঞ। তাঁর কাজের উদ্দেশ্য ছিল, এক কাপড়ে ছালাতের বৈধতা তুলে ধরা, যদিও দুই কাপড়ে ছালাত আদায় উত্তম। যেন তিনি বলছেন, আমি বৈধতা বর্ণনার জন্য ইচ্ছে করে এটা করেছি। যাতে কোন অজ্ঞ লোক শুরু থেকেই নির্দ্বিধায় আমার অনুসরণ করে, অথবা আমাকে নিষেধ করে; তখন আমি তাকে বুঝিয়ে দেব যে, এটা জায়েয আছে।

তিনি আহম্মক বলে শক্ত ভাষায় সম্বোধন করেছেন, আলেমদের ভুল ধরতে সতর্ক হওয়ার জন্য। তাছাড়া অন্যরাও যেন শরী‘আতের কার্যাবলী নিয়ে অনুসন্ধান করে।[৬]

৪. ভুল যত বড় হবে, সংশোধনে তত বেশী জোর দিতে হবে (كلما كان الخطأ أعظم كان الاعتناء بتصحيحه أشـــد) :

উদাহরণস্বরূপ আক্বীদা-বিশ্বাসের ভুল সংশোধন আদব-আখলাকের ক্ষেত্রে ভুল সংশোধনের তুলনায় অধিক গুরুত্ববহ। দেখা গেছে, নবী করীম (ছাঃ) সকল শ্রেণীর শিরকের সঙ্গে জড়িত ভুল-ভ্রান্তি অনুসন্ধান ও তা সংশোধনে কঠিন গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা শিরকের পাপ অত্যন্ত ভয়াবহ। এখানে কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হ’ল।

মুগীরা ইবনু শু‘বা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (নবী তনয়) ইবরাহীম যেদিন মারা যান, সেদিন সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, ইবরাহীমের মৃত্যুতে সূর্যগ্রহণ লেগেছে। এ কথা শুনে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, চাঁদ-সূর্য আল্লাহ্‌র দু’টি নিদর্শন। কারো জন্ম-মৃত্যুতে এদের গ্রহণ লাগে না। সুতরাং তোমরা যখন এদের গ্রহণ লাগতে দেখবে তখন আল্লাহ্‌র কাছে দো‘আ করবে এবং না কেটে যাওয়া পর্যন্ত ছালাতে রত থাকবে’।[৭]

আবু ওয়াকিদ আল-লায়ছী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاط يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاط كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاط. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم سُبْحَانَ اللهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى (اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ) وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হুনাইনের যুদ্ধে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি পৌত্তলিক মুশরিকদের একটি গাছের পাশ দিয়ে যান। গাছটির নাম ছিল ‘যাতু আনওয়াত’। মুশরিকরা তাদের

---

৩. *তিরমিযী হা/২৪৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১; মিশকাত হা/২৩৪১।*
৪. *ফাৎহুল বারী, সালাফিয়া প্রকাশনী ১/৪৬৭।*
৫. *বুখারী হা/৩৫২।*
৬. *ফাৎহুল বারী ১/৪৬৭।*
৭. *বুখারী হা/১০৬০।*

Contents

যুদ্ধাস্ত্রগুলো ঐ গাছে ঝুলিয়ে রাখত। এ দৃশ্য দেখে ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ওদের যেমন একটা যাতু আনওয়াত আছে, আমাদের জন্যও আপনি অনুরূপ একটা যাতু আনওয়াত বৃক্ষ নির্ধারণ করে দিন। নবী করীম (ছাঃ) তখন বলে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ! এতো দেখছি, মূসার লোকদের মত কথা। ওরা বলেছিল, আমাদের জন্য তুমি ইলাহ বানিয়ে দাও, যেমন ওদের আছে অনেক ইলাহ। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করবে'।[৮]

অন্য বর্ণনায় আবু ওয়াকিদ থেকে বর্ণিত, তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে মক্কা থেকে হুনাইন পানে যাত্রা করেন। পথে কাফেরদের 'যাতু আনওয়াত' নামে একটি কুল গাছ ছিল। তারা গাছটির নীচে অবস্থান করত এবং গাছে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। তিনি বলেন, আমরাও একটা বড়সড় সবুজ কুল গাছের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা তখন বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের একটা যাতু আনওয়াত বানিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের কথায় বললেন, 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! তোমরা তো দেখছি মূসার লোকদের মতই বলছ 'আমাদের জন্য তুমি ইলাহ বানিয়ে দাও, যেমন তাদের আছে অনেক ইলাহ। নিশ্চয়ই তোমরা একটি অজ্ঞ জাতি'। নিশ্চয়ই এসবই যাপিত জীবনের রীতি। তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্বকালের লোকদের রীতিগুলো এক একটা করে অনুসরণ করবে'।[৯]

যায়েদ বিন খালেদ আল-জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হুদায়বিয়াতে আমাদের নিয়ে রাতে সংঘটিত বৃষ্টির পরে ফজর ছালাত আদায় করলেন। ছালাত শেষে তিনি লোকদের দিকে মুখ করে বললেন, তোমরা কি জান, তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, তিনি বলেছেন, আমার কিছু বান্দা আমার উপর ঈমান রেখে ভোর করে এবং কিছু বান্দা কাফির অবস্থায় ভোর করে। যারা বলে, আল্লাহ্র ফযলে ও দয়ায় আমাদের বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার উপর ঈমান রাখে এবং গ্রহের উপর ঈমান রাখে না। আর যারা বলে, অমুক অমুক গ্রহের কল্যাণে আমাদের বৃষ্টি হয়েছে তারা আমার উপর ঈমান রাখে না; বরং ঐসব গ্রহ-নক্ষত্রের উপর ঈমান রাখে'।[১০]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর সামনে বলল, يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ ও আপনি যা চান, (তাই হবে)। তিনি তাকে বললেন, তুমি আমাকে আল্লাহ্র সমকক্ষ করে দিলে? বরং আল্লাহ একাই যা চান তাই হয়'।[১১]

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে একটি কাফেলা বা দলে পেলেন। তিনি তখন তার পিতার নামে শপথ করছিলেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের ডেকে বললেন, সাবধান, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষের নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। যার একান্তই শপথ করা প্রয়োজন সে যেন আল্লাহ্র নামে শপথ করে, নচেৎ চুপ করে থাকে'।[১২]

জ্ঞাতব্য : ইমাম আহমাদ তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট ওয়াকী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট আ'মাশ বর্ণনা করেছেন, তিনি সা'দ বিন ওবায়দা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর সাথে এক মাহফিলে ছিলাম। পাশের মাহফিলের এক ব্যক্তিকে তিনি বলতে শুনলেন, না আমার পিতার কসম! ইবনু ওমর (রাঃ) তখন তার দিকে একটি কংকর ছুঁড়ে মেরে বললেন, এটাই ছিল ওমরের শপথ। নবী করীম (ছাঃ) তাকে এমন শপথ করতে নিষেধ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, নিশ্চয়ই এটা শিরক'।[১৩]

আবু শুরাইহ হানী ইবনু ইয়াদীদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক গোত্রের লোকেরা নবী করীম (ছাঃ)-এর দরবারে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। তিনি তাদেরকে একজন লোকের আব্দুল হাজার বা পাথরের দাস বলে ডাকতে শুনতে পেলেন। তিনি তাকে বললেন, তোমার নাম কি? সে বলল, আব্দুল হাজার। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, না, তোমার নাম বরং 'আব্দুল্লাহ'।[১৪]

[চলবে]

---

৮. *তিরমিযী হা/২১৮০; মিশকাত হা/৫৪০৮, হাদীছ হাসান ছহীহ।*
৯. *মুসনাদে আহমাদ ৫/২১৮, হা/২১৯৪৭।*
১০. *বুখারী হা/৮৪৬।*
১১. *মুসনাদে আহমাদ হা/১৮৩৯, ১/২৮৩।*
১২. *বুখারী হা/৬১০৮।*
১৩. *আহমাদ হা/৫২২২; আল-ফাৎহুর রব্বানী ১৪/১৬৪।*
১৪. *ছহীহ আদাবুল মুফরাদ হা/৬২৩, হাদীছ ছহীহ।*

আমানত

*মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান**

(২য় কিস্তি)

আমানতের কতিপয় দিক ও ক্ষেত্র :

আমানতের বিভিন্ন দিক রয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করা, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমানত রক্ষা করা ইত্যাদি। নিম্নে আমানতের কতিপয় দিক উপস্থাপন করা হ'ল।-

১. দ্বীন ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা :

এটাই হচ্ছে বড় আমানত, যা আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর অর্পণ করেছেন। তিনি বলেন,

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلاً-

'আমরা তো আসমান, যমীন ও পর্বত মালার প্রতি এই আমানত অর্পণ করেছিলাম, তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল এবং ওতে শংকিত হ'ল। কিন্তু মানুষ ওটা বহন করল, সে তো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ' *(আহযাব ৩৩/৭২)*।

ইমাম কুরতুবী (মৃত ৬৭১ হিঃ) বলেন, وَالْأَمَانَةُ تَعُمُّ جَمِيْعَ وَظَائِفِ الدِّيْنِ عَلَى الصَّحِيْحِ مِنَ الْأَقْوَالِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُوْرِ. 'সঠিক কথা হ'ল আমানত ব্যাপক অর্থে দ্বীনের সমস্ত কর্ম সমূহকে এর মধ্যে শামিল করে। আর ওটাই হ'ল জমহূর বিদ্বানগণের অভিমত'।[১]

আল্লাহ্র একত্বকে স্বীকার করে নিয়ে ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করতে মানুষ আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِيْنَ-

'আর (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক বনু আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদের বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলল, হ্যাঁ। আমরা সাক্ষী থাকলাম। (এটা এজন্য) যাতে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন বলতে না পার যে, আমরা এ বিষয়ে জানতাম না' *(আ'রাফ ৭/১৭২)*।

২. তাবলীগ বা প্রচার করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসারের মূল, যা দীর্ঘ তেইশ বছর দাওয়াতী কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাঁর মৃত্যুর পর এ আমানত উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর অর্পিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ 'তোমরাই হ'লে শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

আল্লাহ আরো বলেন,

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

'আর মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান' *(তওবা ৯/৭১)*।

আমরা এমন এক সন্ধিক্ষণে প্রবেশ করেছি, যেখানে সর্বত্রই অনৈতিকতা, অন্যায় আর অনাচার। যেখানে সৎ ও আল্লাহভীরু মানুষের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। সঠীক দ্বীনী জ্ঞানের অভাবে সমাজের আজ এমন দৈন্যদশা। এক্ষণে বাঁচার পথ হ'ল ব্যাপকভাবে দাওয়াতী কাজ করা। যিনি বক্তৃতায় পারঙ্গম তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে, যিনি লেখনীতে পারঙ্গম তিনি লেখনীর মাধ্যমে সমাজ সংস্কারে দাওয়াতী কাজ করবেন। অন্যথায় সমাজ ধ্বংসে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ- 'আর তোমরা ফিৎনা থেকে বেঁচে থাক, যা তোমাদের মধ্যকার যালেমদেরই কেবল পাকড়াও করবে না (বরং সকলের উপর আপতিত হবে)। জেনে রেখ আল্লাহ শাস্তি দানে অতীব কঠোর' *(আনফাল ৮/২৫)*।

আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هَذِهِ الآيَةَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا

---

* *শিক্ষক, নারায়ণপুর মিছবাহুল উলূম কওমী ও হাফেযী মাদরাসা, হাটশ্যামগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।*

১. *কুরতুবী, তাফসীর, সূরা আহযাব ৩৩/৭২।*

Contents

رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ.

'হে মানব সকল! নিশ্চয়ই তোমরা এ আয়াত তেলাওয়াত করে থাক যে, হে মুমিনগণ! তোমরা সাধ্যমত তোমাদের কাজ করে যাও। পথভ্রষ্টরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যখন তোমরা সৎপথে থাকবে' *(মায়েদাহ ৫/১০৫)*। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, 'মানুষ যদি কোন অত্যাচারীকে অত্যাচারে লিপ্ত দেখেও তার দু'হাত চেপে ধরে তাকে প্রতিহত না করে তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা অতি শীঘ্রই তাদের সকলকে তাঁর ব্যাপক শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত করবেন'।[২]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِه لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

'সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করবে। অন্যথা আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তোমাদের উপর তাঁর শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। তখন তোমরা তাঁর নিকট দো'আ কর কিন্তু তিনি তোমাদের সেই দো'আ কবুল করবেন না'।[৩]

৩. সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা : বান্দার উপর আল্লাহ্র হক হ'ল সঠিক সময়ে ইবাদত করা, রুকূ-সিজদা ও অন্যান্য আহকামগুলি ধীর-স্থিরতার সাথে আদায় করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا 'মুমিনদের উপরে ছালাত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে' *(নিসা ৪/১০৩)*।

তিনি বলেন, حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُوْمُوْا لِلَّهِ قَانِتِيْنَ 'তোমরা ছালাত সমূহ ও মধ্যবর্তী ছালাতের ব্যাপারে যত্নবান হও এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الَّذِىْ تَفُوْتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ 'যদি কোন ব্যক্তির আছরের ছালাত ছুটে যায়, তাহ'লে যেন তার পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গেল'।[৪]

তিনি আরো বলেন, مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ 'যে ব্যক্তি আছরের ছালাত ছেড়ে দিল, তার আমল বিনষ্ট হয়ে গেল'।[৫]

তিনি আরো বলেন,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلاَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ-

'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত যেগুলিকে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপরে ফরয করেছেন, যে ব্যক্তি এগুলির জন্য সুন্দরভাবে ওযূ করবে, ওয়াক্ত মোতাবেক ছালাত আদায় করবে, রুকূ ও খুশূ'-খুযূ' পূর্ণ করবে, তাকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ্র অঙ্গীকার রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এগুলি করবে না, তার জন্য আল্লাহ্র কোন অঙ্গীকার নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন, ইচ্ছা করলে আযাব দিতে পারেন'।[৬]

৪. গোপনীয়তা রক্ষা করা আমানত এবং তা প্রকাশ করা খিয়ানত :

বন্ধুত্ব বা সৎভাব থাকার ফলে মানুষ একে অপরের নিকট অনেক গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় বিষয় আলোচনা করে থাকে, সে বিষয়গুলি গোপন রাখা ঈমানের দাবী। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক শীতল হওয়ায় অনেকে অতীতের গোপন বিষয় ফাঁস করে দেয়, যেটা অন্যায় এবং আমানতের খেয়ানত। এটা মানুষের নীচুতা ও ঈমানী দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ। ইসলাম গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِىَ أَمَانَةٌ

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন লোক কোন কথা বলার পর আশেপাশে তাকালে তার উক্ত কথা (শ্রবণকারীর জন্য) আমানত বলে গণ্য'।[৭]

রাসূল (ছাঃ) অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার বিষয়ে বলেন, وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ. 'যে লোক দুনিয়ায় কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন

---

২. *ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৪০০৫, তিরমিযী, হা/২১৬৮।*
৩. *বুখারী ও মুসলিম, ছহীহাহ হা/২৮৬৮; ছহীহ তিরমিযী, হা/২১৬৯।*
৪. *বুখারী হা/৫৫২।*
৫. *আবুদাউদ হা/৪৫১, ১২৭৬।*
৬. *আহমাদ, আবুদাঊদ, মালেক, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৭০।*
৭. *তিরমিযী, হা/১৯৫৭; আবুদাউদ হা/৪৮৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৪৮৬; হাদীছ হাসান।*

Contents

রাখবেন। যতক্ষণ বান্দাহ তার ভাইয়ের সাহায্য-সহযোগিতায় নিয়োজিত থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ তা'আলাও তার সাহায্য-সহযোগিতায় নিয়োজিত থাকেন'।[৮]

তিনি আরো বলেন, اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ 'পরামর্শ দাতা হ'ল আমানতদার'।[৯] সুতরাং যে কোন বিষয়ে পরামর্শ দিলে তা রক্ষা করা আমানত।

৫. দাম্পত্য জীবনের গোপন বিষয় রক্ষা করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِه وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্টতর হবে যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে শয্যা গ্রহণ করে এবং তার স্ত্রীও তার সাথে শয্যা গ্রহণ করে, অতঃপর তার (স্ত্রীর) গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেয়'।[১০]

৬. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হেফাযত করা :

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা চোখ, কান, জিহ্বা, হাত-পা, লজ্জাস্থান ইত্যাদি আমানত স্বরূপ। এগুলোকে সর্বপ্রকার পাপ ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে হেফাযত করা যরূরী। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এসমস্ত নে'মত সম্পর্কে মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا 'নিশ্চয়ই কান, চোখ, হৃদয় ওদের প্রত্যেকে জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩৬)*।

(ক) দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ শক্তির হেফাযত করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ 'চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত' *(মুমিন ৪০/১৯)*।

চোখে দেখা ও কান দিয়ে শ্রবণ করা বিষয় হৃদয়ে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। চোখ ও কানের হেফাযত হ'ল ঈমান ও চরিত্র বিনষ্টকারী গান-বাজনা ও যাবতীয় অশ্লীল ভিডিও চিত্র থেকে দূরে থাকা। এগুলো এমন এক ক্ষতিকর মাধ্যম যার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকলে হৃদয়ে ঈমানী নূর নিভে যায় এবং মানুষকে নানারূপ অপকর্মে লিপ্ত করে। সম্প্রতি নারীর প্রতি সহিংসতা, ধর্ষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়া, শিশু-কিশোরদের প্রতি নির্যাতন সহ সামাজিক নানা অপরাধের মূলে অশ্লীল সিনেমা, গান-বাজনা এবং নীল ছবির সহজলভ্যতা অন্যতম কারণ। এগুলো দুনিয়াবী বিপর্যয়ই কেবল ডেকে আনে না, এগুলোর জন্য রয়েছে আখেরাতে ভয়ঙ্কর শাস্তি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيْنٌ-

'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র পথ হ'তে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে নেয় এবং আল্লাহ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি' *(লুকমান ৩১/৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

فِى هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَتَى ذَاكَ قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ.

'ভূমি ধস, চেহারা বিকৃতি এবং পাথর বর্ষণ স্বরূপ আযাব এ উম্মতের মাঝে ঘনিয়ে আসবে। জনৈক মুসলিম ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! কখন এসব আযাব সংঘটিত হবে? তিনি বললেন, যখন গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র বিস্তৃতি লাভ করবে এবং মদ্যপানের সয়লাব শুরু হবে'।[১১]

(খ) যবান ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করণ :

এগুলোর হেফাযতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হ'ল অন্যের গীবত বা পরনিন্দা না করা, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষী প্রদান করা থেকে বিরত থাকা, অন্যের বিরুদ্ধে চক্রান্ত না করা, কারো প্রতি অপবাদ প্রদান না করা, ব্যভিচার ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কর্ম তৎপরতা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। কেননা পৃথিবীতে যত ফিৎনা-ফাসাদ, গোলযোগ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা সহ যত অনাচার, অপকর্ম সংঘটিত হয় তার অধিকাংশই হয়ে থাকে যবান ও লজ্জাস্থানের দ্বারা, আর এ দু'টোকে সংযত রাখার জন্য ইসলাম বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ يَضْمَنْ لِىْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ 'যে ব্যক্তি তার দু'চোয়ালের মাঝের বস্তু (জিহ্বা) এবং দু'রানের মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থান)-এর (হেফাযতের) যামিন হবে আমি তার জান্নাতের যিম্মাদার হব'।[১২] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে নতুবা চুপ থাকে'।[১৩]

তিনি বলেন, إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيْهَا، يَزِلُّ بِهَا فِى النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ 'নিশ্চয়ই বান্দা পরিণাম চিন্তা ব্যতিরেকেই এমন কথা বলে, যে কথার কারণে সে প্রবেশ

---

৮. মুসলিম, তিরমিযী, হা/১৯৩০; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১২২৫।
৯. আবু দাউদ হা/৫১২৮; তিরমিযী, হা/২৩৬৯।
১০. মুসলিম হা/১৪৩৭।
১১. তিরমিযী হা/২২১২; ছহীহাহ হা/১৬০৪, হাদীছ হাসান।
১২. বুখারী হা/৬৪৭৪।
১৩. বুখারী হা/৬৪৭৫।

করবে জাহান্নামের এমন গভীরে, যার দূরত্ব পূর্ব (পশ্চিম)-এর দূরত্বের চেয়েও বেশী।[১৪] অর্থাৎ নেক আমল করার পরেও কুফরী কথার কারণে বান্দার এমন দূরবস্থা হবে।

আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ'ল, أَىُّ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. 'কোন ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেন, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্যান্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে'।[১৫]

তিনি আরো বলেন, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِى النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ– 'মানুষকে শুধুমাত্র জিহ্বার উপার্জনের কারণেই অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[১৬]

৭. জাগতিক বস্তু রক্ষণাবেক্ষণ করা ও প্রকৃত হকদারের নিকট তা হস্তান্তর করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا–

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে তার যথার্থ হকদারগণের নিকটে পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে সর্বোত্তম উপদেশ দান করছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(নিসা ৪/৫৮)*।

ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'উপরোক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সমস্ত হক আদায় করাও এর মধ্যে শামিল। যেমন ছালাত, যাকাত, ছিয়াম, কাফফারা ও মানত সম্পাদন করা ইত্যাদি। এমনিভাবে বান্দার হক পরস্পরের প্রতি যেমন গচ্ছিত সম্পদ এবং এ ব্যতীত যাকিছু আমানত স্বরূপ রাখা হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঐ (আমানতের) হক আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন, সুতরাং যে এর হক আদায় করবে না, ক্বিয়ামতের দিন তার থেকে তা আদায় করে নেয়া হবে।[১৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ 'ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক হকদারকে তার হক আদায় করে দেয়া হবে। এমনকি শিং বিশিষ্ট ছাগল কোন শিং বিহীন ছাগলকে মেরে থাকলে তার প্রতিশোধও গ্রহণ করা হবে'।[১৮]

৮. আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ পালন করা :

আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَخُوْنُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ–

'হে মুমিনগণ! তোমরা (অবাধ্যতার মাধ্যমে) আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খেয়ানত কর না এবং (এর অনিষ্টকারিতা) জেনে-শুনে তোমাদের পরস্পরের আমানত সমূহে খেয়ানত কর না। আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষার বস্তু মাত্র। এর চাইতে মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহ্‌র নিকট (অর্থাৎ এগুলির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জান্নাত তালাশ কর)' *(আনফাল ৮/২৭-২৮)*।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাদের নির্দেশ প্রদান করছেন যে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধের আমানতকে যথাযথভাবে পালন করেন, যা তিনি আসমান-যমীন ও পাহাড়ে পেশ করেছিলেন। যে ব্যক্তি তা পালন করবে তার জন্য রয়েছে প্রতিদান এবং যে তা লঙ্ঘন করবে তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ-নিষেধের খিয়ানতকারী। আল্লাহ মুমিন বান্দাদের স্মরণ করে দেন যে, তারা যেন পৃথিবীর মোহে পড়ে অন্যের সম্পদের খেয়ানত না করে, সন্তান-সন্ততির মায়ায় পড়ে আখেরাতকে বিসর্জন না দেয়। বরং মুমিন হালাল-হারামকে যথাযথভাবে বেছে চলবে।

মক্কাবিজয়ের প্রাক্কালে বদরী ছাহাবী হাতিব ইবনু আবী বালতা'আহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরিকল্পনা মক্কার কাফিরদের জানানোর জন্য জনৈকা মহিলাকে অর্থের বিনিময়ে মক্কায় চিঠি প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল মক্কায় থাকা তাঁর পরিবার-পরিজনদের সামরিক পরিকল্পনার আগাম সংকেত জানিয়ে দিয়ে তাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অহী মারফত বিষয়টি জানতে পেরে চিঠিটা উদ্ধার করেন। পরে হাতেবকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! মক্কায় আমার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই, এ সংবাদ তাদের জানালে হয়তো এর বিনিময়ে তারা আমার পরীবারকে হেফাযত করবে। তার একথা শোনার পর ওমর (রাঃ) বললেন, إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ، فَدَعْنِى فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ. 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর খেয়ানত করেছে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার শিরশ্ছেদ করব। অতঃপর আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ওমরকে বললেন, ওকে ছেড়ে দাও!

১৪. *বুখারী হা/৬৪৭৭; মুসলিম হা/২৯৮৮।*
১৫. *বুখারী, মুসলিম; ছহীহ তিরমিযী, হা/২৬২৮।*
১৬. *তিরমিযী হা/২৬১৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৩।*
১৭. *ইবনু কাছীর, তাফসীর, সূরা নিসা ৪/৫৮।*

১৮. *মুসলিম হা/২৫৮২; তিরমিযী হা/২৪২০; মিশকাত হা/৫১২৮।*

মূলতঃ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর উচ্চ মর্যাদার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ক্ষমা করে দেন।[১৯]

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ 'তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে : ১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার নিকট অন্য সকল কিছু হ'তে অধিক প্রিয় হওয়া, ২. কাউকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই ভালবাসা, ৩. কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করাকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মত অপসন্দ করা'।[২০]

তিনি আরো বলেন, لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ 'তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সকল মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয় পাত্র হই'।[২১]

৯. আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهْوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ-

'জেনে রেখ! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব নেতা, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল, তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল, সে তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার ও সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোন ব্যক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনে রাখ, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[২২]

১৯. *বুখারী হা/৩৯৪৩, ৬২৫৯; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আনফাল ৮/২৭-২৮; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৩৯৮।*
২০. *বুখারী হা/১৬, 'ঈমান' পর্ব, 'ঈমানের স্বাদ' অধ্যায়; মুসলিম হা/৪৩; আহমাদ হা/১২০০২।*
২১. *বুখারী হা/১৫, ঈমান পর্ব, 'আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত' অধ্যায়; মুসলিম হা/৪৪; আহমাদ হা/১২৮১৪।*
২২. *বুখারী হা/৭১৩৮।*

উল্লেখিত হাদীছটি ব্যাপক অর্থে সর্বস্তরের দায়িত্বকে শামিল করে। পিতা-মাতা : তাদের দায়িত্ব হ'ল সন্তানদের আদব-আখলাকে সৎ চরিত্রবান করে গড়ে তোলা, তাওহীদ ও দ্বীনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা, যাতে ইসলামের সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে পারে। কেননা পিতা-মাতার দিক নির্দেশনা ও তাদের আচরণ সন্তানের ওপর দারুণভাবে প্রভাব ফেলে।

শিক্ষক : তাদের কর্তব্য হ'ল পূর্ণরূপে পড়ানোর হক আদায় করা ও এতে ফাঁকি না দেওয়া। বেতন বা পারিশ্রমিক পাওয়ার পরেও বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে অভিভাবকদের থেকে অর্থ আদায় না করা। অথচ জাতির জন্য এটা কলঙ্ক যে, শিক্ষা বিভাগ হ'ল দুর্নীতির মধ্যে একটা বড় অংশ। এর পরে কোচিং বাণিজ্য তো আছেই।

বিচারক : তার দায়িত্ব হ'ল ন্যায় বিচার করা, নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলেও হক বিচার থেকে সরে না আসা। ব্যবসায়ী বা বিক্রেতা: তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হ'ল পণ্যে ভেজাল না দেওয়া, জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় এমন কোন কাজ না করা, ওযনে কম না দেওয়া, ক্রেতাকে প্রতারিত না করা। শ্রমিক : তার কর্তব্য হ'ল পূর্ণভাবে কাজের দায়িত্ব পালন করা, কাজে ফাঁকি না দেওয়া। মালিক পক্ষের ক্ষতি সাধন হয় এমন কোন কাজ না করা। এভাবে সকল শ্রেণীর সকল পেশার দায়িত্বশীলদের হুঁশিয়ার থাকা এবং নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা। কেননা দায়িত্ব হ'ল আমানত। আর এ আমানত সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নিকট জিজ্ঞাসিত হতে হবে। অতএব সাবধান।

দায়িত্বে অবহেলাকারী ও খেয়ানতকারীর পরিণতি :

(ক) হাসান বছরী (রহঃ) বলেন,

أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّىْ مُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيْحَةٍ، إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

ওবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ (রহঃ) মালিক ইবনু ইয়াসারের মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে গেলেন। তখন মালিক (রাঃ) তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করছি যা আমি নবী করীম (ছাঃ) থেকে শুনেছি। আমি নবী করীম (ছাঃ) থেকে শুনেছি যে, কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর সে কল্যাণ কামনার সঙ্গে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহ'লে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না'।[২৩]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ وَالٍ يَلِى رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَيَمُوْتُ وَهْوَ غَاشٌّ لَهُمْ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ-

২৩. *বুখারী হা/৭১৫০; মুসলিম হা/১৪২।*

‘কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মুসলিম জনসাধারণের দায়িত্ব লাভ করে যদি সে তাদের সাথে ধোঁকাবাজি করে মৃত্যুবরণ করে তাহ’লে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন’।[২৪]

তিনি আরো বলেন, مَنْ وَلاَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ دُوْنَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ. قَالَ فَجَعَلَ رَجُلاً عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ. ‘যাকে আল্লাহ মুসলমানদের কোন কাজের শাসক ও তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন আর সে তাদের প্রয়োজন, চাহিদা ও দরিদ্রাবস্থা দূর করার প্রতি এতটুকু ভ্রূক্ষেপ না করে, আল্লাহও ক্বিয়ামতের দিন তার প্রয়োজন, চাহিদা ও দরিদ্র পূরণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না। একথা শুনে মু‘আবিয়া (রাঃ) জনগণের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখার ও তা পূরণ করার জন্য একজনকে নিয়োগ করেন’।[২৫]

১০. যোগ্য ব্যক্তির নিকট দায়িত্ব অর্পণ :

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ‘যখন আমানত নষ্ট হয়ে যাবে তখন ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমানত কিভাবে নষ্ট হবে? তিনি বললেন, যখন দায়িত্ব কোন অযোগ্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হবে, তখনই ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে’।[২৬]

হুযায়ফাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের কাছে দু’টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। একটির (বাস্তবায়ন) আমি দেখেছি এবং দ্বিতীয়টির অপেক্ষা করছি। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন,

أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِىْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ. وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا، وَلَيْسَ فِيهِ شَىْءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّى الأَمَانَةَ، فَيُقَالُ إِنَّ فِىْ بَنِىْ فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِينًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ. وَمَا فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ،

‘আমানত মানুষের অন্তরের গভীরে সংরক্ষিত। তারপর তারা কুরআন থেকে জ্ঞান লাভ করে। অতঃপর তারা নবী করীম (ছাঃ)-এর সুন্নাহ থেকে জ্ঞান লাভ করে। নবী করীম (ছাঃ) আবার বর্ণনা করেছেন আমানত তুলে নেয়া সম্পর্কে, যে ব্যক্তি এক সময় নিদ্রা গেল, তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেয়া হবে, তখন একটি বিন্দুর মত চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। আবার ঘুমাবে, তখন আবার উঠিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর তার চিহ্ন ফোস্কার মত অবশিষ্ট থাকবে। তোমার পায়ের উপর গড়িয়ে পড়া অঙ্গার সৃষ্ট চিহ্ন, যেটিকে তুমি ফোলা মনে করবে, প্রকৃতপক্ষে তাতে কিছুই থাকবে না। মানুষ বেচাকেনা করতে থাকবে বটে, কিন্তু কেউ আমানত আদায় করবে না। তারপর লোকেরা বলাবলি করবে যে, অমুক বংশে একজন আমানতদার লোক আছে। সে ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে যে, সে কতই না জ্ঞানী, কতই না হুঁশিয়ার, কতই না বাহাদুর? অথচ তার অন্তরে সরিষা দানার পরিমাণ ঈমানও থাকবে না’।[২৭]

উপরে উল্লিখিত হাদীছ দু’টির তিক্ত অভিজ্ঞতা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। পৃথিবীতে যেমন মানুষের অভাব নেই, তেমনি দুনিয়া জুড়ে শিক্ষিত বা জ্ঞানীর স্বল্পতা নেই। কিন্তু কথা হ’ল জ্ঞান লাভ করার পরেও প্রকৃত জ্ঞানানুযায়ী আমল পরিলক্ষিত হয় না অনেকের মাঝেই। ফলে তার মাঝে মানবিক গুণ খুঁজে পাওয়া যায় না। হিংস্র পশুর কাছে অন্য সব পশুর যেমন নিরাপত্তা থাকে না, সুযোগ পেলেই অন্য পশুদের উপর হামলে পড়ে; ওর হিংস্র থাবায় তাদের অস্তিত্ব ছিন্ন ভিন্ন হ’তে থাকে। তেমনি বাহ্যিকভাবে কোন ব্যক্তিকে সৎ ও আল্লাহভীরু মনে হ’লেও তার অন্তরে যদি তাক্বওয়া না থাকে, তাহ’লে তার থেকে আমানতদারী আশা করা যায় না। এর ফলে তার হাতেই দেশ ও জাতির সর্বভৌমত্ব লজ্জিত হয়, অন্যের অধিকার, সম্মান, সম্পদ ও ইয্যতের নিরাপত্তা বিনষ্ট হ’তে থাকে। সে হয়ে ওঠে মানুষরূপী পশু। বস্তুতঃ এ সমস্ত হীন ও অযোগ্য ব্যক্তিরাই জাতির নেতৃত্বের আসনে বসে যাচ্ছে, যার ফলে অশান্তি, অস্থিরতা, মানুষ ও জান-মালের অনিরাপত্তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলতঃ সমাজ ব্যবস্থা আজ ধ্বংসের পথে ধাবিত। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোগ্য ও নীতিবান মানুষকে দায়িত্ব অর্পণের জন্য বিশেষভাবে তাকীদ করেন।

১১. প্রশাসনিক কাজে বিশ্বস্ত লোককে নিয়োগ প্রদান :

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ‘যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে’ *(মুমিনূন ২৩/৮)*।

হুযায়ফাহ (রাঃ) বলেন, ‘নাজরান এলাকার দু’জন সরদার আকিব এবং সাইয়িদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে তাঁর সঙ্গে মুবাহালা করতে চেয়েছিল। বর্ণনাকারী হুযায়ফাহ (রাঃ) বলেন, তখন তাদের একজন তার সঙ্গীকে বলল, এরূপ করো না। কারণ আল্লাহ্র কসম! তিনি যদি নবী হয়ে থাকেন আর আমরা তাঁর সঙ্গে মুবাহালা (পরস্পরকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অভিশম্পাৎ) করি তাহ’লে আমরা এবং আমাদের পরবর্তী সন্তান-সন্ততি (কেউ) রক্ষা পাবে না। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, আপনি আমাদের নিকট হ’তে যা চাইবেন

২৪. বুখারী হা/৭১৫১; মুসলিম হা/১৪২; আহমাদ হা/২০১৩১।
২৫. আবুদাঊদ, তিরমিযী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৬৫৮।
২৬. বুখারী হা/৬৪৯৬।

২৭. বুখারী হা/৬৪৯৭; মুসলিম হা/১৪৩; আহমাদ হা/২৩৩১৫; ছহীহ তিরযিমী, হা/২১৭৯।

আপনাকে আমরা তাই দেব। তবে এজন্য আপনি আমাদের সঙ্গে একজন আমানতদার ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিন। আমানতদার ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে আমাদের সঙ্গে পাঠাবেন না। তিনি বললেন, আমি তোমাদের সঙ্গে প্রকৃতই একজন আমানতদার পাঠাবো। এ পদে ভূষিত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ আগ্রহান্বিত হ'লেন। তখন তিনি বললেন, হে আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ! তুমি উঠে দাঁড়াও। তিনি যখন দাঁড়ালেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ হচ্ছে এই উম্মতের সত্যিকার আমানতদার'।[২৮]

যোগ্য ও আমানতদার ব্যক্তি দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর:

মিসরের বাদশাহ স্বপ্নে দেখলেন যে, সাতটি মোটা তাজা গাভী, এদেরকে অন্য সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে ফেলছে, তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক। স্বপ্নটির তাৎপর্য জানার জন্য বাদশাহ রাজ্যের জ্ঞানী ও ব্যাখ্যাতাদের ডাকলেন। ঘটনাটি প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّيْ أَرَى سَبْعَ بَقَرَات سِمَان يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَات خُضْر وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُوْنَ، قَالُوْا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيْلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِيْنَ–

'বাদশাহ বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটা-তাজা গাভী। এদেরকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শিষ ও অন্যগুলো শুষ্ক। হে সভাসদবর্গ! তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও, যদি তোমরা স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাক। তারা বলল, এটি কল্পনা প্রসূত স্বপ্ন মাত্র। এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই' *(ইউসুফ ১২/৪৩-৪৪)*।

পারিষদবর্গ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হ'লে কারামুক্ত এক ব্যক্তি যে, ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে কারাগারে ছিল, সে ইউসুফ (আঃ)-এর গুণাবলী, জ্ঞানের গভীরতা, স্বপ্নব্যাখ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতা এবং মযলূম হয়ে তখনও কারাগারে আবদ্ধ থাকার কথা বাদশাহর নিকট বর্ণনা করে স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা বলে দেয়ার জন্য ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট তাকে পাঠানোর অনুরোধ করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّة أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيْلِه فَأَرْسِلُوْنِ 'তখন দু'জন কারাসাথীর মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল, দীর্ঘকাল পরে তার (ইউসুফের কথা) স্মরণ হ'ল এবং বলল, আমি আপনাদেরকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেব। আপনারা আমাকে (জেলখানায়) পাঠিয়ে দিন' *(ইউসুফ ১২/৪৫)*।

[চলবে]

২৮. *বুখারী হা/৪৩৮০।*

জামা'আতে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব, ফযীলত ও হিকমত

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

ভূমিকা :

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হ'ল ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য হাছিলের চেষ্টা করা। আর ছালাত আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ' কর' *(বাক্বারাহ ২/৪৩)*। অর্থাৎ জামা'আতে ছালাত আদায় কর। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, বান্দা যে সকল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করে তন্মধ্যে ফরয ইবাদত আমার নিকট অধিক প্রিয়'।[১] তিনি আরও বলেন, 'ক্বিয়ামত দিবসে বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব হবে ছালাতের। ছালাতের হিসাব সঠিক হ'লে সকল ইবাদত সঠিক হবে, আর ছালাত বিনষ্ট হ'লে সব ইবাদত বিনষ্ট হবে'।[২] তিনি আরো বলেন, 'ছালাত তিন ভাগে বিভক্ত। পবিত্রতা এক-তৃতীয়াংশ। রুকূ এক-তৃতীয়াংশ এবং সিজদা এক-তৃতীয়াংশ। যে যথাযথভাবে ছালাত আদায় করবে তার ছালাত কবুল হবে এবং তার অন্য সকল আমলও কবুল হবে। আর যার ছালাত প্রত্যাখ্যান করা হবে, তার সকল আমলই প্রত্যাখ্যাত হবে'।[৩]

ফরয ছালাত জামা'আতের সাথে মসজিদে আদায় করা ওয়াজিব। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে জামা'আতে ছালাত আদায়ের ব্যাপারে কঠোর নির্দেশনা এসেছে। এমনকি যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সম্মুখে থাকা অবস্থায়ও জামা'আতে ছালাত আদায় করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে *(নিসা ৪/১০২)*। হাদীছে জামা'আতে ছালাত আদায় না করা অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া, গাফেল হওয়া ও মুনাফিকদের আলামত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] তাছাড়া জামা'আতে ছালাত আদায় না করলে বহু ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হ'তে হবে।[৫] রাসূল (ছাঃ) অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায়ও জামা'আতে হাযির হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন।[৬] অতএব ফরয ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা প্রত্যেক সুস্থ মুসলিম পুরুষের উপর ওয়াজিব। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হ'ল।-

জামা'আতে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে জামা'আতে ছালাত আদায়ের অনেক গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে এখানে প্রথমে কুরআনের আলোকে অতঃপর হাদীছের আলোকে জামা'আতে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব উল্লিখিত হ'ল।-

কুরআনের আলোকে জামা'আতে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব :

ইসলামের কোন বিধান ও যেকোন ইবাদত বিধিবদ্ধ হওয়ার মাধ্যম হ'ল অহী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি কোন বিধান জারী করতে চাইলে জিব্রীল (আঃ)-এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ? (ছাঃ)-এর নিকট অহী প্রেরণ করতেন। কিন্তু ছালাত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যার নির্দেশ কোন ফেরেশতার মাধ্যমে পাঠানো হয়নি। বরং আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁর প্রিয় হাবীবকে কাছে ডেকে উপহার স্বরূপ এই ইবাদত প্রদান করেছেন। তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীর কল্যাণে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছালাতকে কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করে দিয়েছেন। আর বলেছেন, যারা এই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত যথাযথভাবে আদায় করবে তারা পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের ছওয়াব পেয়ে যাবে।[৭] এই ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করার গুরুত্ব ও মর্যাদা অত্যধিক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'একাকী ছালাত আদায়ের চেয়ে জামা'আতের সাথে আদায় করলে ২৫/২৭ গুণ ছওয়াব বেশী পাওয়া যায়। অতঃপর যে ব্যক্তি এ ছালাত নির্জনভূমিতে (জামা'আতের সাথে) আদায় করবে এবং রুকূ-সিজদা পরিপূর্ণভাবে করবে, তার ছালাতের মর্যাদা পঞ্চাশ গুণ বৃদ্ধি করা হবে।[৮]

এখানে জামা'আতে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হ'ল।-

(১) মহান আল্লাহ বলেন, وَأَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ- 'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর' *(বাক্বারাহ ২/৪৩)*। এখানে আল্লাহ তা'আলা রুকূ দ্বারা ছালাত বুঝিয়েছেন। কারণ রুকূ ছালাতের অন্যতম প্রধান রুকন। 'রুকূকারীদের সাথে' এ কথা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন যে, রুকূ একাকী হবে না। বরং রুকূকারীদের সাথে হ'তে হবে। আর এটি জামা'আতে ছালাত আদায় ব্যতীত সম্ভব নয়। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদী রুকূকারীদের সাথে রুকূ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, তোমরা মুমিনদের উত্তম ও সৎকর্মে তাদের সঙ্গী হয়ে যাও। তার মধ্যে বিশেষ ও পূর্ণাঙ্গ হ'ল ছালাত'।[৯]

(২) তিনি আরো বলেন,

وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَرَائِكُمْ، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ-

---

** নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

১. *বুখারী হা/৬৫০২; মিশকাত হা/২২৬৬।*
২. *ত্বাবারাণী, মু'জামুল আওসাত্ব হা/১৮৫৯, ছহীহাহ হা/১৩৫৮।*
৩. *বাযযার হা/৯২৭৩; ছহীহাহ হা/২৫৩৭।*
৪. *মুসলিম হা/৮৬৫: মিশকাত হা/১৩৭০।*
৫. *আবুদাউদ হা/৫৬০; ছহীহ তারগীব হা/৪১৩।*
৬. *বুখারী হা/৬৮৭; মিশকাত হা/১১৪৭।*
৭. *বুখারী হা/৩৪৯, ৩৩৪২; মুসলিম হা/১৬২, ১৬৩; মিশকাত হা/৫৮৬২-৫৮৬৪।*
৮. *আবুদাউদ হা/৫৬০; ছহীহ তারগীব হা/৪১৩; ফাৎহুল বারী ২/১৩৪, সনদ ছহীহ।*
৯. *তাফসীরে ইবনু কাছীর ১/২৪৫-২৪৬।*

'আর যখন তুমি (কোন অভিযানে) তাদের সাথে থাকবে এবং জামা'আতে ইমামতি করবে, তখন তোমার সাথে তাদের একদল দাঁড়াবে এবং অন্যদল অস্ত্র ধারণ করবে। অতঃপর ছালাত শেষে তারা যেন তোমার পিছন থেকে সরে যায় এবং যারা ছালাত পড়েনি তারা চলে আসে ও তোমার সাথে ছালাত আদায় করে' *(নিসা ৪/১০২)*। আবু ছাওর ও ইবনুল মুনযির (রহঃ) বলেন, অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে ভয়ের (যুদ্ধচলাকালীন) ছালাতকে জামা'আতের সাথে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে কোন ছাড় দেওয়া হয়নি। তাহ'লে স্বাভাবিক অবস্থায় জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।[১০]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, এ আয়াত দ্বারা বিভিন্নভাবে দলীল গ্রহণ করা যায়। প্রথমতঃ আল্লাহ তাদেরকে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় দলকে পুনরায় নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'আর যারা ছালাত পড়েনি তারা যেন চলে আসে ও তোমার সাথে ছালাত আদায় করে' *(নিসা ৪/১০২)*। এতে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় ফরযে আইন হওয়ার দলীল রয়েছে। কারণ প্রথম দলের জামা'আতে ছালাত আদায়কে দ্বিতীয় দলের জন্য যথেষ্ট মনে করা হয়নি। আর যদি জামা'আতে ছালাত আদায় সুন্নাত হ'ত, তাহ'লে ভয়ের সময় জামা'আতে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হ'ত না। আবার এটি ফরযে কিফায়া হ'লে প্রথম দলের জামা'আতে ছালাত আদায়কে যথেষ্ট মনে করা হ'ত। অতএব জামা'আতে ছালাত আদায় ফরযে আইন।[১১]

(৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُوْمُوْا لِلَّهِ قَانِتِيْنَ-

'তোমরা ছালাত সমূহ ও মধ্যবর্তী ছালাতের ব্যাপারে যত্নবান হও এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*। ছালাতের হেফাযত করা অর্থ যথাসময়ে সঠিকভাবে ছালাত আদায় করা। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা পরস্পরকে যথাসময়ে ছালাতসমূহ হেফাযত করতে এবং তা সময় মতো আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।[১২] খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, ওরা আমাদেরকে মধ্যবর্তী ছালাত- আছরের ছালাত থেকে বিরত রেখেছে। আল্লাহ ওদের অন্তর ও ঘরগুলিকে আগুন দিয়ে পূর্ণ করুন'।[১৩]

(৪) নারী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ মারিয়াম (আঃ)-কে জামা'আতে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِيْنَ-

'হে মারিয়াম! তোমার প্রতিপালকের ইবাদতে রত হও এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ-সিজদা কর' *(আলে ইমরান ৩/৪৩)*। অর্থাৎ মসজিদে জামা'আতের ইক্বতিদা কর। যদিও তাদের সাথে মিশে ছালাত আদায় করবে না *(কুরতুবী)*। শাওকানী (রহঃ) বলেন, 'তার রুকূ হবে তাদের রুকূর সাথে' এটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারীদের জন্য জামা'আতে ছালাত আদায় করা শরী'আত সম্মত।[১৪] তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخْرُجْنَ إِذَا خَرَجْنَ تَفِلَاتٍ- 'তোমরা আল্লাহ্র বান্দিদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিও না। আর যখন তারা বাইরে বের হবে তখন অবশ্যই সুগন্ধি ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে'।[১৫]

(৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى- 'আর তারা ছালাতে আসে অলস অবস্থায়' *(তওবাহ ৯/৫৪)*। ছালাতে অলসতার সাথে আসাকে মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে। আর যারা জামা'আতে ছালাতে হাযির হয় না, তাদের কি অবস্থা হবে? আর 'আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীদের আমলই কবুল করে থাকেন' *(মায়েদাহ ৫/২৭)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তারা জামা'আত পেলে ছালাত আদায় করে আর একাকী থাকলে ছালাত ত্যাগ করে। তারা ছালাতের ছওয়াব প্রত্যাশা করে না এবং তা ত্যাগ করাতে শাস্তির ভয় পায় না।[১৬] ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমরা সকলে জামা'আতে উপস্থিত হ'তাম। কেবল চিহ্নিত মুনাফিকরা ছালাতের জামা'আত হ'তে দূরে থাকত।[১৭] এ আছার প্রমাণ করে যে, জামা'আতে ছালাত আদায় থেকে দূরে থাকা মুনাফিকদের আলামত।

হাদীছের আলোকে জামা'আতে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব :

জামা'আতে ছালাত আদায়ের ব্যাপারে হাদীছে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করা হ'ল।-

عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى الْمَسْجِدَ، فَرَأَى فِي الْقَوْمِ رِقَّةً فَقَالَ إِنِّي لَأَهُمُّ أَنْ أَجْعَلَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ثُمَّ أَخْرُجُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَى إِنْسَانٍ يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَحْرَقْتُهُ عَلَيْهِ. فَقَالَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نَخْلاً وَشَجَراً وَلَا أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ أَيَسَعُنِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟ قَالَ: أَتَسْمَعُ الْإِقَامَةَ؟ قَالَ: نَعَم .قَالَ: فَأْتِهَا-

১০. *কিতাবুল আওসাত্ব ৪/১৩৫; আওনুল মা'বূদ ২/১৮১।*
১১. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আছ-ছালাত ওয়া হুকমু তারিকুহা ১/১৩৭-১৩৮।*
১২. *ইবনু কাছীর ১/৬৪৫।*
১৩. *বুখারী হা/২৯৩১; মুসলিম হা/৬২৭; মিশকাত হা/৬৩৩।*
১৪. *ফৎহুল কাদীর ১/৩৮৮।*
১৫. *বুখারী হা/৯০০; মুসলিম হা/৪৪২।*
১৬. *কুরতুবী ৮/১৬৩।*
১৭. *মুসলিম হা/৬৫৪; আবুদাউদ হা/৫৫০।*

(১) ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) মসজিদে আগমন করে মুছল্লীদের স্বল্পতা দেখে বললেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি লোকদের জন্য কাউকে ইমাম নিযুক্ত করে বেরিয়ে যাই। অতঃপর যে জামা'আতে ছালাত আদায় না করে বাড়ীতে অবস্থান করছে তাকে জ্বালিয়ে দেই। তখন ইবনু উম্মে মাকতূম বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমার বাড়ী ও মসজিদের মধ্যে খেজুর ও বিভিন্ন বৃক্ষের বাগান রয়েছে। আর সবসময় আমি এমন কাউকেও পাই না যে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে। আমাকে কি বাড়িতে ছালাত আদায়ের সুযোগ দেওয়া যায়? তিনি বললেন, তুমি কি ইক্বামত শুনতে পাও? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে ছালাতে এসো'।[১৮] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ইবনু উম্মে মাকতূম বাড়িতে ছালাত আদায়ের অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর সে যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল তখন রাসূল (ছাঃ) ডেকে বললেন, তুমি কি আযান শুনতে পাও? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ'লে ছালাতে এসো'।[১৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বললেন, তুমি যখন আযান শুনবে তখন আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিয়ে মসজিদে আসবে'।[২০]

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মদীনার পথ বিভিন্ন ক্ষতিকর সাপ ও হিংস্র প্রাণীতে ভরপুর এবং আমি অন্ধ...। তখন তিনি বললেন, তুমি যদি আযান শুনতে পাও, তবে তোমার জন্য (বাড়িতে ছালাত আদায়ের) কোন সুযোগ নেই। অন্যত্র এসেছে, তিনি বললেন, 'আমি তোমার জন্য বাড়িতে ছালাত আদায়ের কোন অনুমতি পাচ্ছি না'।[২১] ইবনুল মুনযির বলেন, 'যেখানে একজন অন্ধ ব্যক্তির জন্য জামা'আতে ছালাত পরিত্যাগ করার অনুমতি নেই, সেখানে একজন সুস্থ ব্যক্তির অনুমতি না থাকার বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট'।[২২] ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন, যেখানে অন্ধ ব্যক্তিকে বাড়িতে ছালাত আদায়ের অনুমতি দেওয়া হ'ল না, যার কোন পথ দেখানোর লোক নেই। তাহ'লে অন্যদের বিষয়টি অতীব গুরুতর'।[২৩]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّىَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِى بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ–

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, এশা ও ফজরের ছালাত আদায় করা মুনাফিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন। তারা যদি জানত এ দুই ছালাতের মধ্যে কি (ছওয়াব) আছে, তাহ'লে তারা এ দুই ছালাতের জামা'আতে হামাগুড়ি দিয়ে হ'লেও হাযির হ'ত। আমার মন চায়, আমি ছালাতের নির্দেশ দেই এবং ইক্বামত দেওয়া হবে। অতঃপর একজনকে নির্দেশ দেই যে লোকদের ইমামতি করবে। আর আমি কিছু লোককে নিয়ে জ্বালানী কাঠের বোঝাসহ বের হয়ে তাদের কাছে যাই, যারা ছালাতে (জামা'আতে) উপস্থিত হয় না এবং তাদের ঘর-বাড়ীগুলি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই'।[২৪] অপর বর্ণনায় এসেছে, একদা রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাত সমাপ্ত করে বললেন, অমুক উপস্থিত? তারা বললেন, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, অমুক উপস্থিত? তারা বললেন, না। তখন তিনি বললেন, 'ফজর ও এশার ছালাতে হাযির হওয়াটাই মুনাফিকদের উপর সবচাইতে ভারী কাজ'।[২৫]

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ أَوْ لأُحَرِّقَنَّ بُيُوْتَهُمْ–

(৩) উসামাহ বিন যায়েদ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'লোকেরা অবশ্যই জামা'আতে ছালাত আদায় ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকবে, অন্যথা আমি তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিব'।[২৬]

আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ বলেন, এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, জামা'আতে ছালাত আদায় করা আবশ্যক।[২৭] উছায়মীন (রহঃ) বলেন, এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, জামা'আতে ছালাত আদায় ওয়াজিব। কেননা নবী (ছাঃ) কেবল ওয়াজিব ত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদান করতে উদ্যত হয়েছিলেন।[২৮] হাকেম ও ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, হাদীছের প্রকাশ্য ভাষা ইঙ্গিত করে যে, জামা'আতে ছালাত আদায় ফরয। কারণ তা সুন্নাত হ'লে এর ত্যাগকারীকে জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হ'ত না। আবার ফরযে কিফায়া হ'লে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর কিছু ছাহাবীদের জামা'আতে ছালাত আদায় যথেষ্ট হ'ত।[২৯]

অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ– 'লোকেরা অবশ্যই জামা'আতে ছালাত আদায় ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকবে, অন্যথা আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরসমূহে মোহর মেরে দিবেন। ফলে তারা গাফেলদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে'।[৩০]

---

১৮. *ছহীহ তারগীব হা/৪২৯; আহমাদ হা/১৫৫৩০; ইবনু খুযায়মাহ হা/১৪৭৯, সনদ হাসান ছহীহ।*
১৯. *মুসলিম হা/৬৫৩; নাসাঈ হা/৮৫০; মিশকাত হা/১০৫৪।*
২০. *দারাকুৎনী হা/১৯০২; ছহীহাহ হা/১৩৫৪।*
২১. *হাকেম হা/৯০৩; আবুদাঊদ হা/৫৫২,৫৫৩; মিশকাত হা/১০৭৮।*
২২. *আল-আওসাত্ব ৪/১৩৪।*
২৩. *মুগনী ২/৩।*
২৪. *বুখারী হা/৬৫৭; মুসলিম হা/৬৫১; মিশকাত হা/৬২৮, ৬২৯।*
২৫. *আবুদাঊদ হা/৫৫৪; ছহীহ তারগীব হা/৪১১; মিশকাত হা/১০৬৬।*
২৬. *ইবনু মাজাহ হা/৭৯৫; ছহীহুল জামে' হা/৫৪৮২/১; ছহীহ তারগীব হা/৪৩৩, সনদ ছহীহ।*
২৭. *শারহু সুনানে আবুদাঊদ ৩/৪৪২।*
২৮. *শারহু রিয়াযুছ ছালেহীন ৫/৭৩।*
২৯. *ফাৎহুল বারী ২/১২৬।*
৩০. *মুসলিম হা/৮৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৭৯৪; নাসাঈ হা/১৩৭০; মিশকাত হা/১৩৭০।*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ–

(৪) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনতে পেয়েও বিনা ওযরে মসজিদে আসে না তার ছালাত সিদ্ধ হবে না'। রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'ওযর' হচ্ছে ভয় ও অসুস্থতা।[৩১] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَارِغًا صَحِيْحًا فَلَمْ يُجِبْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ– 'যে ব্যক্তি সুস্থ ও অবসরে থাকা সত্ত্বেও আযান শুনে জামা'আতে আসল না তার ছালাত সিদ্ধ হবে না'।[৩২] এই হাদীছ স্পষ্ট করে দেয় যে, সুস্থ ব্যক্তির ছালাত বাড়িতে সিদ্ধ হবে না। যদিও কেউ বাড়িতে একাকী ছালাত আদায় করলে ছালাতের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে। তবে ওয়াজিব ত্যাগ করার কারণে গুনাহগার হবে।[৩৩]

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ : مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ–

(৫) আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন তিন ব্যক্তি তারা (জনবহুল) গ্রামে থাকুক অথবা জনবিরল অঞ্চলে থাকুক, তাদের মধ্যে ছালাতের জামা'আত কায়েম করা হয় না, নিশ্চয়ই তাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং অবশ্যই তুমি জামা'আতে ছালাত কায়েম করবে। কেননা নেকড়ে বাঘ সেই ছাগল-ভেড়াকেই খায় যে দল ছেড়ে একা থাকে'। সায়েব বলেন, জামা'আত দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল- জামা'আতে ছালাত আদায় করা'।[৩৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে উম্মুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, একদা আবুদ্দারদা (রাঃ) ভীষণ রাগান্বিত অবস্থায় আমার নিকট আসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবুদ্দারদা! কিসে তোমাকে রাগান্বিত করেছে? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে জামা'আতে ছালাত আদায় ব্যতীত তাঁর তরীকার অধিক গুরুত্বপূর্ণ কিছুই দেখছি না'।[৩৫] অর্থাৎ তিনি এজন্য রাগান্বিত ছিলেন যে, লোকেরা এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সঠিকভাবে পালন করছে না।

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّى هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِى بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِى الصَّفِّ–

(৬) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পসন্দ করে যে, আগামীকাল আল্লাহ্র সাথে মুসলিম হিসাবে মিলিত হবে, সে যেন অবশ্যই এই ছালাতসমূহের যথাযথভাবে হেফাযত করে সেখানে গিয়ে, যেখান হ'তে আযান দেওয়া হয়। মহান আল্লাহ তাঁর নবী (ছাঃ)-এর জন্য তা ফরয ও হেদায়াতের বাহন হিসাবে নির্ধারিত করেছেন। কেননা এই ছালাতসমূহ হেদায়াতের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমরা যদি পশ্চাৎগামীদের ন্যায় মসজিদ পরিত্যাগ করে তোমাদের নিজ গৃহে ছালাত আদায় কর, তাহ'লে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত পরিত্যাগকারী হিসাবে পরিগণিত হবে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত পরিহার কর, তবে অবশ্যই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে। আর যে মুসলিমই উত্তমরূপে ওযু করে, তারপর সে ছালাতের জন্য পায়ে হেঁটে যায়, আল্লাহ তার প্রতি পদক্ষেপে একটি পুণ্য লেখেন, তার জন্য তার মর্যাদার একটি ধাপ উন্নত করে দেন। আর তা দ্বারা তার একটি পাপ মুছে দেন। আমরা তো দেখেছি যে, প্রকাশ্য মুনাফিকরা ব্যতীত জামা'আতে কেউই অনুপস্থিত থাকত না। আমরা আরো দেখেছি যে, দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তি দু'জনের উপর ভর করে মসজিদে এসে জামা'আতে ছালাত আদায়ের জন্য কাতারবদ্ধ হ'ত'।[৩৬] অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে হেদায়াতের পদ্ধতি শিখিয়েছেন। আযান হয় এমন মসজিদে ছালাত আদায় করা হিদায়াতের অন্তর্ভুক্ত'।[৩৭] ইবনু মাসঊদ (রাঃ) মসজিদে জামা'আত থেকে দূরে অবস্থানকারীদেরকে পথভ্রষ্ট বলে অভিহিত করেছেন।

জামা'আতে ছালাত আদায় এত গুরুত্বপূর্ণ যে, ফেরেশতারা জামা'আতে অংশগ্রহণ করেন। কোন ব্যক্তি একাকী ছালাত আদায় করলেও তার জামা'আতে দু'জন ফেরেশতা শরীক হন। আবার আযান ও ইক্বামত হ'লে অসংখ্য ফেরেশতা অংশগ্রহণ করেন। যেখানে ফেরেশতাগণ জামা'আতে অংশগ্রহণ করেন সেখানে মুসলমানদের জন্য জামা'আতে ছালাত আদায় ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ।

[চলবে]

---

৩১. *ইবনু মাজাহ হা/৭৯৩: ছহীহ তারগীব হা/৪২৬; মিশকাত হা/১০৭৭।*
৩২. *হাকেম হা/৮৯৯; ছহীহ তারগীব হা/৪৩৪।*
৩৩. *শারহু সুনানে আবুদাঊদ ৩/৪৪২।*
৩৪. *আবুদাঊদ হা/৫৪৭; ছহীহ তারগীব হা/৪২৭; মিশকাত হা/১০৬৭।*
৩৫. *বুখারী হা/৬৫০; আহমাদ হা/২৭৫৪০; মিশকাত হা/১০৭৯।*
৩৬. *মুসলিম হা/৬৫৪; মিশকাত হা/১০৭২।*
৩৭. *মুসলিম হা/৬৫৪; আবুদাঊদ হা/৫৫০।*

Contents

বিশ্ব ভালবাসা দিবস

আত-তাহরীক ডেস্ক

‘ভালবাসা দিবস’কে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবী উন্মাতাল হয়ে উঠে। বাজার ছেয়ে যায় নানাবিধ উপহারে। পার্ক ও হোটেল-রেস্তোরাঁগুলো সাজানো হয় নতুন সাজে। পৃথিবীর প্রায় সব বড় শহরেই ‘ভ্যালেন্টাইনস ডে’-কে ঘিরে পড়ে যায় সাজ সাজ রব। পশ্চিমা দেশগুলোর পাশাপাশি প্রাচ্যের দেশগুলোতেও এখন ঐ অপসংস্কৃতির মাতাল ঢেউ লেগেছে। হৈ চৈ, উন্মাদনা, ঝলমলে উপহার সামগ্রী, প্রেমিক যুগলের চোখেমুখে থাকে বিরাট উত্তেজনা। হিংসা-হানাহানির যুগে ভালবাসার এই দিনকে! প্রেমিক যুগল তাই উপেক্ষা করে সব চোখ রাঙানি। বছরের এ দিনটিকে তারা বেছে নিয়েছে হৃদয়ের কথকতার কলি ফোটাতে।

‘ভ্যালেন্টাইনস ডে’র ইতিহাস প্রাচীন। এর সূচনা প্রায় ১৭শ’ বছর আগের পৌত্তলিক রোমকদের মাঝে প্রচলিত ‘আধ্যাত্মিক ভালবাসা’র মধ্য দিয়ে। এর সাথে কিছু কল্পকাহিনী জড়িত ছিল, যা পরবর্তীতে রোমীয় খৃষ্টানদের মাঝেও প্রচলিত হয়। ভ্যালেনটাইন ডে সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন- ১. রোমের সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াস-এর আমলের ধর্মযাজক সেন্ট ভ্যালেনটাইন সম্রাটের খৃষ্টধর্ম ত্যাগের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলে ২৭০ খৃস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রীয় আদেশ লঙ্ঘনের অভিযোগে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। ২. ১৪ই ফেব্রুয়ারী রোমকদের লেসিয়াস দেবীর পবিত্র দিন। এদিন তিনি দু’টি শিশুকে দুধ পান করিয়েছিলেন। যারা পরবর্তীতে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিল। ৩. ১৪ই ফেব্রুয়ারী রোমানদের বিবাহ দেবী ‘ইউনু’-এর বিবাহের পবিত্র দিন। ৪. রোম সম্রাট ক্লডিয়াস তার বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করতে গিয়ে যখন এতে বিবাহিত পুরুষদের অনাসক্ত দেখেন, তখন তিনি পুরুষদের জন্য বিবাহ নিষিদ্ধ করে ফরমান জারী করেন। কিন্তু জনৈক রোমান বিশপ সেন্ট ভ্যালেন্টাইন এটাকে প্রত্যাখ্যান করেন ও গোপনে বিয়ে করেন। সম্রাটের কানে এ সংবাদ গেলে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ২৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারীতে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। সেদিন থেকে দিনটি ভালবাসা দিবস হিসাবে কিংবা এ ধর্মযাজকের নামানুসারে ‘ভ্যালেন্টাইন ডে’ হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।

পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে এ দিনে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, এমনকি পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও উপহার বিনিময় হয়। উপহার সামগ্রীর মধ্যে আছে পত্র বিনিময়, খাদ্যদ্রব্য, ফুল, বই, ছবি, ‘Be my valentine’ (আমার ভ্যালেন্টাইন হও), প্রেমের কবিতা, গান, শোক লেখা কার্ড প্রভৃতি। গ্রীটিং কার্ডে, উৎসব স্থলে অথবা অন্য স্থানে প্রেমদেব (Cupid)-এর ছবি বা মূর্তি স্থাপিত হয়। সেটা হ’ল একটি ডানাওয়ালা শিশু, তার হাতে ধনুক এবং সে প্রেমিকার হৃদয়ের প্রতি তীর নিশান লাগিয়ে আছে। এ দিন স্কুলের ছাত্ররাও তাদের ক্লাসরুম সাজায় এবং অনুষ্ঠান করে।

এ দিনে পালিত বিচিত্র অনুষ্ঠানাদির মধ্যে একটি হচ্ছে, দু’জন শক্তিশালী পেশীবহুল যুবক গায়ে কুকুর ও ভেড়ার রক্ত মাখত। অতঃপর দুধ দিয়ে তা ধুয়ে ফেলার পর এ দু’জনকে সামনে নিয়ে বের করা হ’ত দীর্ঘ পদযাত্রা। এ দু’যুবকের হাতে চাবুক থাকত, যা দিয়ে তারা পদযাত্রার সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে আঘাত করত। রোমক রমণীদের মাঝে কুসংস্কার ছিল যে, তারা যদি এ চাবুকের আঘাত গ্রহণ করে, তবে তারা বন্ধ্যাত্ব থেকে মুক্তি পাবে। এ উদ্দেশ্যে তারা এ মিছিলের সামনে দিয়ে যাতায়াত করত।

১৮শ’ শতাব্দী থেকেই শুরু হয়েছে ছাপানো কার্ড প্রেরণ। এ সব কার্ডে ভাল-মন্দ কথা, ভয়-ভীতি আর হতাশার কথাও থাকত। ১৮শ’ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যেসব কার্ড ভ্যালেন্টাইন ডে’তে বিনিময় হ’ত তাতে অপমানজনক কবিতাও থাকত।

সবচেয়ে যে জঘন্য কাজ এ দিনে করা হয়, তা হ’ল ১৪ ফেব্রুয়ারী মিলনাকাঙ্ক্ষী অসংখ্য যুগলের সবচেয়ে বেশী সময় চুম্বনাবদ্ধ হয়ে থাকার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া। আবার কোথাও কোথাও চুম্বনাবদ্ধ হয়ে ৫ মিনিট অতিবাহিত করে ঐ দিনের অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে।

ভালবাসায় মাতোয়ারা থাকে ভালবাসা দিবসে রাজধানীসহ দেশের বড় বড় শহরগুলো। পার্ক, রেস্তোরাঁ, ভার্সিটির করিডোর, টিএসসি, ওয়াটার ফ্রন্ট, ঢাবির চারুকলার বকুলতলা, আশুলিয়া- সর্বত্র থাকে প্রেমিক-প্রেমিকাদের তুমুল ভিড়। ‘সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে’ উপলক্ষে অনেক তরুণ দম্পতিও হাযির হয় প্রেমকুঞ্জগুলোতে।

‘ভ্যালেন্টাইনস ডে’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশের নামী-দামী হোটেলের বলরুমে বসে তারুণ্যের মিলন মেলা। ‘ভালবাসা দিবস’-কে স্বাগত জানাতে হোটেল কর্তৃপক্ষ বলরুমকে সাজান বর্ণাঢ্য সাজে। নানা রঙের বেলুন আর অসংখ্য ফুলে স্বপ্নিল করা হয় বলরুমের অভ্যন্তর। জম্পেশ অনুষ্ঠানের সূচিতে থাকে লাইভ ব্যান্ড কনসার্ট, ডেলিশাস ডিনার এবং উদ্দাম নাচ। আগতদের সিংহভাগই অংশ নেয় সে নাচে। ঘড়ির কাটা যখন গিয়ে ঠেকে রাত দু’টার ঘরে তখন শেষ হয় প্যান প্যাসেফিক সোনারগাঁও হোটেলের ‘ভালবাসা দিবস’ বরণের অনুষ্ঠান।

ঢাবির টিএসসি এলাকায় প্রতি বছর এ দিবসে বিকেল বেলা অনুষ্ঠিত হয় ভালবাসা র‍্যালি। এতে বেশ কিছু খ্যাতিমান দম্পতির সাথে প্রচুর সংখ্যক তরুণ-তরুণী, প্রেমিক-প্রেমিকা যোগ দেয়। প্রেমের কবিতা আবৃত্তি, প্রথম প্রেম, দাম্পত্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদির স্মৃতি চারণে অংশ নেয় তারা।

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী এমনকি বুড়া-বুড়িরা পর্যন্ত নাচতে শুরু করে! তারা পাঁচতারা হোটেলে, পার্কে, উদ্যানে, লেকপাড়ে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আসে ভালবাসা বিলাতে, অথচ তাদের নিজেদের ঘর-সংসারে ভালবাসা নেই! আমাদের বাংলাদেশী ভ্যালেন্টাইনরা যাদের অনুকরণে এ দিবস পালন করে, তাদের ভালবাসা জীবনজ্বালা আর জীবন জটিলতার নাম; মা-বাবা, ভাই-বোন হারাবার নাম; নৈতিকতার বন্ধন মুক্ত হওয়ার নাম। তাদের ভালবাসার পরিণতি ‘ধর ছাড়’ আর ‘ছাড় ধর’ নতুন নতুন সঙ্গী। তাদের এ ধরা-ছাড়ার বেলেল্লাপনা চলতে থাকে জীবনব্যাপী।

Contents

বর্তমান অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে স্যাটেলাইটের কল্যাণে মুসলিম সমাজ পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসরণ করছে। নিজেদের স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্যকে ভুলে গিয়ে, ধর্মীয় অনুশাসনকে উপেক্ষা করে তারা আজকে প্রগতিশীল হওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে তাদের কর্মকাণ্ডে মুসলিম জাতির উঁচু শির নত হচ্ছে। অথচ এটা বহুপূর্বে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করে গেছেন।

ছাহাবী আবু ওয়াকেদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) খায়বার যাত্রায় মূর্তিপূজকদের একটি গাছ অতিক্রম করলেন। তাদের নিকট যে গাছটির নাম ছিল 'জাতু আনওয়াত'। এর উপর অস্ত্র-শস্ত্র ঝুলিয়ে রাখা হ'ত। এ দেখে কতক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের জন্যও এমন একটি 'জাতু আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন। রাসূল (ছাঃ) ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, 'সুবহানাল্লাহ, এ তো মূসা (আঃ)-এর জাতির মত কথা। আমাদের জন্য একজন প্রভু তৈরী করে দিন, তাদের প্রভুর ন্যায়। আমি নিশ্চিত, আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, তোমরা পূর্ববর্তীদের আচার-অনুষ্ঠানের অন্ধানুকরণ করবে' *(মিশকাত হা/৫৪০৮)*। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করবে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই একজন বলে গণ্য হবে' *(আবু দাঊদ হা/৪০৩১)*।

মানুষের অন্তর যদিও অনুকরণপ্রিয়, তবুও মনে রাখতে হবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ বিচারে এটি গর্হিত, নিন্দিত। বিশেষ করে অনুকরণীয় বিষয় যদি হয় আক্বীদা, ইবাদত, ধর্মীয় আলামত বিরোধী, আর অনুকরণীয় ব্যক্তি যদি হয় বিধর্মী, বিজাতি। দুর্ভাগ্য যে, মুসলমানরা ক্রমশঃ ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসে দুর্বল হয়ে আসছে এবং বিজাতিদের অনুকরণ ক্রমান্বয়ে বেশী বেশী আরম্ভ করছে। যার অন্যতম ১৪ ফেব্রুয়ারী বা ভালবাসা দিবস। মুসলমানদের জন্য এসব বিদস পালন জঘন্য অপরাধ।

অনেক লোক অবচেতনভাবেই এ সকল অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে, অথচ তারা জানেও না, কত বড় অপরাধ তারা করে যাচ্ছে। শিরক ও কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, ধন্যবাদ দিচ্ছে। এভাবে আল্লাহ্‌র শাস্তিতে নিপতিত হচ্ছে।

মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ছেদন হচ্ছে মুসলমানদের একটি বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আমাদের উচিত ও কর্তব্য, মুসলমানদের মুহাব্বত করা, কাফিরদের ঘৃণা করা, তাদের সাথে বৈরীভাব পোষণ করা, তাদের আচার-অনুষ্ঠান প্রত্যাখ্যান করা। এতেই আমরা নিরাপদ, এখানেই আমাদের কল্যাণ, অন্যথা সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

কেউ কেউ হয়তো বলবে, আমরা তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করি না, শুধু আপোষে মুহাব্বত, ভালবাসা তৈরী করার নিমিত্তে এ দিনটি পালন করি। অথচ এর মাধ্যমে সমাজে অশ্লীলতা ছড়ায়, ব্যভিচার প্রসার লাভ করে। একজন সতী-সাধ্বী পবিত্র মুসলিম নারী বা পুরুষ এ ধরনের নোংরামির সাথে কখনো জড়িত হ'তে পারে না।

এ দিনটি উদ্‌যাপন কোন স্বভাব সিদ্ধ ব্যাপার নয়। বরং একজন ছেলেকে একজন মেয়ের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেয়ার পাশ্চাত্য কালচার আমদানিকরণ। আমরা জানি, তারা সমাজকে চারিত্রিক পদস্খলন ও বিপর্যয় হ'তে রক্ষা করার জন্য কোন নিয়ম-নীতির ধার ধারে না। যার কুৎসিত চেহারা আজ আমাদের সামনে স্পষ্ট। তাদের অশালীন কালচারের বিপরীতে আমাদের অনেক সুষ্ঠু-শালীন আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে।

মুসলিম সমাজে এক সময় নীতি-নৈতিকতার মূল্য ছিল সীমাহীন। লজ্জাশীলতা ও শুদ্ধতা ছিল এ সমাজের অলংকার। কোন অপরিচিত মেয়ের সাথে রাস্তায় বের হবার চেয়ে পিঠে বিশাল ভার বহন করা একটা ছেলের জন্য ছিল অধিকতর সহজ। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে তা চিন্তা করারও অবকাশ ছিল না। অথচ সেই অবস্থা থেকে আজ আমরা কোথায় এসে পৌঁছেছি! এটা হচ্ছে 'ভ্যালেন্টাইনস ডে'-র মত বেলেল্লাপনার কুফল। এসবের দ্বারা সরল, পুণ্যবান, নিষ্কলঙ্ক মানুষ বিপথগামী হচ্ছে।

পরিশেষে বলব, যখন এ পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক মানুষ না খেয়ে থাকে, যখন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাণ্ডারী শিশুরা ক্ষুধায়, অপুষ্টিতে ভুগে মারা যায়? তখন আমরা অবৈধ বিনোদনের নামে নোংরামী করে অযস্র অর্থ নষ্ট করি কোন মানবিকতায়? অতএব যেকোন মূল্যে এসমস্ত অপসংস্কৃতি থেকে বেঁচে থাকা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ আমাদের সুমতি দান করুন।-আমীন!

১. শফীকুলের সাথে কিছু স্মৃতি

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আমার নিয়ম ছিল যেখানে জালসার দাওয়াত নিতাম, সেখানে ‘আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ গঠনের শর্ত দিতাম। এছাড়া নিয়ম ছিল যাতায়াত খরচের অতিরিক্ত কোন টাকা নিতাম না। জোর করলে ‘যুবসংঘে’র রসিদ কেটে দিতাম। এমনি এক সফরে ১৯৮৩ সালে আমি জয়পুরহাট সদরের পলিকাদোয়া হাফেযিয়া মাদরাসার জালসায় যাই। অতঃপর জালসা শেষে সংশ্লিষ্ট সবার পরামর্শক্রমে মাহফূযুর রহমানকে আহ্বায়ক করে ‘আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র ‘যেলা আহ্বায়ক কমিটি’ গঠন করি। যিনি এখন যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি। জালসার এক পর্যায়ে মাহফূয সাথে করে এনে একজন যুবককে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, স্যার ছেলেটি গান গেয়ে সুনাম কুড়িয়েছে। আপনি ওর একটা হাম্দ শুনুন। শুনলাম ঘরের মধ্যে। মুগ্ধ হ’লাম ওর দরায কণ্ঠে। বললাম নাম কি? বলল, শফীউল আলম। বললাম, এ নাম চলবে না। বললাম, শফীকুল ইসলাম। সে রাযী হ’ল। বললাম, শফীকুল! আল্লাহ তোমাকে যে কণ্ঠ দিয়েছেন তা দিয়ে তুমি জান্নাত খরীদ করতে পার। বলল, স্যার আমি আনছার বাহিনীতে চাকুরী করি। সফীপুর (গাযীপুর) আনছার একাডেমীতে আমাকে দিয়ে থিয়েটারে গান করানো হয়। স্বল্প বেতনের চাকুরী। বাড়ীতে বৃদ্ধ পিতা একটা মুদিখানার দোকান করেন। বেচাকেনা খুবই কম। কোনমতে সংসার চলে। বললাম, বাজে গান ছাড়তে হবে। দোকানে বিড়ি-সিগারেট, তামাক-জর্দা বেচাকেনা চলবে না। বলল, স্যার এগুলি না থাকলে তো গ্রামে ব্যবসাই বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া আব্বা হয়ত মানবেন না। পরদিন আসার সময় আমি ওর দোকানে গেলাম। বৃদ্ধ পিতাকে বুঝালাম। হালাল পথে কম আয় করুন। তাতেই আল্লাহ বরকত দিবেন। সেদিন থেকে শফীকুলের যেন সব রূযীর দুয়ার বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তার খুলূছিয়াত ও দৃঢ়তার কারণে আল্লাহর রহমতের দুয়ার খুলে গেল। এলাকায় এমন কোন সভা-সমিতি হয় না, যেখানে শফীকুলের ডাক পড়ে না। আমার নির্দেশ ছিল তুমি কারু কাছে কিছু চাইবে না। এমনকি চাওয়ার কথা মনেও আনবে না। তাতে আল্লাহ নারায হবেন। তুমি কেবল বলবে, আল্লাহ তোমার দেওয়া কণ্ঠকে আমি তোমার পথে ব্যয় করছি। তুমি আমাকে শক্তি দাও’! সে আজীবন আমার সে নির্দেশ মেনে চলেছে। প্রকাশ্য জালসাতে বহুবার এজন্য সে তার আমীরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছে। আমরা আশা করি আল-হেরার জাগরণী গেয়ে সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে সে যত নেকী অর্জন করেছে, তার একটা অংশ আল্লাহ এ অধমকে দান করবেন।

‘যুবসংঘে’র গঠনতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতার কারণে ছয় মাসের মধ্যে জয়পুরহাটে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজুল ইসলামকে পাঠানো হয়। সে ঐ সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস বিভাগের বি.এ সম্মানের ছাত্র ছিল। বর্তমানে ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক। জয়পুরহাট সদরের কোমরগ্রাম জামে মসজিদে প্রোগ্রাম হয়। সেখানে সকলের পরামর্শক্রমে নবগঠিত জয়পুরহাট যেলা ‘আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র প্রচার সম্পাদক হিসাবে শফীকুলকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে জাতীয় সংগঠন হিসাবে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর আবির্ভাব ঘটলে সে জয়পুরহাট যেলা ‘আন্দোলন’-এর অর্থ সম্পাদক নিযুক্ত হয়। তখন থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে অত্যন্ত বিশ্বস্ত তার সাথে উক্ত দায়িত্ব পালন করে। যেলা সভাপতির ভাষ্যমতে মৃত্যুর ছ’দিন আগে টাকা-পয়সা হিসাব করে ৩৬,১০০ (ছত্রিশ হাযার একশ’) টাকা তার কাছে রয়েছে বলে জানায়। মৃত্যুর একদিন পরে যেলা ‘আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র সভাপতি আবুল কালাম এবং শফীকুলের বড় ছেলে ও আরও কয়েকজন তার রেখে যাওয়া সংগঠনের টাকা রাখার প্লাস্টিক বয়েম থেকে টাকা ঢালে। গুণে দেখা গেল হিসাব মত উক্ত টাকাই রয়েছে। একটি টাকাও কম-বেশী নেই। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*। উল্লেখ্য যে, শফীকুল তার প্রথম সন্তানের নাম আমার নামে রেখেছিল এবং তার জন্য দো‘আ চেয়েছিল। সম্ভবতঃ ১৯৯৫ সালের দিকে কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক হাফীযুর রহমান (বর্তমানে মৃত)-এর মাধ্যমে আমরা তার ঘরটি পাকা করে দেই। যেখানে তার পরিবার এখনও বাস করছে।

আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সূচনা :

১৯৯১ সালের ২৫ ও ২৬শে এপ্রিল বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াতে অনুষ্ঠিত ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর ২য় জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমার ১ম দিন বাদ আছর রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপযেলাধীন ঝিনা এলাকা ‘আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র ‘কর্মী’ যীনাত আলী রচিত ‘জাগরে যুবক নওজোয়ান’ গানটি পূর্ণ দরদ ঢেলে দিয়ে দরায কণ্ঠে গেয়ে সে মানুষকে পাগল করে দেয়। সেদিন সে ‘ভণ্ড পীরে’র বদলে ‘ভক্ত পীর’ বলেছিল। পরে সংশোধন করে দেই। কিন্তু তাতে জোশ যেন কিছুটা কমে যায়। আসলে ওর ভুলটাই ভালো লাগছিল। এরপর থেকে সম্ভবতঃ এমন কোন বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা যায়নি, যেখানে সে জাগরণী গায়নি। ১ম নওদাপাড়া তাবলীগী ইজতেমায় ওর গান শুনে আমার হৃদয়ে আশার প্রদীপ জ্বলে ওঠে। বহুদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের দীপশিখা দেখতে পাই। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই শফীকুলকে প্রধান ও সাতক্ষীরার আব্দুল মান্নান ও জাহাঙ্গীর আলমকে সাথী করে কেন্দ্রীয়ভাবে ‘আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী’ গঠন করি। এভাবে শুরু হয় ‘আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী’র পদযাত্রা। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বিজাতীয় অপসংস্কৃতি এবং ইসলামের নামে শিরক ও বিদ‘আত মিশ্রিত আক্বীদা বিধ্বংসী গান-গযলের বিপরীতে তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী কবিতা ও গানের মাধ্যমে দ্বীন প্রচারের সংকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়। সেই সাথে শুরু হয় আমার বিরুদ্ধে ফৎওয়ার তীরবৃষ্টি। সবকিছু মুখ বুঁজে সহ্য করে ‘আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী’কে সাধ্যমত পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে এগিয়ে নিয়েছি। যা এখন সমাজ পরিবর্তনে মোক্ষম হাতিয়ার হিসাবে শত্রু-মিত্র সকলের নিকট সমাদৃত হয়েছে। শফীকুলের গাওয়া গান এখন দেশে ও বিদেশে সর্বত্র সর্বাধিক পরিচিত। গানের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারে তার অবদান সকলের নিকটে স্বীকৃত। তার গাওয়া গানে ঈমানদারগণের হৃদয়ে ঢেউ ওঠে। এমনকি ছোট্ট শিশুরাও শিহরিত হয়। সে চলে গেছে, কিন্তু তার জাগরণী গ্রামে-গঞ্জে এমনকি পর্ণকুটিরে সর্বত্র গুঞ্জরিত।

আমি জেলখানায় গেলে দু'দিন পরেই সে আমাকে রাজশাহী কারাগারে দেখতে আসে। পরে তাকেও জেলখানায় যেতে হয়। জয়পুরহাট জেলখানায় তার কারারক্ষীরা বদলী হয়ে বগুড়া কারাগারে গেলে আমার সঙ্গে শফীকুলের গল্প করত। জেলখানায় তার তাক্বওয়া-পরহেযগারী-উপদেশ ও গানের মাধ্যমে সংস্কারমূলক বক্তব্যে সবাই ছিল মোহিত। পরে আব্দুর রহীম (যেলা সভাপতি) যখন বগুড়া জেলখানায় এল। তখন তার ব্যবহার ও আচরণে মুগ্ধ একই কারারক্ষীরা এসে বলত, স্যার! আপনার কর্মীরা সবাই কি এরকম? আপনারা ভোটে দাঁড়ান না কেন? আপনাদেরই দেশের 'প্রেসিডেন্ট' হওয়া উচিৎ।

কেন্দ্রীয় শিল্পী গোষ্ঠী গঠনের সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগঠনভুক্ত ২৩জন শিল্পী অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে শফীকুলসহ পূর্বোক্ত ৩জনকে কেন্দ্রীয় দায়িত্বে রেখে বাকীদের স্ব স্ব যেলায় কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। অতঃপর কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের প্রশিক্ষণের জন্য রেডিও বাংলাদেশ রাজশাহী কেন্দ্র থেকে দক্ষ ২জন প্রশিক্ষক আনা হয়। রাণীবাজার মাদরাসার ৩য় তলায় তখন আমাদের অফিস ছিল এবং সেখানেই প্রশিক্ষণ হয়। অতঃপর প্রশিক্ষণ শুরু হ'লে শফীকুলের কণ্ঠে প্রথম গানটি শুনেই প্রশিক্ষক দ্বয় বলে ওঠেন, আপনাদের প্রশিক্ষণের দরকার নেই। আল্লাহ প্রদত্ত কণ্ঠই যথেষ্ট। এতে আমাদের ঘষামাজার প্রয়োজন নেই। অতঃপর তারা সামান্য কিছু উপদেশ দিয়ে বিদায় নিলেন।

আমরা সমাজ সংস্কারমূলক বিভিন্ন কবিতা আহ্বান করি। যেগুলো আমি নিজেই বাছাই করতাম। ভাষা ও বিষয়বস্তু সংশোধন করতাম। কিছু ওরা নিজেরা মুখস্ত করে এসে আমাকে শুনাতো। অনেক ক্ষেত্রে সুরের তাল ও লয় এবং ছন্দ ও অন্ত মিল ঠিক করে দিতাম। এরপর সেটা জালসায় বলার অনুমতি দিতাম। আমার সঙ্গে থাকলে যখন ওরা জালসায় সেগুলি গাইত, তখনও অনেক সময় সংশোধন করে দিতাম। শ্রোতাদের উৎসাহ দেখে ও সুধীদের প্রশংসাবাণী শুনে আমি এর নাম রাখলাম 'জাগরণী'। এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল গান ও সঙ্গীত নাম দু'টি পরিহার করা। কারণ এই নামগুলি ধর্মনিরপেক্ষ ও বিদ'আতী ইসলামী দলগুলি ব্যবহার করে থাকে। *আলহামদুলিল্লাহ* আমাদের সে উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। এখন দেশে জাগরণী অর্থ হ'ল 'আল-হেরার জাগরণী'। কোন অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াতের পরই 'জাগরণী' এখন বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। এমনকি এক সময় শফীকুলের নামই হয়ে ওঠে, 'জাগরণী'। জালসায় গিয়ে লোকেরা জিজ্ঞেস করে 'জাগরণী' এসেছে কি? শুনেছি পশ্চিম বঙ্গের লালগোলা সহ বিভিন্ন শহরে ও বাজারে এমনকি আইসক্রীম বিক্রেতারাও 'আল-হেরা'র জাগরণী বাজিয়ে থাকে। এভাবে আল-হেরার জাগরণী সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে দেড় হাযার বছর পূর্বেকার আল-হেরার শিহরণ জাগিয়ে তোলে। যা আগামী দিনে আল-হেরার জান্নাতী পথে সমাজ পরিবর্তনে বড় অবদান রাখবে বলে আমরা আশা করি। এভাবে শফীকুল ও তার সাথী লেখকবৃন্দ ও শিল্পীগণ আল্লাহকে যে 'উত্তম ঋণ' দিয়েছে, তার সর্বোত্তম বদলা যেন তারা আল্লাহ্র নিকটে পান, আমরা সেই দো'আ করি।

৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন পর ২০০৮ সালের ২৮শে আগস্ট বগুড়া যেলা কারাগার থেকে যামিনে মুক্তি লাভ করার পর শফীকুল ও তার সাথী জাহাঙ্গীর, আব্দুল মান্নান ও আমানুল্লাহ্র কাছে নতুন অনেকগুলি গান শুনি। যেগুলির বিষয়বস্তু ছিল আমার কারামুক্তি। বিভিন্ন সফরে যাতায়াতকালে মাইক্রোর মধ্যে যখনই ওদের প্রাণখোলা গানগুলি শুনতাম, তখনই বলতাম, তোমরা দ্রুত এগুলি রেকর্ড কর। জানিনা কে কখন বিদায় নেব। অন্যেরা না শুনলেও শফীকুল শুনেছিল। তাই গত ২৭ ও ২৮শে আগস্ট'১৫ 'আন্দোলন'-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলনের একদিন পূর্বে এসে সে একক কণ্ঠে ৫৩টি গান রেকর্ড করায়। এক পর্যায়ে 'আমেলা' চলাকালে সে 'দারুল ইমারতে' এসে একটা গান শুনাবার আবদার করে। ওর আবেগ দেখে 'আমেলা' স্থগিত করে অনুমতি দিলাম। তারপর সে দাঁড়িয়ে গানটি শুনালো। বললাম, এটা চলবে না। খুশী হয়ে বলল, স্যার! এটা কাউকে শুনাইনি। বাদ দিলাম। পরের দিন পুনরায় এলে আমি তাকে বললাম, আমার সাড়ে এগার মাস বয়সী যমজ নাতি-নাতনী জাওয়াদ-জুমানা তোমার জাগরণী শুনে কান্না বন্ধ করে। তারপর 'আহলেহাদীছ আন্দোলনের কভু মরণ নাই' জাগরণী শুনে ওরা হেলতে-দুলতে শুরু করে। যতক্ষণ জাগরণী চলে, ততক্ষণ ওরা হেলতেই থাকে। ঠাট্টা করে আমরা বলি এরা এখুনি শফীকুলের শিষ্য হয়ে গেল। একথা শুনে আমার ছেলেদের মাধ্যমে ওদেরকে নীচে এনে কোলে নিয়ে সে আদর করে এবং তাদের জন্য দো'আ করে। এটাই ছিল 'দারুল ইমারতে' শফীকুলের সর্বশেষ আগমন এবং আমাদের সঙ্গে সর্বশেষ দেখা। এভাবেই গান রেকর্ড করার মাধ্যমে সে যেন নিজের অজান্তেই তার মৃত্যুর আগে তার আমীরের আদেশ পালন করে গেল।...

তার জাগরণীর বৈশিষ্ট্য :

কথা, কণ্ঠ ও ছন্দ মিলিয়ে গান হয়। কিন্তু যখন সেটা হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়, তখন তা অন্যের হৃদয়কে প্রভাবিত করে। এদিক দিয়ে শফীকুল ছিল অনন্য ও অতুলনীয়। আল্লাহপাক তাকে কেবল কণ্ঠ দেননি, দিয়েছিলেন মানুষের প্রতি দরদভরা প্রাণ। আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ ঈমান এবং ইমারতের প্রতি নিখাদ আনুগত্য ও শ্রদ্ধাবোধ। গানের কথার মাধ্যমে নিজের আদর্শ চেতনা মিশিয়ে তাতে প্রাণের মাধুরী ঢেলে দিয়ে যখন সে গাইত, তখন তা অন্যের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত হানত। মরিচা ধরা অন্তর পরিচ্ছন্ন হয়ে জেগে উঠত। জান্নাতহারা আদম সন্তান জান্নাতের ডাক পেয়ে যেন পাগলপারা হয়ে যেত। ৫৮ বছরের জীবনের শেষদিকে যখন সে তার পুরানো গানগুলি গাইত, তখন শেষ হলেই শ্রোতারা বলে উঠত, আরও একটা চাই। তাদের আবেগ অনেক কষ্টে থামাতে হ'ত। বয়সের পরিবর্তন হ'লেও তার আবেগে ও কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন আসেনি। সম্মেলন সমূহে আমি উঠার আগে সে আমার পসন্দ মত জাগরণী গাইত। বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমায় ১ম দিন বাদ আছর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এবং ১ম ও ২য় দিন বাদ এশা যখন সে জাগরণী গাইত, তখন দূর থেকে শ্রোতারা বুঝে নিত যে, এবার 'আমীরে জামা'আত' ভাষণ দিবেন। কাজ-কাম বন্ধ করে তখন সবাই ময়দানে ছুটে আসত। গভীর রাতে ইজতেমা প্যাণ্ডেলে মানুষ ঘুমিয়ে গেলে যদি শফীকুল উঠত, সাথে সাথে শ্রোতারা ঘুম থেকে জেগে উঠে বসে যেত। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এমনকি অবুঝ শিশুরাও তার গানে মুগ্ধ হ'ত। মূলতঃ এখানেই ছিল শফীকুলের জাগরণীর স্বার্থকতা। আজ হয়তোবা কণ্ঠ পাওয়া যাবে, কিন্তু সেই প্রাণ পাওয়া যাবে কি? শফীকুলের স্থান তাই পূরণ হবার নয়। এরপরেও আমরা আল্লাহ্র নিকট আশাবাদী।

Contents

শেষদিকে সে হয়ে উঠেছিল একজন জনপ্রিয় বক্তা। বক্তৃতা শিল্পে সে এমনই দক্ষতা অর্জন করেছিল যে, বিরোধীদের মজলিসে দাঁড়িয়েও সে হাসতে হাসতে সংগঠনের দাওয়াত দিত। মৃত্যুর দু'দিন আগে ১১ই ডিসেম্বর শুক্রবার এমনই এক পরিবেশে পাবনার কুলনিয়াতে দেওয়া ভাষণের শেষ দিকে যেলা সভাপতি শিরীন বিশ্বাসের ভাষ্যমতে যখন সে শ্রোতাদের জিজ্ঞেস করে, ভাইয়েরা অন্তর থেকে বলুন, যদি কেউ মানুষকে দাওয়াত দেয়, 'আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি' তাহ'লে দাওয়াতটা কি অন্যায় হবে? তখন সকলে বলল, না। তখন সে বলল, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' 'সোনামণি' ও 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' জনগণের কাছে এই দাওয়াতই দিয়ে থাকে। এতে কি আপনাদের কোন আপত্তি আছে? সকলেই বলল, না। ভাইয়েরা আমার! আগামী ২৫ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী'১৬ বৃহস্পতি ও শুক্রবার ২৬তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও রাজশাহীর নওদাপাড়াতে অনুষ্ঠিত হবে *ইনশাআল্লাহ*। আপনারা সবাই সেখানে যাবেন। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ওয়ায শুনবেন'। পাশেই বসা বিরোধী নেতারা থ' হয়ে তার কথা শুনলো। কিন্তু কিছুই বলার ছিল না। এর দু'দিন পর ১৩ই ডিসেম্বর রবিবার বগুড়ার মেন্দীপুর মাদরাসার জালসায় যেলা সভাপতি আব্দুর রহীমের ভাষ্যমতে সে সর্বশেষ জাগরণী গায় 'কত ইসলামী দল ঘুরছে বাংলার পরে, শোন বন্ধু রে'..। এখানে দেওয়া তার জীবনের সর্বশেষ প্রায় দেড় ঘণ্টার ভাষণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দিয়ে আল্লাহ্‌র পথের এ দাঈ আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহ্‌র নিকটে চলে গেল। কিন্তু তার স্মৃতি রইল চির অমলিন। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নছীব করুন। -আমীন!

২. ইসলামী জাগরণীর প্রাণভোমরা শফীকুল ইসলামের ইন্তেকালে স্মৃতি রোমন্থন

*-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রধান**

১৪ই ডিসেম্বর ২০১৫। বার্ধক্যজর্জরিত জবুথবু শরীরটা গত কয়েক দিনের শীতে আরও কাহিল হয়ে পড়েছে। ফজর ছালাতান্তে শরীরে লেপ চাঁপিয়ে তাসবীহ পাঠ করছিলাম। হঠাৎ মোবাইলটা বেজে উঠল। আতংকিত হয়ে উঠল প্রাণটা। কারণ ইতিপূর্বে ভোর বেলায় যত ফোন পেয়েছি তার সবটিতেই পেয়েছি দুঃসংবাদ। মোবাইল চাপলাম। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলার সভাপতি ডাঃ আউনুল মা'বূদ-এর কল। শংকা আরও বেড়ে গেল। হ্যাঁ, আমার ধারণা সঠিক। আহলেহাদীছ আন্দোলনের সভা-সমিতিতে যার দরায কণ্ঠের জাগরণী সভার লোকজনকে আপ্লুত করে তোলে এবং 'আন্দোলন'-এর কঠোর বিরোধী লোকটিকেও তার জাগরণী মুহূর্তের মধ্যে পাল্টাতে বাধ্য করে সেই জাগরণীর প্রাণভোমরা শফীকুল ইসলাম গত ১৩ই ডিসেম্বর'১৫ বগুড়ার গাবতলী থানাধীন মেন্দীপুর-চাকলা সালাফিইয়াহ হাফেযিয়া মাদরাসায় বক্তৃতারত অবস্থায় রাত্রি পৌনে এগারটায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে রাত্রি দেড় ঘটিকায় বগুড়া শহরের জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন)*।

** অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (বিসিএস) এবং গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা; বয়স ৮০।*

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর একনিষ্ঠ ভক্ত, হৃদয়গ্রাহী ও সুললিত আপোষহীন কণ্ঠের ইসলামী জাগরণীর অনেকগুলির রচয়িতা এবং গায়ক শফীকুল ইসলাম-এর মৃত্যুর সংবাদে তাৎক্ষণিকভাবে বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উচ্চারিত হ'ল, 'দয়াময় আল্লাহ! তুমি তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দান কর। তার পরিবার-পরিজনকে তোমার মহান অভিভাবকত্বের আবরণে ঢেকে দাও'। মাত্র সপ্তাহখানেক আগে যখন আমি তার সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলাম যে, হরতালজনিত কারণে ২৩শে নভেম্বরের সভা স্থগিত হওয়ায় আগামী ২৭শে জানুয়ারীতে পুনরায় সম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। আপনি ঐ সভায় অবশ্যই আসবেন। টিএ্যান্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদটিকে দোতলা করার মনস্থ করেছি। আপনার দরায কণ্ঠের মধুর আহ্বানে প্রয়োজনীয় পরিমাণ টাকা আদায় করতে পারবেন আশা করি। বিগলিত কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'ভাই প্রধান ছাহেব, আপনার ওখানে যাবার জন্য সর্বদাই শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত আছি। আপনার সৎ ইচ্ছাটিও পূরণ হবে ইনশাআল্লাহ। বাকীটা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা'। হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাই কার্যকর হয়েছে। তিনি যে 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর'। আমার মোবাইলে ধারণ করা তার জাগরণী-

'আহলেহাদীছ আন্দোলনের কভু মরণ নাই,
সকল পথের মরণ হলেও হকের পতন নাই'...

শুনতে শুরু করলাম আর চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরতে লাগল। স্মৃতি বড় বেদনাদায়ক। বিশেষ করে যখন কোন একান্ত আপনজনকে বিদায় জানাতে হয়। কবির ভাষায় তাই বলতে হয়,

যেতে নাহি দিব হায়
তবুও যেতে দিতে হয়
তবু চলে যায়।

৩. শফীকুল ভাইয়ের বিদায় : শেষ মুহূর্তের কিছু স্মৃতি

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

১৩ই ডিসেম্বর রবিবার। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত বগুড়া যেলার গাবতলী থানাধীন মেন্দিপুর-চাকলা সালাফিইয়া হাফেযিয়া মাদরাসা ও ইয়াতীমখানার উদ্যোগে বার্ষিক জালসা। বিগত কয়েক বছর যাবত নিয়মিতভাবেই এই জালসায় যোগদান করে আসছি। কখনো সভাপতি, আবার কখনো প্রধান অতিথি হিসাবে। সেকারণ এ বছর যাওয়ার তেমন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু জালসার ঠিক আগের দিন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও উক্ত মাদরাসার প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুর রহীম ভাইয়ের ফোন ও অনুরোধ পেয়ে আমীরে জামা'আতকে জানালাম। অনেকটা অনিচ্ছা থেকেই স্যারকে বললাম না যাওয়ার কথা। রাজশাহীতেও অনেক ব্যস্ততা। ভেবেছিলাম স্যার নিষেধ করলে তাঁর দোহাই দিয়ে হয়তবা বাঁচা যাবে। কিন্তু না, তিনি বরং যাওয়ার জন্যই উৎসাহিত করলেন। অতঃপর অনুমতি পেয়ে বেলা ২-টায় মাইক্রোযোগে রওয়ানা হ'লাম। সফরসঙ্গী ছিল

রাজশাহী মহানগরী 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নাজিদুল্লাহ ও অর্থ সম্পাদক মুকাম্মাল হোসাইন। মেন্দিপুর মাদরাসায় পৌঁছলাম মাগরিবের ছালাতের শেষ সময়ে। অতঃপর মাদরাসা মসজিদে মাগরিব ও এশার ছালাত জমা ও কছর করে জামা'আতে আদায় করলাম। মুক্তাদী হিসাবে তখন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান শফীকুল ইসলাম ভাই পিছনে এসে দাঁড়ালেন। ছালাত শেষে কুশল বিনিময় হ'ল। অতঃপর একসঙ্গে মাইক্রোতে চড়ে মেহমানদের বিশ্রামের স্থান গাবতলী পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর জনাব আব্দুল লতীফ আকন্দ ছাহেবের বাসায় গেলাম। সেখানে চা-নাশতা খেতে খেতে সাংগঠনিক বিভিন্ন দিক নিয়ে গল্প হ'ল। অতঃপর ওনাকে রেখে চলে গেলাম মঞ্চে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি আব্দুস সালাম।

রাত প্রায় সাড়ে ৯-টা। প্যাণ্ডেল প্রায় কানায় কানায় পূর্ণ। সভাপতি হিসাবে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষে শফীকুল ভাইয়ের নাম ঘোষণা করা হ'ল। মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারী জনাব বাদশা ভাই খাবারের জন্য ডাকলে অনিচ্ছা প্রকাশ করে বললাম, পরে খাব। ভাবলাম, শফীকুল ভাইয়ের বক্তব্য শেষ হ'লে প্রধান বক্তা জনাব আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ছাহেবের বক্তব্য শুরু করে দিয়ে একেবারে উঠে যাব এবং খাওয়ার পর রাজশাহী রওয়ানা হব। সে লক্ষ্যে মনোযোগ দিয়ে বক্তব্য শুনছি। আমার বাম পাশের চেয়ারে বসে বক্তব্য দিচ্ছেন তিনি। প্রাণভরে দীর্ঘ বক্তব্য দিলেন। শ্রোতাদের মনোযোগ ও নীরবতা ছিল উল্লেখযোগ্য। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে বক্তব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট জাগরণী শ্রোতাদের হৃদয় তন্ত্রীতে যেন ঝংকার তুলছিল। বক্তব্যের শেষ মুহূর্তে পরিচালকের স্লিপ 'কালেকশন সহ সাড়ে ১০-টার মধ্যে বক্তব্য শেষ করার অনুরোধ' পেয়ে সাথে সাথে বক্তব্যের মোড় ঘুরিয়ে চলে গেলেন কালেকশনের দিকে। চলল আরো প্রায় আধা ঘণ্টা। টেবিলে নগদ টাকার স্তূপ। উপস্থিত জনতা স্রোতের মত দান করছেন। তিনিও সেই আনন্দে অধিক উচ্ছ্বাসের সাথে কুরআন-হাদীছ ও ছন্দ-কবিতার মাধ্যমে কালেকশন করছেন। রাত প্রায় পৌনে এগারটা। হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল। শ্রোতাদের মোবাইলের আলোতে আলো-আঁধারি পরিবেশ। তিনি বললেন, ভাই! ভাল লাগছে না, বক্তব্য শেষ করে দেই। বললাম, ঠিক আছে মাইকের কানেকশন দিলে যারা এখনো দান করতে আগ্রহী তাদেরকে মঞ্চে এসে অথবা মাদরাসা কর্তৃপক্ষের নিকটে দান পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে শেষ করে দিন। ইতিমধ্যে আরো প্রায় পাঁচ মিনিট অতিক্রান্ত হ'ল। দেখছি শফীকুল ভাই টেবিলে মাথা এলিয়ে চুপ করে আছেন। ভাবলাম দীর্ঘ সময় উচ্চকণ্ঠে বক্তব্য দেওয়ার কারণে হয়ত ক্লান্তিবোধ করছেন। জিজ্ঞেস করলাম, ভাই পানি খাবেন? বললেন, না। তখনও ইলেকট্রিক লাইন ঠিক হয়নি। তিনি বললেন, ভাই! আমার শরীর ভাল লাগছে না, আমি চলে যাই। অনুমতি দিয়ে বললাম, ঠিক আছে, যান। এই ছিল তার সাথে আমার জীবনের শেষ কথা। কে জানে এই বিদায়ই শফীকুল ভাইয়ের শেষ বিদায়? কে জানত বক্তব্যের শেষ মুহূর্তে আলো বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে তার জীবনের আলো চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়া।

শফীকুল ভাই চলে গেলেন। আমরা অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত। আলো নেই, মাইক নেই সবমিলিয়ে একটা বিব্রতকর পরিবেশ। সেকারণ তিনি মঞ্চ থেকে কিভাবে গেলেন সে বিষয়টি মাথায় নেই। তাছাড়া এতটা খারাপ অবস্থা, তা তো ভাবতেও পারিনি। প্রত্যক্ষদর্শী ও শেষ মুহূর্তের সাথী বগুড়া যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি আব্দুস সালাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও অন্যান্য কর্মীদের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি মঞ্চ থেকে নামার মত শক্তি পাচ্ছিলেন না। মাদরাসা কমিটির সদস্য জাহাঙ্গীর আলম ও 'যুবসংঘে'র কর্মী রাশেদুল ইসলাম (রংপুর) ধরাধরি করে তাকে মাদরাসায় নিয়ে যান। সেখানে মাথায় পানি ঢালা হ'ল। ঘামে ভিজে যাওয়া জামা-কাপড় খুলে শরীর মুছে দেওয়া ও শরীর মালিশ সবই চলল। সাথে সাথে ডাক্তার আনা হ'ল। ডাক্তারের পরামর্শে নেওয়া হ'ল পার্শ্ববর্তী গাবতলী থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। সেখান থেকে পাঠানো হ'ল বগুড়া শহরের জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। আব্দুস সালাম ভাই সহ বেশ কিছু দায়িত্বশীল গেলেন সাথে। পথে আব্দুস সালামকে সম্বোধন করে বলছেন, আব্দুস সালাম! আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করবে না, ডাক্তার দেখিয়ে আবার নিয়ে এসো, হাসপাতাল খুব ভাল জায়গা না'। কিছুটা স্বাভাবিকের মতই কথা বলছিলেন। হাসপাতালে যাওয়ার পথে যেলার শাহজাহানপুর থানাধীন বৃ-কুষ্টিয়ার অধিবাসী তার জামাই ও মেয়ের সাথেও স্বাভাবিক ফোনালাপ হ'ল। তাদেরকে বললেন, আমার তেমন কিছু হয়নি। একটু শরীর খারাপ করেছে। ডাক্তার দেখিয়ে আবার ফিরে আসব ইনশাআল্লাহ। তোমাদের আসার প্রয়োজন নেই।

হাসপাতালে নেওয়ার পর দ্রুত ভর্তি এবং প্রেসার, হার্ট, ডায়াবেটিস ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবই করা হ'ল। কর্তব্যরত ডাক্তার জানালেন, ওনি হার্ট এ্যাটাক করেছেন। এই ঔষধগুলো নিয়ে আসুন। আব্দুস সালাম ভাই ছুটলেন ঔষধ আনতে। যাওয়ার সময় শফীকুল ভাই বলছেন, আব্দুস সালাম! আমি তো রাতে ভাত খাইনি, আমার খুব ক্ষুধা লেগেছে। আব্দুস সালাম বললেন, চাচা! আমি আপনার জন্য গরম দুধ, পাউরুটি ইত্যাদি নিয়ে আসব। আমিও কিছু খাইনি। দু'জন এক সঙ্গে খাব। অতঃপর আব্দুস সালাম ভাই একজনকে সাথে নিয়ে নিচে চলে গেলেন ঔষধ ও খাবার আনার জন্য। ঔষধ কিনে তিনি সাথীকে দিয়ে দ্রুত পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে খাবার-দাবার ক্রয় করছেন। এমন সময় হঠাৎ ওয়ার্ড থেকে ফোন আব্দুস সালাম ভাই! আপনি দ্রুত আসুন। শফীকুল ভাই কেমন যেন করছেন।

শফীকুল ভাই সাথীদের সাথে কথা বলতে বলতে বাথরুমে যেতে চাইলেন। এমনকি একাই যেতে পারবেন বলে দাঁড়িয়ে গেলেন ও হাঁটতে শুরু করলেন। ডাক্তার দেখে বললেন, সর্বনাশ! এই রোগী হাঁটতে পারবে না। দ্রুত হুইল চেয়ারে বসান। হুইল চেয়ার আনা হ'ল। বসতে শুরু করলেন হুইল চেয়ারে। কিন্তু না, আর বসতে পারলেন না। বসতে গিয়ে ঢলে পড়লেন মাটিতে। জীবনের সুইচ এখানেই চিরতরে অফ হয়ে গেল। ডাক্তার খুব চেষ্টা করলেন। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে কুরআনের চিরন্তন বাণীই সত্য 'নির্ধারিত সময় যখন এসে যাবে, তখন কিছু আগেও (জান কবয) করা হবে না বা কিছু পরেও না' *(আ'রাফ ৭/৩৪)*। শফীকুল ভাইয়ের ক্ষেত্রেও সেই নির্মম সত্যই বাস্তবায়িত হ'ল।

রাত ১-টা পার হয়েছে। তখনো আব্দুল লতীফ ছাহেবের বাসায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই রওয়ানা হব। বইগুলো গাড়ীতে ওঠানোর জন্য অপেক্ষা করছি মাত্র। ফোনে আব্দুস সালাম

Contents

ভাইয়ের সাথে কথা হ'ল। খোঁজ-খবর নিলাম শফীকুল ভাইয়ের। জানা গেল তিনি মোটামুটি ভাল আছেন। ওনাকে হাসপাতালে দেখে রাজশাহী রওয়ানা হব, এই ভেবে আব্দুর রহীম ভাইকে মোবাইলে বলছি, বইগুলো উঠানো হ'লে আপনিও গাড়ীতে ওঠে চলে আসেন শফীকুল ভাইকে দেখতে যাব। কি মর্মান্তিক! ফোন কানে থাকতেই অপর প্রান্তে কান্নার শব্দ। আব্দুর রহীম ভাইয়ের কথা বন্ধ হয়ে গেল। ডুকরে কেঁদে ওঠে বললেন, শফীকুল ভাই চলে গেছেন...। রাত তখন ১-২৬ মিনিট। আকস্মিক এই দুঃসংবাদ বহন করার মত শক্তি হারিয়ে ফেললাম। সকলে হতবাক হয়ে গেলাম। নীরব কান্না বেরিয়ে আসল হৃদয়ের গভীর থেকে। এ কান্না যে থামতে চায়না। হৃদয়তন্ত্রীতে শুধুই টান পড়ছে, পাশের মানুষটি না হয়ে হতে পারতাম আমিও। মৃত্যু কত নির্দয়! আর আমরা কত উদাসীন! অতঃপর আব্দুর রহীম ভাই ও যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ছহীমুদ্দীন ভাইসহ দ্রুত হাসপাতালে ছুটে গেলাম। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম কি করব, এত রাতে কাকে জানাব। পরিবারকে আপাতত জানাতে নিষেধ করলাম। কিন্তু অন্য মাধ্যমে তারা জেনে গেলেন। আমীরে জামা'আতকে জানানোর জন্য তাঁর মেজ ছেলে আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীবকে ফোন দিলাম। কণ্ঠ আড়ষ্ট হয়ে আসল। কথা বলতে পারছি না। দুঃসংবাদটি জানিয়ে বললাম, স্যারকে এখন বল না। উনি আর ঘুমাতে পারবেন না। তাহাজ্জুদের ছালাতে উঠলে জানাবে। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ভাইকে জানালাম। পর্যায়ক্রমে ফোন আসতে থাকল। চারদিকে রাতের মধ্যেই সংবাদ পৌঁছে গেল।

সফরসঙ্গী নাজিদুল্লাহ ও মুকাম্মালকে দিয়ে রাজশাহীর মাইক্রো ছেড়ে দিলাম। এ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে লাশ নিয়ে রাত প্রায় আড়াইটার দিকে রওয়ানা হ'লাম তার বাড়ী জয়পুরহাটের উদ্দেশ্যে। হাসপাতাল থেকে রওয়ানা হয়ে প্রথমে বৃ-কুষ্টিয়া গ্রাম থেকে তার মেয়ে ও জামাইকে নেওয়ার জন্য সেখানে পৌঁছলে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। অঝোর নয়নে কাঁদছেন সবাই। অতঃপর সেখান থেকে তাঁর মেয়ে, জামাই, বেয়াই এবং যেলা 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক হাফেয নজীবুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুর রাযযাক, সহ-সভাপতি আব্দুস সালাম সহ আমরা কয়েকজন চললাম লাশের সাথে। অতঃপর রাত সাড়ে চারটায় লাশবাহী এ্যাম্বুলেন্সটি জয়পুরহাটের কমরগ্রামে তার বাড়ীর সামনে পৌঁছল। এ সময় স্বজনদের বুকফাটা কান্নায় আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠল। প্রিয়জনের আকস্মিক বিদায় কোনভাবেই মেনে নিতে পারছেন না তারা। কি করে পারবেন! শুধুই দ্বীনি বন্ধন, আত্মীয় তো নয়ই, যেলারও নয়। তারপরও নিজেদের সামলাতে অপারগ অবস্থা প্রায়। আর যেখানে পরিবার অপেক্ষায় আছে বক্তব্য শেষে বাড়ি ফিরবেন। অথচ তিনি ফিরলেন লাশ হয়ে! কি করে ভুলবেন জ্বলজ্বলে স্মৃতিগুলো।

ফজরের আযান হ'ল। ওযূ করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এমন সময় রাজশাহী হ'তে নাজীবের ফোন। অপরপ্রান্ত থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসল। 'সাখাওয়াত! তুমি এ কী সংবাদ শুনালে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, তুমি তো যেতে চাচ্ছিলে না। তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় স্মৃতি হয়ে থাকল শফীকুল'। আমীরে জামা'আতের এই ফোন পেয়ে ভাবলাম, সত্যিই এটি আমার জীবনের এক মর্মান্তিক স্মৃতি। এভাবে একজন তরতাযা সাথী ভাইকে হারাতে হবে কখনো কল্পনায়ও আসেনি। পাশাপাশি চেয়ারে বসে থাকা দু'জনের একজন আজ শুধুই স্মৃতি। মনের আয়নায় শুধুই তার আল্পনা।

বাদ ফজর শফীকুল ভাইয়ের বাড়ী সংলগ্ন ওয়াক্তিয়া মসজিদে মৃত্যু ও দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত দরস শেষে যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আবুল কালাম আযাদের বাসায় গিয়ে পরামর্শে বসলাম। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান সহ আরো অনেকে আসলেন। ফজরের পূর্বেই আমীরে জামা'আতের সাথে আলোচনায় বাদ আছর জানাযার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। কেননা তার বড় ছেলে সাতক্ষীরা থেকে পৌঁছতে যোহর পার হয়ে যাবে। সুদূর পঞ্চগড়, লালমণিরহাট, নীলফামারী থেকেও কর্মী ও দায়িত্বশীলগণ রওয়ানা হয়েছেন জানাযার উদ্দেশ্যে। পার্শ্ববর্তী বগুড়া থেকে ৪টি বাস ও অন্যান্য মাধ্যম, রাজশাহী হ'তে ২টি বাস, মাইক্রো, প্রাইভেটকার যোগে, এভাবে উত্তরাঞ্চলের প্রায় সকল যেলা থেকে বাস, মাইক্রো, প্রাইভেটকার, ট্রেন যোগে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী জানাযার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন। যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ আগত কর্মী ও সুধীবৃন্দের জন্য দুপুরে আপ্যায়নের সিদ্ধান্ত নিলেন।

অতঃপর বাদ আছর বিকাল ৪-টায় আমীরে জামা'আতের ইমামতিতে জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। হাযার হযার মানুষের উপস্থিতিতে জানাযাস্থল জনসমুদ্রে পরিণত হয়। কোন জানাযায় এত মানুষের উপস্থিতি আমি ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। আমার মতো হয়ত অনেকেই দেখেননি। শফীকুল ভাই সত্যিই ভাগ্যবান। এত মানুষের আন্তরিক দো'আ নিয়ে কবরে শায়িত হ'লেন। আরও সৌভাগ্য যে, জীবনের শেষ মুহূর্তেও দ্বীনে হক-এর প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর অমর বাণী- 'নিশ্চয়ই আমলের ভাল-মন্দ নির্ভর করে তার শেষ অবস্থার উপরে' *(বুখারী)* তাঁর জীবনে কার্যকর হ'ল। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*।

দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জাগরণী শিল্পী ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার অর্থ সম্পাদক শফীকুল ইসলাম ভাই এভাবেই আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন। কাঁদিয়ে গেলেন গোটা জাতিকে। রেখে গেলেন অনেক স্মৃতি। মৃত হৃদয়কে জাগিয়ে তোলার মত অসংখ্য তেজস্বী জাগরণী। প্রথম রাতে যিনি অগ্নিঝরা বক্তব্য দিয়ে হাযার হাযার শ্রোতাকে মাতিয়ে রাখলেন, মধ্যরাতে তিনিই লাশ হয়ে ফিরছেন এই নির্মম সত্য মেনে নেওয়া যে কতটা কঠিন, কতটা মর্মান্তিক, কতটা বেদনাবিধুর তা বলে বা লিখে প্রকাশ করা যাবে না। আর তাবলীগী ইজতেমা ময়দান, যেলা সম্মেলন, দেশের আনাচে-কানাচের সভা-সমাবেশ শফীকুল ইসলামের সুললিত কণ্ঠের জাগরণী দ্বারা ঝংকৃত হবে না। হয়ত অনেকেই গাইবেন। কিন্তু শফীকুল ভাইয়ের সেই কণ্ঠ আর সরাসরি শুনা যাবে না। সদা হাস্যোজ্জল প্রিয় শিল্পীর চিরবিদায়ে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত ও বেদনাহত। মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন-এটিই আমাদের হৃদয় নিংড়ানো প্রার্থনা। আল্লাহ তুমি কবুল কর-আমীন!!

[আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান শফীকুল ইসলামের স্মৃতিতে প্রেরিত লেখনী সমূহ লেখকের নামে এই কলামে প্রকাশিত হবে। -সম্পাদক]

Contents

দিশারী

*ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী**

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হকপিয়াসী অনেক দ্বীনী ভাই মাযহাবী গোঁড়ামি ও তাক্বলীদে শাখছী তথা অন্ধ ব্যক্তি পূজার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে অভ্রান্ত সত্যের উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পতাকাতলে সমবেত হচ্ছেন। এতে মাযহাবী ভাইদের অনেকের গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। তাই তারা দিশেহারা হয়ে আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচার, বিষোদগার ও মিথ্যাচারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। আসলে হক পথের স্বরূপ এমনই যে, হকপন্থীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে এবং বিরুদ্ধবাদীরা ক্রুদ্ধ হবে। ফলে তারা হকপন্থীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। রোম সম্রাট পত্র হাতে পেয়ে ব্যবসা উপলক্ষে সেখানে অবস্থানরত কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান (তখনও তিনি মুসলমান হননি)-কে তার দরবারে ডেকে পাঠান এবং তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদের সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেন। তন্মধ্যে ৪,৫ ও ৬ নং প্রশ্নগুলি ছিল,

প্রশ্ন-৪ : নবুঅতের দাবী করার পূর্বে তোমরা কি কখনো তাঁর উপরে মিথ্যার অপবাদ দিয়েছ? তিনি বললেন, না। হিরাক্লিয়াস বললেন, ঠিক। যে ব্যক্তি মানুষকে মিথ্যা বলে না, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র ব্যাপারে মিথ্যা বলতে পারে না।

প্রশ্ন-৫ : তাঁর দ্বীন কবুল করার পর কেউ তা পরিত্যাগ করে চলে যায় কি? তিনি বললেন, না। হিরাক্লিয়াস বলেন, ঈমানের প্রভাব এটাই যে, তা একবার হৃদয়ে বসে গেলে আর বের হয় না।

প্রশ্ন-৬ : ঈমানদারগণের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, না কমছে?

তিনি বললেন, বাড়ছে। হিরাক্লিয়াস বললেন, ঈমানের এটাই বৈশিষ্ট্য যে, আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায় ও তা ক্রমে পূর্ণতার স্তরে পৌঁছে যায়।[১]

ঠিক তেমনি হ'ল আহলেহাদীছদের অবস্থা। গত কয়েক বছর যাবত আহলেহাদীছ আন্দোলন যোরদার হওয়ায় আহলেহাদীছদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এমনকি দেশের এমন কিছু এলাকা আছে, যেখানে পূর্বে আহলেহাদীছ-এর কোন অস্তিত্ব ছিল না, অথচ বর্তমানে সেখানে আহলেহাদীছদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখা যাচ্ছে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।* মাযহাবীদের অন্ধ ব্যক্তিপূজা ও গোঁড়ামির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে হাযারো হকপিয়াসী মুসলিম প্রতিনিয়ত আহলেহাদীছ হচ্ছেন এমন প্রমাণ অসংখ্য। পক্ষান্তরে কোন আহলেহাদীছ মাযহাবী হয়েছে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর এটাই আহলেহাদীছদের হকপন্থী ও মুক্তিপ্রাপ্ত দল হওয়ার অন্যতম প্রমাণ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِى أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. 'আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা আল্লাহ্র বিধানের উপর কায়েম থাকবে। যারা তাদেরকে হেয় ও বিরোধিতা করতে চাইবে, তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, এমনকি ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা এভাবেই থাকবে'।[২]

ইতিমধ্যে মাযহাবী কতিপয় আলেমের পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে আমাদের নিকট কিছু প্রশ্ন প্রেরিত হয়েছে। প্রশ্নকারীদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন পিরোজপুরের জনৈক মুফতী আব্দুল মালেক ছাহেব। ইতিপূর্বে জনৈক ভাই তার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত হ'লেও সারগর্ভ ও প্রামাণ্য জবাব দিয়েছেন। প্রত্যুত্তরে জনাব আব্দুল মালেক ছাহেব উত্তরদাতাকে সহ আহলেহাদীছদেরকে এমনভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও হেয় প্রতিপন্ন করে আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করেছেন যা সত্যিই অনভিপ্রেত। তার অহংকার ও অহমিকা তার প্রত্যুত্তর থেকেই প্রতীয়মান হয়। ভাবখানা এই যে, তিনি ও তার মাযহাবী আলেমগণই শুধু কুরআন-হাদীছ বুঝেন, আর কেউই বুঝেন না। প্রবাদ আছে, 'খালি কলসি বাজে বেশী'। প্রকৃত জ্ঞানী যারা তারা কখনো নিজেকে বড় মনে করেন না এবং নিজের বড়ত্ব যাহির করেন না। বরং তারা হন ভদ্র, বিনয়ী, মিতভাষী, সহনশীল ও হিতৈষী।

আসলে সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা ও সৌভাগ্য আল্লাহ তা'আলা সবাইকে দান করেননি। আবু জাহলের পূর্বনাম ছিল 'আবুল হাকাম' তথা জ্ঞানের পিতা। কিন্তু হককে গ্রহণ না করায় পরবর্তীতে তার নামকরণ হয়েছে 'আবু জাহল' তথা মূর্খের পিতা। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে- 'ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগানো যায়, কিন্তু যে ঘুমের ভান করে তাকে জাগানো যায় না'।

এক্ষণে আমরা মাযহাবী ভাইদের উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর উত্তর পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে প্রদান করতে প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। যিদ ও হঠকারিতা ছেড়ে নিরপেক্ষ মনে উত্তরগুলো পড়লে সত্যের দিশা পাবেন ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন- ১ : أُولِي الْأَمْرِ কথার অর্থ কি?

প্রশ্ন- ২ : فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ

'অতঃপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়, তাহ'লে তা আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর' *(নিসা ৪/৫৯)*। এই অংশ তার পূর্বের অংশের সাথে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত?

أُولِي الْأَمْرِ-এর অনুকরণে যদি বিবাদ সৃষ্টি হয় তাহ'লে কি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ করব, নাকি আগেই আল্লাহ এবং রাসূলের অনুসরণ করব? কথাগুলোর ব্যাখ্যা কি?

---

* *প্রধান মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।*

১. *বুখারী হা/৭ ও অন্যান্য; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ২য় সংস্করণ পৃ: ৪৬৯।*

২. *বুখারী হা/৩৬৪১; মিশকাত হা/৬২৭৬।*

উত্তর : প্রশ্ন দু'টি একই আয়াতের দু'টি অংশ এবং প্রথমাংশটি দ্বিতীয়াংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় দু'টির উত্তর একই সাথে প্রদান করা হ'ল।-

কোন আয়াতের অংশ বিশেষ দ্বারা আয়াতের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা যায় না। বিশেষ করে যদি আয়াতের একাংশ অপরাংশের পরিপূরক ও নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়। তাতে আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় এবং মর্মার্থের বিপর্যয় ঘটে। তাই প্রথমে পুরো আয়াতটি উল্লেখ করা হ'ল। মহান আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُولِيْ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً-

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম’ *(নিসা ৪/৫৯)*।

أُولُوا الْأَمْرِ শব্দদ্বয় ব্যাপক অর্থবোধক। মুফাসসিরগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ করেছেন, যা নিম্নরূপ।-

সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, أُولُوا الْأَمْرِ হ'লেন রাজা-বাদশাহ, শাসনকর্তা প্রমুখ *(ইবনু জারীর)*। মায়মূন বিন মিহরান, মুক্বাতিল, কালবী প্রমুখ মুফাসসির বলেন, ‘যুদ্ধের সেনাপতি’ *(কুরতুবী)*।

জালালুদ্দীন সূয়ুতী (রহঃ) বলেন, أُولُوا الْأَمْرِ হ'লেন ‘যাদের হাতে শাসন করার দায়িত্ব থাকে’ *(জালালাইন)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ, আত্বা প্রমুখ মুফাসসির বলেন, أُولُوا الْأَمْرِ হ'লেন ‘ওলামা ও ফুক্বাহা’ *(ইবনু জারীর)*। মুজাহিদ (রহঃ) আরো বলেন, أُولُوا الْأَمْرِ হ'লেন ‘মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ’ *(কুরতুবী)*। ইকরিমা বলেন, أُولُوا الْأَمْرِ হ'লেন আবুবকর ও ওমর (রাঃ) *(ইবনু জারীর)*।

ইবনু কাছীর (রহঃ) أُولُوا الْأَمْرِ-এর তাফসীরে লিখেছেন, أن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء، ‘শাসকগণ এবং ওলামা ও সকল শ্রেণীর আদেশদাতা উক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত’ *(ইবনু কাছীর)*।

নাসাফী (রহঃ) বলেন, أُولُوا الْأَمْرِ হ'লেন রাষ্ট্রনায়ক বা আলেমগণ। কারণ তাদের নির্দেশ অধীনস্ত নেতাদের উপর বিজয়ী হয়। আয়াতটি প্রমাণ করে যে শাসকদের কথা তখন মানা আবশ্যক, যখন তারা সত্যের উপর থাকেন। কিন্তু যদি তারা সত্যের বিরোধিতা করেন, তাহ'লে তাদের কথা মানা যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ‘স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই’ *(নাসাফী)*।

আলূসী (রহঃ) বলেন, ‘উলুল আমর’-এর ব্যাখ্যায় মতভেদ আছে। কেউ বলেন, ‘উলুল আমর’ হ'লেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ও তাঁর পরে মুসলমানদের শাসকগণ। তাঁদের সাথে খলীফাগণ এবং বাদশাহ ও বিচারপতিগণও শামিল। কারো মতে যুদ্ধের নেতাগণ ও কারো মতে বিদ্বানগণ *(রূহুল মা'আনী)*।

বাগাভী (রহঃ) বলেন, ‘উলুল আমর’-এর ব্যাখ্যায় মতভেদ আছে। বিখ্যাত ছাহাবী ইবনু আব্বাস ও জাবির (রাঃ) বলেন, তাঁরা হ'লেন সেসব ফক্বীহ ও আলিমগণ যাঁরা লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেন। আলী (রাঃ) বলেন, একজন নেতার জন্য অপরিহার্য হচ্ছে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী ফায়ছালা দেওয়া এবং আমানত আদায় করা। যখন তাঁরা এরূপ করবেন, তখন তাঁদের প্রজাদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের কথা শোনা ও মানা *(তাফসীর বাগাভী)*।

ছানাউল্লাহ পানিপথী বলেন, ‘উলুল আমর’ হ'লেন, ফক্বীহ ও আলেমগণ এবং শিক্ষাগুরুগণ। তাঁদের হুকুম তখনই মানা অপরিহার্য হবে, যখন তা শরী'আতসম্মত হবে *(তাফসীর মাযহারী)*।

মুফতী মুহাম্মাদ শফী বলেন, ‘উলুল আমর’ আভিধানিক অর্থে সে সমস্ত লোককে বলা হয়, যাদের হাতে কোন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকে। সে কারণেই ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও হাসান বছরী প্রমুখ মুফাসসিরগণ ওলামা ও ফুক্বাহা সম্প্রদায়কে ‘উলুল আমর’ সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরাই হচ্ছেন মহানবী (ছাঃ)-এর নায়েব বা প্রতিনিধি। তাঁদের হাতেই দ্বীনী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত।

এছাড়া তাফসীরে ইবনে কাছীর এবং তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ শব্দটির দ্বারা (ওলামা ও শাসক) উভয় শ্রেণীকেই বুঝায়। কারণ নির্দেশ দানের বিষয়টি তাঁদের উভয়ের সাথেই সম্পর্কিত।[৩]

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের স্বরূপ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার পর লিখেছেন, তৃতীয় আর একটি আনুগত্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আওতাধীনে মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব। সেটি হচ্ছে মুসলমানদের মধ্য থেকে ‘উলিল আমর’ তথা দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারীদের আনুগত্য। মুসলমানদের সামাজিক ও সামষ্টিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে দায়িত্বসম্পন্ন ও নেতৃত্বদানকারী

---

৩. *মুফতী মুহাম্মাদ শফী প্রণীত, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত তাফসীর মাআরেফুল কোরআন (সংক্ষিপ্ত), পৃঃ ২৬০।*

ব্যক্তি মাত্রই 'উলিল আমর'-এর অন্তর্ভুক্ত। তারা মুসলমানদের মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাগত ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী ওলামায়ে কেরাম বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হ'তে পারেন। আবার দেশের শাসনকার্য পরিচালনাকারী প্রশাসকবৃন্দ হ'তে পারেন, অথবা আদালতে বিচারের রায় প্রদানকারী বিচারপতি বা তামাদ্দুনিক ও সামাজিক বিষয়ে গোত্র, মহল্লা ও জনবসতির নেতৃত্বদানকারী সরদার বা প্রধানও হ'তে পারেন। মোটকথা যে ব্যক্তি যে কোন পর্যায়েই মুসলমানদের নেতৃত্বদানকারী হবেন, তিনি অবশ্যই আনুগত্য লাভের অধিকারী হবেন।[৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আয়াতে বর্ণিত أُولِي الْأَمْرِ শব্দদ্বয় ব্যাপক অর্থবোধক। যা দ্বারা নির্দিষ্ট কোন ইমাম, মুজতাহিদ, ফক্বীহ বা শাসককে বুঝায় না। বরং এর দ্বারা ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সমাজনেতা সহ সকল পর্যায়ের কর্তৃত্বশীলদের বুঝায়।

কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, আলোচিত 'উলিল আমর' কথাটি মাযহাবীদের মূল পুঁজি। এই আয়াতাংশটির কল্পিত ব্যাখ্যা করেই মূলতঃ মাযহাব তথা নির্দিষ্ট ইমামের তাক্বলীদকে অপরিহার্য করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, চার মাযহাবকে 'চার ফরয' ঘোষণা করা হয়েছে। যা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা অপবাদ মাত্র । আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ 'তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে আছে, যে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করে' *(ছফ ৬১/৭)*।

উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা যে শুধু ইমাম চতুষ্টয় বা তাঁদের কোন একজনকে নির্দিষ্ট করে বুঝানো হয়নি, তা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় 'উলিল আমর'-এর সাথে সংযুক্ত مِنْكُمْ শব্দ দ্বারা। আরবী ভাষায় যাদের ন্যূনতম জ্ঞান আছে তারা ভালোভাবেই জানেন যে, مِنْكُمْ শব্দের অর্থ হ'ল 'তোমাদের মধ্যকার'। এর দ্বারা অতীত বুঝায় না। বরং বর্তমান উলুল আমরকে বুঝায়। যেমন আল্লাহ বলেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ 'তোমাদের মধ্যেকার যে ব্যক্তি মাসটি (রামাযান মাস) পায়, সে যেন ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا 'অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ 'অথবা তোমাদের মধ্য হ'তে যদি কেউ পায়খানা থেকে আসে' *(নিসা ৪/৪৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا 'তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ দেখবে'।[৫] এভাবে কুরআনে ও হাদীছে যত জায়গায় مِنْكُمْ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সব জায়গায় জীবিত ও বর্তমান ব্যক্তিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ দ্বারা স্ব স্ব যুগের ওলামা-ফুক্বাহা বা শাসকবর্গকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ দ্বারা অতীত কালের কোন একজন নির্দিষ্ট ইমামের তাক্বলীদ করার দলীল কোথায়?

সম্মানিত প্রশ্নকারী বিষয়টি বুঝতে পেরেই চতুরতার সাথে কেবল أُولِي الْأَمْرِ অর্থ কি? এই প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ অর্থ কি? সে প্রশ্ন করেননি। কেননা তার উদ্দেশ্য হ'ল প্রায় ১৩শ' বছর পূর্বে মৃত্যুবরণকারী তাদের নির্দিষ্ট ইমামের তাক্বলীদের দলীল খোঁজা।

হানাফী বিদ্বান তাকী ওছমানী অনেক মেধা ও শ্রম ব্যয় করে কুশলী বিন্যাসে যুক্তির আশ্রয়ে 'মাযহাব কি ও কেন'? শিরোনামে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেখানে মাযহাব তথা তাক্বলীদে শাখছী অর্থাৎ বিনা দলীলে নির্দিষ্ট কোন ইমামের অনুসরণের পক্ষে 'আহকামুল কুরআন' প্রণেতা আবুবকর জাসসাসের বরাতে যে তাফসীরাংশ পেশ করেছেন তাতেও নির্দিষ্ট এক ইমামের তাক্বলীদ করার কথা প্রমাণিত হয়নি। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে সেই তাফসীরাংশটি হুবহু পেশ করা হ'ল।

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ *(سورة النساء آية ٥٩)* يدل على أن أولي الأمر هم الفقهاء، لأنه أمر سائر الناس بطاعتهم ثم قال : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فأمر أولي الأمر برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذ كانت العامة ومن ليس من أهل العلم ليست هذه منزلتهم، لأنهم لا يعرفون كيفية الرد إلى كتاب الله والسنة ووجوه دلائلهما على أحكام الحوادث فثبت أنه خطاب للعلماء-

(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ) অংশটি প্রমাণ করে যে, উলুল আমর হ'লেন ফক্বীহগণ। কেননা সর্বসাধারণকে তাদের অনুসরণের আদেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ বলেন, 'আর যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদে লিপ্ত হও, তাহ'লে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে সোপর্দ কর'। সুতরাং উলিল আমরকে বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে সমাধান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা সাধারণ লোকেরা এবং যারা আলেম নন, তারা সেই পর্যায়ের নন। কেননা তারা

৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন আব্দুল মান্নান তালিব অনূদিত (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৪২৬ হিঃ/২০০৫ ইং), ২/১৪৫ পৃঃ।

৫. মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭ 'সৎকাজের আদেশ' অধ্যায়।

Contents

কুরআন-হাদীছের মাধ্যমে ফায়ছালা করার পদ্ধতি অবগত নয় এবং সংঘটিত বিধানের ক্ষেত্রে দলীল পেশ করতেও জানে না। সুতরাং প্রমাণিত হ'ল যে, আয়াতের শেষাংশে আলিম মুজতাহিদগণকেই সম্বোধন করা হয়েছে।[৬] উক্ত তাফসীরাংশে 'ফুক্বাহা' ও 'ওলামা' শব্দ এসেছে, যা একবচন নয় বরং বহুবচন। সুতরাং এ তাফসীরের মধ্যে নির্দিষ্ট একজন ইমামের মাযহাব মান্য করা বা তার তাক্বলীদ করার দলীল কোথায়?

আমাদের এ আলোচনায় কোন সুযোগসন্ধানী প্রশ্ন করতে পারেন যে, আহলেহাদীছগণ কি তাহ'লে নির্দিষ্ট একজন ইমামের তাক্বলীদ না করে বহু ইমামের তাক্বলীদ করেন? এর উত্তর হ'ল আহলেহাদীছগণ নির্দিষ্ট কোন একজন ইমামের তো নয়ই; বহু ইমাম বা মুজতাহিদেরও তাক্বলীদ করেন না। কারণ তাক্বলীদ অর্থ কারো কোন কথা বিনা দলীলে মেনে নেওয়া। আহলেহাদীছগণ দল-মত নির্বিশেষে যেকোন ইমাম, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, আলেম, ফক্বীহ-এর কথা মান্য করেন, যখন তারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রামাণ্য দলীলের ভিত্তিতে কোন ফায়ছালা পেশ করেন।

أُولِى الأَمْرِ আয়াতাংশ দ্বারা যতটুকু আলেমদেরকে বুঝানো হয়েছে, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী শাসক, প্রশাসক, দায়িত্বশীল ও সেনাপতিদেরকে বুঝানো হয়েছে। যা অত্র আয়াতের শানে নুযূল ও তাফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়।

শানে নুযূল :

ছহীহ বুখারীর কিতাবুত তাফসীর ও মাগাযী এবং তাফসীর ইবনে কাছীর, কুরতুবী, ত্বাবারী সহ অধিকাংশ তাফসীরে এসেছে যে, আয়াতটি আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ বিন ক্বায়েস সাহমী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ।-

আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) একটি সেনাদল প্রেরণ করেন এবং আনছারদের এক ব্যক্তিকে তার সেনাপতি নিযুক্ত করে তিনি তাদেরকে তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দেন। (কোন কারণে) আমীর রাগান্বিত হয়ে যান। তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করতে নির্দেশ দেননি? তাঁরা বললেন, অবশ্যই। তিনি বললেন, তাহ'লে তোমরা কিছু কাঠ সংগ্রহ করে আনো। তাঁরা কাঠ সংগ্রহ করলেন। তিনি বললেন, এগুলোতে আগুন লাগিয়ে দাও। তাঁরা ওতে আগুন লাগালেন। তখন তিনি বললেন, এবার তোমরা সকলে এ আগুনে প্রবেশ কর। তারা আগুনে প্রবেশ করতে সংকল্প করে ফেললেন। কিন্তু তাদের কয়েকজন অন্যদের বাধা দিয়ে বললেন, আগুন থেকেই তো আমরা পালিয়ে গিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলাম। এভাবে ইতস্তত করতে করতে আগুন নিভে গেল এবং তার রাগও প্রশমিত হ'ল। এরপর এ সংবাদ নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, যদি তারা আগুনে ঝাঁপ দিত, তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিন পর্যন্ত আর এ আগুন থেকে বের হ'তে পারত না। আনুগত্য (করতে হবে) কেবল সৎ কাজে *(বুখারী হা/৭১৪৫)*।[৭] আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, ঐ সময় সেনাপতি বলেন, أَمْسِكُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا كُنْتُ أَمْزَحُ مَعَكُمْ 'তোমরা থাম। আমি তোমাদের সাথে স্রেফ হাসি-ঠাট্টা করতে চেয়েছিলাম মাত্র' *(ইবনু মাজাহ হা/২৮৬৩)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নিসা ৫৯ আয়াতটি অত্র ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়' *(বুখারী হা/৪৫৮৪ 'তাফসীর' অধ্যায়, সূরা নিসা ৫৯ আয়াত)*।

উল্লিখিত শানে নুযূল ও তাফসীর থেকে প্রমাণিত হ'ল যে, আয়াতে أُولِى الأَمْرِ দ্বারা মূলতঃ শাসন ক্ষমতার অধিকারী শাসক, প্রশাসক, যুদ্ধের সেনাপতি, কর্তৃত্বশীল নেতৃবৃন্দকে বুঝানো হয়েছে। কোন আলেম বা ফক্বীহকে নয়। কেননা সাধারণত কোন আলেম বা ফক্বীহ আদেশ দানের ক্ষমতা রাখেন না। যেমন মদীনায় রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের পূর্বে মাক্কী জীবনে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ 'অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি একজন উপদেশদাতা মাত্র। তুমি তাদের উপর শাসক নও' *(গাশিয়া ৮৮/২১-২২)*।

উপরোক্ত আয়াত দু'টি দ্বারা বুঝা যায় যে, মদীনায় রাষ্ট্র ক্ষমতা পাওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এরও শাসন ক্ষমতা ছিল না এবং তিনি দণ্ডবিধি তথা হুদূদ কায়েম করার অধিকারী ছিলেন না। অনুরূপভাবে আলেম, ফক্বীহ ও মুজতাহিদগণও উপদেশদাতা মাত্র, হুদূদ কায়েমকারী নন। তবে তাদের মধ্যে কেউ শাসন ক্ষমতার অধিকারী হ'লে তাদের কথা ভিন্ন। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, أُولِى الأَمْرِ-এর অর্থ কোন কোন মুফাসসির 'ওলামা, ফুক্বাহা' করায় ওটাকে পুঁজি করে মাযহাবী ভাইয়েরা প্রথমে ইমাম চতুষ্টয়কে মান্য করা ওয়াজিব করেছেন। অতঃপর চার ইমামের একই বিষয়ে চার ধরনের ফৎওয়া থেকে যার যার সুবিধা অনুযায়ী ফৎওয়া গ্রহণ করেছেন। সেই সাথে চার ইমামের যেকোন একজনের ফৎওয়া মানা ওয়াজিব করা হয়েছে। এভাবে শূন্য থেকে বিন্দু বানিয়ে সেখান থেকে সিন্ধু বানানো হয়েছে।

মাযহাবীদের জন্য নির্মম বাস্তবতা :

মাযহাবীগণ أُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ-এর কপোলকল্পিত ব্যাখ্যা করে নির্দিষ্ট ইমাম তথা মাযহাব মানাকে অপরিহার্য করেছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হ'ল أُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ-এর অনুবাদ করার সময় 'তোমাদের ইমামদের/ আলেমদের/ফক্বীহদের/ মুজতাহিদদের অনুগত হও' এমন অনুবাদ না করে সঠিক

৬. *মাওলানা তাকী উছমানী, মাযহাব কি কেন? অনুবাদ : আবু তাহের মেসবাহ (ঢাকা : মোহাম্মদী বুক হাউস, তাবি), পৃঃ ২১।*

৭. *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ২য় সংস্করণ, সারিইয়াহ ক্রমিক ৮৭, পৃ. ৫৮২।*

অনুবাদ করেছেন। এজন্য মাযহাবীগণকে সাধুবাদ জানাই। যেমন, (১) সরকারী প্রতিষ্ঠান 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' থেকে অনূদিত আল-কুরআনুল কারীমে أُولِي الْأَمْرِ-এর অর্থ করা হয়েছে, 'যাহারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী'।[৮]

(২) বাংলাদেশের খ্যাতনামা হানাফী আলেম মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত সংক্ষিপ্ত তাফসীর মাআরেফুল কুরআনে এ আয়াতাংশের অনুবাদ করা হয়েছে, (নির্দেশ মান্য কর) 'তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের'।

(৩) প্রখ্যাত হানাফী গবেষক আব্দুল মান্নান তালিব অনূদিত ও আব্বাস আলী খান সম্পাদিত 'তাফহীমুল কুরআন'-এ উক্ত আয়াতাংশের অনুবাদ করা হয়েছে, 'আর (আনুগত্য কর) সেইসব লোকের, যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী'।

(৪) অন্যান্য হানাফী প্রকাশনী থেকে অনূদিত কুরআনে أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ-এর অনুবাদ নিম্নরূপ :

নিউ ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আফতাবীয়া লাইব্রেরী, বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী, নেছারিয়া লাইব্রেরী, আনোয়ারা লাইব্রেরী, সোলেমানিয়া বুক হাউজ, ঢাকা প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ কুরআনে উলিল আমরের অর্থ করা হয়েছে- তোমাদের শাসকদের অনুগত হও'। এছাড়া মীনা বুক হাউজ, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ কুরআনে অর্থ করা হয়েছে- 'তোমাদের মধ্যকার (ন্যায়বান) নেতৃবৃন্দের'। তদ্রূপ খান কুতুব খানা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ কুরআনে অর্থ করা হয়েছে- 'তোমাদের (ন্যায়বান) শাসকদের মান্য কর'।

উল্লিখিত অনুবাদ সমূহ থেকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয় যে, أُولِي الْأَمْرِ কোন আলেম, ফক্বীহ বা মুজতাহিদ নন। বরং أُولِي الْأَمْرِ হ'লেন, শাসক, বিচারক, দায়িত্বশীল এবং কর্তৃত্বের বা ক্ষমতার অধিকারী। উপরোক্ত অনুবাদগুলি কোন আহলেহাদীছ বিদ্বান করেননি। বরং এ সকল অনুবাদ হানাফী আলেমগণই করেছেন, যা হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

মাযহাবী ভাইদের প্রতি আমাদের সবিনয় জিজ্ঞাসা যে, أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ আয়াতাংশের কপোলকল্পিত ব্যাখ্যা করে প্রথমে তাক্বলীদ করা, অতঃপর ইমাম চতুষ্টয়ের চার মাযহাব মানাকে ফরয বা ওয়াজিব সাব্যস্ত করলেন। অতঃপর বিভিন্ন বাহানা ও খোঁড়া যুক্তি দিয়ে নির্দিষ্ট এক ইমামকে মানা, অতঃপর নির্দিষ্ট এক মাযহাব মানাকে ফরয বা ওয়াজিব সাব্যস্ত করলেন।[৯] কিন্তু সেই আয়াতাংশ অনুবাদের সময় সঠিক অনুবাদ 'তোমাদের শাসকের অনুগত হও' করলেন কেন? কুরআনের অনুবাদের সময় মনগড়া অনুবাদ করতে আল্লাহ্‌র ভয়ে বুক কাঁপে! তাই সঠিক অনুবাদ করেন। কিন্তু ঐ একই আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা করে 'মাযহাব' মানা ফরয বলতে আল্লাহ্‌র ভয়ে বুক কাঁপে না কেন?

মাযহাবী ভাইদের জন্য পরামর্শ :

যেভাবে أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ-এর সঠিক অনুবাদ করেছেন, অনুরূপভাবে সকল গোঁড়ামি ও অন্ধ ব্যক্তিপূজা ছেড়ে সঠিক ব্যাখ্যায় ফিরে আসুন। অর্থাৎ মাযহাব ও তাক্বলীদ ছেড়ে দিন। নতুবা আপনাদের অনূদিত কুরআন মাজীদের أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ-এর অনুবাদে মনগড়া অপব্যাখ্যার ন্যায় লিখুন 'তোমরা তোমাদের নির্দিষ্ট ইমাম বা মাযহাবের অনুগত হও' *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

প্রশ্ন-৩ : أُولِي الْأَمْرِ-এর অনুকরণের ভিতর যদি বিবাদ সৃষ্টি হয় তাহ'লে কি আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ করব, নাকি আগেই আল্লাহ এবং রাসূলের অনুকরণ করব?

উত্তর : যে সকল বিষয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বিধান রয়েছে, সে সকল বিষয়ে আগেই আল্লাহ এবং রাসূলের অনুকরণ তথা তাঁদের বিধান মানতে হবে। কেননা আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য হবে শর্তহীনভাবে আর أُولِي الْأَمْرِ-এর আনুগত্য হবে শর্তাধীন। আর সে শর্তগুলো হ'ল- (১) أُولِي الْأَمْرِ-এর আনুগত্য ঐ পর্যন্ত করতে হবে, যে পর্যন্ত তিনি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিধান অনুযায়ী নির্দেশ দিবেন। (২) أُولِي الْأَمْرِ-এর সিদ্ধান্তে মতবিরোধ হ'লে তাদের কোন পক্ষের সিদ্ধান্ত না মেনে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি বিষয়টাকে প্রত্যর্পণ করতে হবে। অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নাহ্‌র দিকে। (৩) নেতা ন্যায়পরায়ণ ও আমানতদার হ'লে তার আনুগত্য করতে হবে, নতুবা নয়।

আলী (রাঃ) বলেন,

حق على الإمام أن يحكم بالعدل، ويؤدي الأمانة؛ فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه؛ لأن الله تعالى أمرنا بأداء الأمانة والعدل، ثم أمر بطاعته.

'নেতার কর্তব্য হ'ল ন্যায়সঙ্গত ফায়ছালা করা এবং আমানত রক্ষা করা। যখন তিনি এ কাজ করবেন, তখন মুসলমানদের প্রতি ওয়াজিব হ'ল তাঁর আনুগত্য করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন আমানত রক্ষা করতে এবং ন্যায়বিচার করতে। অতঃপর নেতার আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১০]

৮. ইফাবা প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ আল-কুরআনুল কারীম, পৃঃ ১৩০।
৯. মাযহাব কি ও কেন? পৃঃ ১৯-২০, ৫৭-৬৩।

১০. কুরতুবী, তাফসীর সূরা নিসা ৫৯ আয়াত।

Contents

অতএব সর্বপ্রথম আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করতে হবে। এর সুদৃঢ় প্রমাণ আয়াতের বাচনভঙ্গি থেকেই পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, قُلْ أَطِيْعُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ 'তুমি বল, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে (তারা জেনে রাখুক যে) আল্লাহ কাফিরদের ভালবাসেন না' *(আলে ইমরান ৩/৩২)*।

উল্লেখ্য যে, আয়াতে আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্যের বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে উভয় স্থানে পৃথকভাবে أَطِيعُوا শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু أُولِى الْأَمْرِ -এর পূর্বে أَطِيْعُوْا 'আনুগত্য কর' শব্দটি উল্লেখ না করে শুধু আত্ফ হিসাবে واو উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, গুরুত্বের বিবেচনায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য এবং أُولِى الْأَمْرِ-এর আনুগত্য সমপর্যায়ের নয়। আর এটাও বুঝা যায় যে, উলুল আমরের আনুগত্য রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি আনুগত্যের শর্তাধীন।

তাছাড়া উপরোক্ত আয়াত ব্যতীত কুরআনুল কারীমে আরও যত স্থানে আনুগত্যের বিষয়টি এসেছে, সকল স্থানে কেবল আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের কথা এসেছে। যেমন সূরা নূর ৫৪, ৫৬; সূরা নিসা ৬৪, ৬৯, ৮০ ইত্যাদি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য হবে নিঃশর্তভাবে এবং أُولِى الْأَمْرِ বা শাসকের আনুগত্য হবে শর্তসাপেক্ষে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيْعُوْا 'যদি তিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করেন, তাহ'লে তোমরা তার কথা শোন ও তার আনুগত্য কর'।[১১] সুতরাং এ আনুগত্য অর্থ তাক্বলীদ করা নয়। আর এর দ্বারা নির্দিষ্ট একজন ইমামের অনুসরণ ও তাঁর মাযহাবের তাক্বলীদ করা বুঝায় না। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

১১. মুসলিম হা/১২৯৮; মিশকাত হা/৩৬৬২।

(সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ)

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ!

গত ২৩শে ডিসেম্বর বুধবার রাজধানীর ফার্মগেট কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে আয়োজিত আলেম-ওলামা, ইমাম ও খতীবদের সঙ্গে ডিএমপির এক মতবিনিময় সভায় মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, কোন মুসলমান আইএস হ'তে পারে না। ইহূদীরাই আইএসের জন্মদাতা। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক এজেন্ট আলেমের রূপ ধরে এই কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। তারা ইসলামকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টা করছে। এই চক্রকে রুখে দেওয়া ঈমানী দায়িত্ব'। ডিএমপি কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়াঁ বলেছেন, কুরআন-সুন্নাহ্র বিধান কায়েম করতে পারলে কোনো ধরনের হানাহানি হয় না, এত পুলিশেরও প্রয়োজন হয় না' *(ইনকিলাব, ২৪.১২.২০১৫)*।

ধন্যবাদ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ও ডিএমপি কমিশনারকে হক প্রকাশ করার জন্য। আমরা চাই, আপনারা নিরপেক্ষ হৌন! আদর্শকে আদর্শ দিয়ে মুকাবিলা করুন। নিপীড়ন বন্ধ করুন। নইলে চরমপন্থীরা আরও উৎসাহিত হবে। যোগ্য আলেমদের সহযোগিতায় কুরআন-সুন্নাহ্র বিধানসমূহ জারী করুন! তাহ'লে ইহকালে ও পরকালে পুরস্কৃত হবেন। মনে রাখবেন, খলীফা ওমর (রাঃ) এবং প্রখ্যাত তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, 'দ্বীনকে ধ্বংস করে তিনজন : (১) অত্যাচারী শাসকবর্গ (২) স্বেচ্ছাচারী ধর্মনেতাগণ (৩) ছূফী ও দরবেশগণ'। এই সঙ্গে আমরা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই মর্মে যে, অন্যের কাছে শুনে নয়, বরং সরাসরি আমাদের সঙ্গে কথা বলে আমাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন। সেই সাথে ইসলামের নামে চরমপন্থী দর্শনের অনুসারীদের বলব, তোমরা তওবা করে আল্লাহ্র পথে ফিরে এস। খুন করে ও ক্ষমতার ভয় দেখিয়ে কখনো মানুষকে হেদায়াত করা যায় না। এর ফলে তোমরা ইহকাল ও পরকাল দু'টিই হারাবে। এতে ইসলামের বদনাম হচ্ছে। অথচ লাভবান হচ্ছে শত্রুরা। আর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশে-বিদেশে কোটি কোটি নিরপরাধ মুসলমান। অতএব মৃত্যুর আগেই সাবধান হও। আল্লাহকে ভয় কর।

বর্তমানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র যে স্রোত চলছে এবং হাযার হাযার ভাই-বোন এই হক দাওয়াতে জান্নাতের পথে ফিরে আসছে, তারা আল্লাহ্র রহমতে সকল প্রকার চরমপন্থী মতবাদ ও কথিত জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন। দেশের সর্বাধিক আহলেহাদীছ অধ্যুষিত রাজশাহী বিভাগ সহ দেশের কোথাও আজ পর্যন্ত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কোন কর্মী বিগত ও বর্তমান কোন সরকারের আমলে জঙ্গী তৎপরতা ও নাশকতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়নি। ইনশাআল্লাহ হবেও না। কেননা তারা কখনোই উদ্ধত নয় এবং সমাজে হিংসা-হানাহানি ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী নয়। তারা কখনই হরতাল-ধর্মঘট করে না। গাড়ী ভাংচুর, রগ কাটা ও বোমাবাজি করে না। ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী তারা সকল সরকারেরই আনুগত্য করে। তারা বৈধভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। দেশে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী পন্থায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। বিভিন্ন উপায়ে সরকারকে নছীহত করে এবং সরকারের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করে। হে আল্লাহ! তুমি বাংলাদেশকে দেশী ও বিদেশী সকল প্রকার ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা কর -আমীন! *(স.স.)*।

[দ্রঃ 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' পৃঃ ২৭, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৩৯-৪০; 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই ৬১, ৯৩ পৃঃ *(সম্পাদক)*]

Contents

অমর বাণী

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-এর অছিয়ত

শায়খুল ইসলাম, ইমামুল হুফফায এবং ইবাদতগুযার আলেমদের নেতা হিসাবে পরিচিত প্রখ্যাত তাবে তাবেঈ আবু আব্দুল্লাহ সুফিয়ান বিন সাঈদ আছ-ছাওরী (রহঃ) ৯৭ হিজরীতে কূফার বনু তামীম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। প্রবল জ্ঞানান্বেষী এই মুহাদ্দিছের শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ছয়শ' এবং ছাত্র প্রায় বিশ হাযার। তাঁর সম্পর্কে সুফিয়ান ইবনু উয়ায়না (রহঃ) বলেন, 'সুফিয়ান ছাওরীর মত হালাল-হারাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমি আর কাউকে দেখিনি' *(যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/২৩৮)*।

আব্বাসীয় খলীফা মানছূর তাঁকে বিচারকের দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানালে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে কূফা ছেড়ে মক্কা-মদীনায় চলে যান এবং সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। পরবর্তীতে খলীফা মাহদী তাঁকে ডেকে পাঠালে তিনি আত্মগোপন করেন এবং বছরায় চলে যান। অতঃপর ১৬১ হিজরীতে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন *(যিরিকলী, আল-আ'লাম ৩/১০৪)*।

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) একদা আলী ইবনুল হাসান আস-সালামীকে উদ্দেশ্য করে নিম্নোক্ত অছিয়ত করেন-

তোমার কর্তব্য হ'ল- সদা সত্যবাদিতা অবলম্বন করা। আর মিথ্যা, বিশ্বাসঘাতকতা, লৌকিকতা ও দাম্ভিকতা পরিহার করা। কেননা সৎকর্মকে আল্লাহ তা'আলা এ সকল জিনিস দিয়ে বেষ্টন করে রেখেছেন।

তুমি এমন ব্যক্তির নিকট থেকে দ্বীনকে গ্রহণ কর, যে স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে সতর্ক। তোমার সঙ্গী যেন এমন ব্যক্তি হয়, যে তোমাকে দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী করে তুলবে। তুমি মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করবে এবং বেশী বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর তোমার যতটুকু আয়ুষ্কাল বাকি আছে তার জন্য আল্লাহর কাছে সুস্থতা কামনা করবে। যখন তোমাকে কেউ কোন দ্বীনী বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে তখন তুমি প্রত্যেক মুমিনকে সদুপদেশ দিবে, আর কোন মুমিন ব্যক্তির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা থেকে বিরত থাকবে। কেননা যে ব্যক্তি কোন মুমিনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করল। তুমি ঝগড়া ও অনর্থক বিতর্ক থেকে বেঁচে থাকবে এবং যা তোমাকে সন্দেহে নিপতিত করে এমন বিষয় ছেড়ে দিয়ে সন্দেহাতীত বিষয় গ্রহণ করবে। তাহ'লেই তুমি নিরাপদ থাকবে। সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। তাহ'লে তুমি আল্লাহ্র বন্ধু হ'তে পারবে।

তুমি তোমার গোপন বিষয়গুলোকে সুন্দর কর, তাহ'লে আল্লাহ তোমার প্রকাশ্য বিষয়গুলোকে সুন্দর করে দিবেন। আর যে তোমার নিকট কোন বিষয়ে ওযর পেশ করে, তার ওযর গ্রহণ কর।

তুমি কোন মুসলিমকে ঘৃণা করবে না। যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে, আর যে তোমার প্রতি যুলুম করবে তাকে তুমি ক্ষমা করে দিবে, তাহ'লে নবীগণের বন্ধু হ'তে পারবে। তোমার গোপন ও প্রকাশ্য প্রত্যেকটি বিষয় যেন আল্লাহ্র নিকট ন্যস্ত করা হয়। তুমি আল্লাহ্কে ভয় করবে ঐ ব্যক্তির মত, যে জানে যে সে মৃত্যুবরণ করবে, পুনরুত্থিত হবে, হাশরের ময়দানে যাত্রা করবে এবং মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র সামনে দণ্ডায়মান হবে। দু'টি আবাসস্থলের যে কোন একটিকে তোমার প্রত্যাবর্তনস্থল হিসাবে স্মরণ করবে। হয় তা সুউচ্চ জান্নাত অথবা জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুন *(আবু নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া)*।

সন্তানের প্রতি উমায়ের বিন হাবীব (রাঃ)-এর অছিয়ত

আনছার ছাহাবী উমায়ের বিন হাবীব (রাঃ) স্বীয় সন্তানকে অছিয়ত করে বলেন, 'হে বৎস! মূর্খদের সাথে মেলামেশা থেকে বিরত থাকবে। কেননা তাদের সাথে ওঠাবসা করা এক প্রকার ব্যাধি। যে মূর্খের সঙ্গ থেকে ধৈর্যধারণ করে, সে তার ধৈর্যের কারণে আনন্দিত হয়। আর যে তার সঙ্গকে পসন্দ করে, সে তিরস্কৃত হয়। যে ব্যক্তি কোন মূর্খের সামান্য কাজকে স্বীকৃতি দেয়না, সে তার সাথে ওঠাবসার কারণে তার সবকিছুকেই স্বীকৃতি দেয়।

তোমাদের কেউ যদি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে চায়, তবে সে যেন এর পূর্বে নিজেকে কষ্টসহিষ্ণু হিসাবে গড়ে তোলে এবং মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এর প্রতিদান লাভের ব্যাপারে যেন দৃঢ় বিশ্বাসী হয়। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পুণ্য লাভের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী হবে, সে কোন কষ্টই অনুভব করবে না' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৮৪৪৯)*।

মদীনার জনৈক শাসকের প্রতি ইমাম মালেক (রহঃ)-এর অছিয়ত

হাদীছ শাস্ত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র, ইমাম চতুষ্টয়ের অন্যতম মালেক বিন আনাস (রহঃ) ৯৩ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৯ হিজরীতে তিনি মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন এবং বাক্বীউল গারক্বাদ কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

একদা ইমাম মালেক (রহঃ)-এর সামনে মদীনার গভর্ণরের প্রশংসা করা হ'লে তিনি রাগান্বিত হন এবং গভর্ণরের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'সাবধান! লোকেরা যেন আপনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে। কেননা যে আপনার প্রশংসা করল এবং আপনার সম্পর্কে এমন ভালো কথা বলল যা আপনার মাঝে নেই, সে অচিরেই আপনার এমন দোষ বলে বেড়াবে, যা আপনার মাঝে নেই।

আত্মপ্রশংসার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। যখন কেউ আপনার মুখের উপরে আপনার প্রশংসা করবে, তখনও আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। কেননা আমার নিকটে এ মর্মে হাদীছ পৌঁছেছে যে, রাসূলের সামনে এক ব্যক্তির প্রশংসা করা হলে তিনি বলেন, তুমি ধ্বংস হও! তুমি তোমার ভাইয়ের গর্দান উড়িয়ে দিলে *(বুখারী হা/২৬৬২, মুসলিম হা/৩০০০)*। তিনি আরও বলেন, 'তোমরা প্রশংসাকারীদের মুখমণ্ডলে মাটি নিক্ষেপ কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮৩২)*।

সংকলনে : বযলুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

Contents

হাদীছের গল্প

সন্তানের প্রতি নূহ (আঃ)-এর অন্তিম উপদেশ

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। এরই মধ্যে একজন লোক আগমন করল যার পরিধানে ছিল মীযান (এক প্রকার মাছ) রংয়ের জুব্বা। অতঃপর সে রাসূল (ছাঃ)-এর মাথা বরাবর দাঁড়িয়ে বলল, (হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনার-সাথী সঙ্গীগণ আরোহীগণকে অবদমিত করছে। বা সে বলল, সে আরোহীগণকে অবদমিত করতে ও রাখালদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে চায়। নবী করীম (ছাঃ) তখন তার জুব্বার বন্ধনস্থল ধরে বললেন, আমি কি তোমাকে নির্বোধের পোষাকে দেখছি না?। অতঃপর তিনি বললেন, 'আল্লাহ্র নবী নূহ (আঃ) মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্রকে অছিয়ত করে বলেন, আমি একটি অছিয়তের মাধ্যমে তোমাকে দু'টি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি ও দু'টি বিষয়ে নিষেধ করে যাচ্ছি। নির্দেশ হ'ল তুমি বলবে *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'*। কেননা আসমান ও যমীনের সবকিছু যদি এক হাতে/পাল্লায় রাখা হয় এবং এটিকে যদি এক হাতে/পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে এটিই ভারি প্রতিপন্ন হবে। সাত আসমান ও সাত যমীন যদি একটি জটিল গ্রন্থির রূপ ধারণ করে তবে *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* ও *'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী'* তা ভেঙ্গে দিবে। কেননা এটি সকল বস্তুর তাসবীহ/ছালাত এবং এর মাধ্যমেই সকল সৃষ্টিকে রূযী দেওয়া হয়।

আর আমি তোমাকে নিষেধ করে যাচ্ছি দু'টি বস্তু থেকে : শিরক ও অহংকার। বলা হ'ল বা বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! শিরক তো আমরা বুঝলাম। কিন্তু অহংকার কী? আমাদের কারো যদি সুন্দর পোষাক থাকে আর সে তা পরিধান করে। তবে এতে কী অহংকার হবে? তিনি বললেন, না। সে বলল, তাহলে আমাদের কোন ব্যক্তির যদি এক জোড়া সুন্দর জুতা থাকে এবং, এর দু'টি সুন্দর ফিতা থাকে। তা কী অহংকারের আওতায় পড়বে? তিনি বললেন, না। সে বলল, তাহলে আমাদের কোন ব্যক্তির যদি একটি বাহণ জন্তু থাকে যার উপর সে আরোহণ করে। তাতে কী অহংকার হবে? তিনি বললেন, না। সে বলল, তাহলে আমাদের কারো বন্ধু-বান্ধব রয়েছে যাদের সাথে সে ওঠা-বসা করে? এতে কী অহংকার হবে? তিনি বললেন, না। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তাহলে অহংকার কী?। তিনি বললেন, অহংকার হ'ল, সত্যকে দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে হেয় জ্ঞান করা' *(আদাবুল মুফরাদ হা/৫৪৮; আহমাদ হা/৬৫৮৩; ছহীহাহ হা/১৩৪)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সে বলল, হে আল্লাহর নবী! সত্যকে দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে হেয় জ্ঞান করা' অর্থ কী? তিনি বললেন, সত্যকে দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হল- মনে কর কারো কাছে তোমার মাল রয়েছে আর সে তা অস্বীকার করছে। সে মনে করছে তার কাছে কোন সম্পদ নেই/ তার কোন গুনাহ হবে না। অতঃপর একজন লোক তাকে আল্লাহকে ভয় করতে বলল, সে বলল, আল্লাহকে ভয় কর। তখন সে বলল, তুমি নির্দেশ দেওয়ার পরেও যদি আমি আল্লাহকে ভয় না করতাম তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম। এই সে ব্যক্তি যে সত্যকে দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করে। আর মানুষকে হেয় জ্ঞান করার অর্থ হ'ল- যে দম্ভভরে নাক ছিটকিয়ে আগমন করল। অতঃপর যখন সে দুর্বল ও গরীব লোকদের দেখে তখন তাদের সালাম দেয় না এবং তাদেরকে তুচ্ছজ্ঞান করে তাদের সাথে ওঠা-বসা করে না। এই সে ব্যক্তি যে মানুষকে হেয় জ্ঞান করে। অতঃপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি জামায় তালি লাগালো, জুতা সেলাই করল, গাধায় আরোহণ করল, অসুস্থ প্রজার সেবা করল এবং ছাগলের দুধ দোহন করল সে অহংকার থেকে মুক্ত হ'ল *(মুসনাদে আবদ ইবনু হুমাইদ হা/৬৭৩; ফাতহুল বারী ১০/৪৯১)*। অর্থাৎ যারা এ সকল কাজ করে তারা অহংকার করে না। যারা পৃথিবীতে অহংকার করেছে আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আদ জাতি পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করল এবং বলল, আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে? অথচ তারা লক্ষ্য করেনি যে, তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তাই আল্লাহ তাদের উপর ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেন' *(হামীম সিজদাহ ৪১/ ১৫-১৬)*।

হাদীছের শিক্ষা:

১) মৃত্যুর সময় অছিয়ত করা শরী'আত সম্মত। ২) তাহলীল ও তাসবীহ পাঠের ফযীলত এবং এ দু'টিই সৃষ্টি জীবের রিযিক প্রাপ্তির কারণ। ৩) কিয়ামতের দিনে মীযান তথা দাঁড়ির পাল্লা থাকার বিষয়টি চূড়ান্ত সত্য বলে সাব্যস্ত এবং এর দু'টি পাল্লা থাকবে। এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ। যদিও মু'তাযিলা ও তার অনুসারীরা বর্ণিত হাদীছটিকে খবরে ওয়াহিদ ইলমে ইয়াক্বীনের ফায়েদাহ না দেওয়ার ওজুহাত দেখিয়ে একে অস্বীকার করে যা বাতিল। ৪) আসমানের মত যমীনও সাতটি যা কুরআন ও বহু ছহীহ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন, 'তিনি আল্লাহ যিনি সাত আসমান এবং অনুরূপ যমীন সৃষ্টি করেছেন' *(ত্বালাক ৬৫/১২)*। ৫) সুন্দর পোশাক পরিধানের মাধ্যমে নিজেকে সৌন্দর্যমন্ডিত করাতে কোন অহংকার নেই। বরং এটি শরী'আত সম্মত। কারণ আল্লাহ সুন্দর। আর তিনি সুন্দরকে পসন্দ করেন' *(মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৮)*। ৬) অহংকার যাকে শিরকের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং যার হৃদয়ে অণু পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সেটি এমন অহংকার যা সত্য বিরোধী, সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও তা প্রত্যাখ্যান করা এবং অন্যায়ভাবে নিরাপরাধ মানুষকে কষ্ট দেওয়া। অতএব মানুষের সতর্ক হওয়া উচিত এমন অহংকারে জড়িয়ে পড়া থেকে যেমন বেঁচে থাকা উচিৎ এমন শিরক থেকে যা তার সাথীকে চির জাহান্নামী করে দেয়।

** মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

চিকিৎসা জগৎ

জলপাইয়ের পুষ্টিগুণ

শীতের বিভিন্ন রকম ফলের মধ্যে জলপাই অত্যন্ত পরিচিত ও পুষ্টিকর ফল। টক জাতীয় এ ফলটিতে বিভিন্ন খাদ্যউপাদান প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। জলপাই থেকে তৈরি তেল মানব দেহের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এই তেল হাত-পায়ে ও গায়ে বিশেষ করে শীতকালে ব্যবহার করলে ত্বক সুন্দর ও মোলায়েম হয়। জলপাই কাঁচা ও পাকা অবস্থায় খাওয়া যায়। এর খাদ্যউপাদান সরাসরি শরীরে গৃহীত হয়। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, সি, লৌহ ও শর্করা বিদ্যমান। জলপাই আমাদের দেহের ভিটামিন এ. সি. অভাবজনিত রোগ থেকে রক্ষা করে। বিশেষ করে চামড়ার, চোখের হাড় ও দাঁতের নানা সমস্যা দূর করে।

১০০ গ্রাম খাবার উপযোগী জলপাইয়ের পুষ্টি উপাদান নিম্নরূপ : খাদ্য শক্তি ১৪৬ কিলোক্যালরি, শর্করা ১৬.২ গ্রাম, আঁশ ৩.৩ গ্রাম, আমিষ ১.০৩ গ্রাম, ভিটামিন-ই ৩.৮১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন কে-১.৪ আইইউ, আয়রন ৩.১ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ৫২ মিলিগ্রাম, পটাশিয়াম ৪২ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ১১ মিলিগ্রাম।

জলপাই চুলের সৌন্দর্য বর্ধন ও হজমে সাহায্য করে। এতে থাকা প্রচুর পরিমাণ আঁশ পেটের মল তৈরি ও বের হ'তে সাহায্য করে এবং মানব দেহের লাইপো-প্রোটিনের পরিমাণ কমিয়ে হার্ট বা হৃদপিণ্ডকে সুস্থ রাখে। জলপাইয়ে প্রাকৃতিক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা ক্যান্সারের জীবাণু ধ্বংস করতে সাহায্য করে। রক্তে চর্বির পরিমাণ কমায় এবং রক্ত চলাচলে সাহায্য করে। জলপাইয়ে থাকা উচ্চ হারে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্ট দেহে কোন রোগ জীবাণু ঢুকলে বা তৈরী হ'লে তা মেরে ফেলে এবং সূর্যের অতি বেগুনী রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করে। দেহে আয়রণের অভাব পূরণ করে রক্তশূন্যতা দূর করে এবং দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। দেহে ক্যান্সার প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। জলপাই দেহের ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে উপকারী কোলেস্টেরল এইচডিএল (হাই ডেনসিটি লাইপ্রোটিন) তৈরি করে।

জলপাই হ'তে তৈরি তেল খুবই উপকারী। জলপাই তেল বা অলিভ অয়েল দিয়ে রান্না খাবার খেলে বিষণ্ণতা কমে। বৃদ্ধ বয়সে হাড়ের অস্টি ও পরোসিসজনিত ক্যালসিয়াম হাড়ের ক্ষয়ের পরিমাণ কমায়। অলিভ অয়েল হার্টের এজিং প্রসেস ধীরগতি করে। জলপাই তেলের মিশ্রিত খাবার খেলে কোলন ক্যান্সার কম হয়। অলিভ অয়েল শরীরে ব্যবহার করলে চামড়া সুস্থ, উজ্জ্বল ও মসৃণ থাকে। শরীরে কাঁটা-চিরার দাগ থাকলে দাগে নিয়মিত অলিভ অয়েল লাগালে দাগ সেরে যায়। শীতকালে অনেকেরই পা ফাটে, প্রতিদিন রাতে পা ভালো করে পরিষ্কার করে অলিভ অয়েল লাগলে ফাটা সেরে যায়। চুল ঝরলে ও চুল ভঙ্গুর হয়ে গেলে এ তেল নিয়মিত ব্যবহারে চুল ঝরা কমে এবং চুল সুন্দর হয়। অলিভ অয়েলে মনোস্যচুরেটেডফ্যাট থাকে, যা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। নিয়মিত অলিভ অয়েল ব্যবহার করলে উচ্চ রক্তচাপ কমে। জলপাইয়ের এন্টি-অক্সিডেন্ট ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। বাতের ব্যথায় জলপাই বা জলপাই পাতা গুঁড়ো করে খেলে উপকার পাওয়া যায়। মাথায় উকুন হ'লে জলপাই পাতার রস নিয়ে সারা মাথায় লাগিয়ে ১৫ মিনিট পর ধুয়ে ফেললে উকুন কমে যায়। ভাইরাস জনিত জ্বর, ক্রমাগত মোটা হওয়া, জন্ডিস, কাশি ইত্যাদির জন্য জলপাই পাতা গুঁড়ো করে খেলে উপকার পাওয়া যায়। জলপাইয়ের খোসায় বা বাকলে প্রচুর আঁশ থাকে যা খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। জলপাই দিয়ে তৈরী নানা ধরনের আচার সংরক্ষণ করে সারা বছর খাওয়া যায়।

সতর্কতা : অপারেশনের পর পুরোপুরি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত জলপাই খাওয়া যাবে না।

লাউয়ের ওষধিগুণ

লাউ গাছের আগা, ডগা, ফল সবই অত্যন্ত পুষ্টিকর ও ঔষধিগুণ সমৃদ্ধ। আমাদের দেশের গ্রাম কিংবা শহরের সকল মানুষের কাছে পরিচিত ও ব্যাপক জনপ্রিয় ও সুস্বাদু সবজি লাউ। এটা সর্বত্র সারা বছরই পাওয়া যায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন এ সবজি তাই আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। লাউ-এর আদি নিবাস আফ্রিকা। পরে তা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। লতানো জাতীয় উদ্ভিদ লাউয়ে ভিটামিন বি.সি. শর্করা ও খাদ্য শক্তি পাওয়া যায়। এর পাতায় এ.সি. ও ক্যালসিয়াম প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বীজে থাকে ৪৫% ফ্যাট এসিড, প্রোটিন, অ্যামাইনোএসিড ইত্যাদি। বীজের তেল মাথাব্যথা দূর করে।

প্রতি ১০০ গ্রাম খাবার উপযোগী লাউ গাছের পাতায় খাদ্য উপাদান হ'ল- প্রোটিন ২.৩ গ্রাম, শর্করা ৬.১ গ্রাম, চর্বি ০.৭ গ্রাম, ক্যালসিয়াম, ৮০ গ্রাম, ক্যারোটিন ১৮৭ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন সি ৯০ মিলিগ্রাম, খাদ্যশক্তি ৩৯ কিলোক্যালরি।

১০০ গ্রাম খাবার উপযোগী লাউ-এ খাদ্য উপাদান হ'ল- জলীয় অংশ ৮৩.১ গ্রাম, প্রোটিন ১.১ গ্রাম, শর্করা ১৫.১ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২৬ গ্রাম, লৌহ ০.৭ মিলিগ্রাম, ভিটামিন সি ৪ মিলিগ্রাম, খাদ্যশক্তি ৬৬ কিলোক্যালরি, খনিজ পদার্থ ০.৫ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ২.৫ গ্রাম, ফসফরাস ১০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি ১০.০৩ মিলিগ্রাম, বি ২.০১ মিলিগ্রাম, নিয়াসিন ০.০২ মিলিগ্রাম। তাছাড়া এতে ম্যাগনেসিয়াম, জিংক, ওমেগা ৬, ফ্যাটি এসিড আছে। এছাড়া লাউয়ের নানা ঔষধি গুণাগুণও রয়েছে। কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে নিয়মিত লাউ খেলে উপকার পাওয়া যায়। বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলারা প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে আক্রান্ত হন। তারা লাউ খেয়ে উপকার পাবেন।

লাউ গাছের পাতা শাকও খুবই উপকারী। যাদের খাবার কম হজম হয় বা অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে, তাদের জন্য লাউ খুবই উপকারী সবজি। নিয়মিত খেলে কর্মশক্তি বৃদ্ধি পায়। যাদের শরীর গরম বা মাথা গরম থাকে, তারা লাউ খেলে উপকার পাবেন। হৃদরোগে আক্রান্ত ও হাই-প্রেসারের রোগীরা নিয়মিত লাউ খেলে উপকার পাবেন। লাউ খেলে শরীরের চামড়ার আর্দ্রতা বজায় থাকে। ফলে শীতকালে চামড়ার টান টান ভাব কমে যায়।

কানের ব্যথায় লাউ গাছের নরম ডগার রস দিলে উপকার পাওয়া যায়। লাউ গাছের পাতার রসের সাথে চিনি মিশিয়ে খেলে জন্ডিস রোগে উপকার হয়। যাদের ঘুম কম হয় তারা রাতে লাউ খেলে রাত জাগার প্রবণতা কমে ঘুম আসতে পারে। যাদের সব সময় মাথা গরম থাকে তারা লাউ এর বীজ বেটে মাথার তালুতে রাখলে বা ভরণ দিলে উপকার পাবেন। খাওয়ায় অরুচি হ'লে লাউ-এর সবজি বা লাউ-এর বাকলের ভাজি খেলে সমস্যা কমে যাবে ইনশাআল্লাহ।

॥ সংকলিত ॥

Contents

কবিতা

সাধু

আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়া লক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

এক দেশে এক সাধু ছিল নামটি তাহার 'সত্য'
নতুন নতুন খুশীর খবর বলতো মুখে নিত্য।
পাইক-পেয়াদা শান্ত্রি সেপাই সবাই করে নাম
আমলা-চাকর বান্দী-নফর দেয় যে কথার দাম।
ধোঁকাবাজী মিথ্যা কথা যুলুম-অত্যাচার
কস্মিনকালেও ধারে নাকো এসব কিছুর ধার।
সারা দেশে জয়জয়কার হাত তালি দেয় লোকে
কাঁদতে কেউ পারে না তাই যতই মরুক শোকে।
কোথাও কখন এলে পরে দেশের মঙ্গল তরে
লক্ষ-কোটি যায় ছুটে তাই কেউ থাকে না ঘরে।
জিহাদ করে বীর মুজাহিদ সাচ্চা বীরের ধন
ভয় করে না অন্যায় কাজে সাহস ভরা মন।
যতই মরুক দুঃখ-শোকে কাঁদা বড় ভার
কাঁদলে পরে বড় শাস্তি হাসলে পুরস্কার।
গরীব-কাঙ্গাল আর্ত আতুর ভূখা-নাঙ্গার দল
পায় না খেতে তবুও তাদের সাধুই বুকের বল।
কৃষক-শ্রমিক তাঁতী-জেলে কামার-কুমার মাঝি
সবাইকে এক সমান রাখে নেইকো দাগাবাজী।
দিতে কিছুই নাইবা পারুক নিতে পারে যশ
সেই গুণেরই ঠেলার চোটে সবাই সাধুর বশ।

সব বলে দিব

আবুল কাসেম
গোভীপুর, মেহেরপুর।

হকের পথে চলতে গিয়ে আসছে অনেক বাধা
সঠিক আমল করব সদাই মানব না কোন বাধা।
বাপে বলে কপাল পোড়া আহলেহাদীছ ছাড়
ইমাম ছাহেব যেমন পড়ে তেমন ছালাত পড়।
ত্যাজ্যপুত্র করব তোমায় দেখবে আমার ঠেলা
নতুন ধর্ম তোমায় দিয়ে করছে ওরা খেলা।
মায়ে বলে হতচ্ছাড়া তুমিতো অবুঝ ছেলে
অল্পদিনে বেশী বুদ্ধি কোথায় তুমি পেলে।
তোমায় ভালবাসত যারা আপন পরে মিলে
এখন ওরা সবাই বলে গ্রামের দুষ্টু ছেলে।
মার খেয়েছি গাল খেয়েছি ব্যথা পেলাম কথায়
সব লেখাগুলো রইল জমা আমার মনের খাতায়।
যতই দিবে দুঃখ-জ্বালা হৃদয় ভরে নিব
ক'দিন পরে আল্লাহ্র কাছে সবই বলে দিব।

একতা

মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ
কলেজপাড়া, বিরামপুর, দিনাজপুর।

অম্বরে দেখি পারাবতগুলো উড়ে চলে দলে দলে
উড়ে যেতে যেতে ওরা একতার কথা বলে।
পাখির কুজনে অলির গুঞ্জনে শুনি একতার সুর
ওরা বড় ভাল নেই ভেদাভেদ হৃদয়ে আশার নূর।
মৌমাছিগুলো দল বেঁধে চলে কেউ কারো অরি নয়
আকাশে-বাতাসে বন-বনানীতে হেরি একতার জয়।
মৌমাছি দেখ একতার বলে সুখের বাসা বাঁধে
একতা অভাবে শ্রেষ্ঠ মানুষ নয়ন জলে ভাসে।
মুসলিম জাতি বড় ভাল ছিল সকলে করত ভক্তি
একতার বলে লাভ করেছিল বিশ্ব জয়ের শক্তি।
একতার বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে যারা নেপথ্যে গান গায়
তাদের কথায় খুশি হয়ে দেখ ভাইকে ওরা কাঁদায়!
হিংসার অনল জাতির পতন ভাঙ্গে সুখের ঘর
মানুষে মানুষে হানাহানি বাড়ে আত্মীয় হয় পর।
হিংসার পথে শয়তান হাসে মানবতা হয় নিঃস্ব
আর একবার এক হও সবে দেখুক চেয়ে বিশ্ব!

শফীকুল ইসলাম

মাক্ববূল আলী মুহাম্মাদী
ইটাগাছা, বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

শরী'আতী সেই তেজোদীপ্ত
সুমধুর কণ্ঠের জাগরণী
ফিরে পাবে না কেউ
খুঁজলেও তামাম ধরণী।
কুপথগামীরাও পেয়েছে
হিদায়াতের আলোর সন্ধান
লক্ষ কোটি বিশ্ববাসী
ভুলবে না তাঁর অনন্য অবদান।
ইহজগতে ধৈর্যশীল হোক
আত্মীয়-স্বজন ও শোকাহত পরিবার
সকল কর্মীর প্রাণপ্রিয়
আমীরে জামা'আতের বিশ্বস্ত সহচর।
লা-শারীকের নির্ভেজাল তাওহীদে
ছিল যার বিশ্বাস অফুরান
মনযিলে মাক্বছূদে সুরক্ষিত হোক
তাঁর সুদৃঢ় দৃপ্ত ঈমান।

ধর্ম

মুহাম্মাদ হায়দার আলী
গাংনী, মেহেরপুর।

ইসলাম হ'ল আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম
ইসলাম ছাড়া কবুল হবে না কোন কর্ম।
ধর্মের মাঝে দেখছি আজি নানান বিভক্তি
কেউবা করছে নবীর নামে উদ্ভট সব উক্তি।
ধর্মের নামে ঢুকল কেমনে চারি মাযহাব
নবীর সুন্নাত মানতে হবে ছাড়তে হবে সব।
ধর্মের মাঝে আসল কেমনে ফিকহী মতবাদ
কুরআন-হাদীছ মানতে হবে অন্য সবই বাদ।
পীর পূজা, কবরপূজা সবই শিরকী কাজ
এসব নিয়ে ব্যস্ত মানুষ বিনাশ করছে সমাজ।
শিরক-বিদ'আত ছাড়ো সবে মানো তাওহীদ-রিসালাত
নইলে যাবে জাহান্নামে পাবে না নাজাত।

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. আবু ওবায়দাহ বিন জাররাহ (রাঃ)।
২. যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ)। ৩. ৭ বছর।
৪. মূসা (আঃ)। ৫. নমরূদ।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১. চট্টগ্রাম বিভাগ (৩৩,৭৭১ বর্গ কি. মি.)।
২. সিলেট বিভাগ (১২,৫৯৬ বর্গ কিমি)।
৩. ঢাকা বিভাগ। ৪. সিলেট বিভাগ।
৫. রাঙামাটি (৬,১১৬ বর্গ কি.মি.)।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. রাসূল (ছাঃ) মক্কার বাইরে প্রথম কোন দেশ সফর করেন?
২. কোন ছাহাবী ১০ বছর রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমত করেন?
৩. রাসূল (ছাঃ)-এর কোন স্ত্রীর জানাযা পড়ানো হয়নি?
৪. আহলেহাদীছগণের প্রথম সারির সম্মানিত দল কোনটি?
৫. কোন নারী বন্ধ্যা ও বৃদ্ধা হওয়ার পরও সন্তান লাভ করেছিলেন?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ ইবরাহীম খলীল
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১. আয়তনে বাংলাদেশের ছোট যেলা কোনটি?
২. আয়তনে বাংলাদেশের বড় থানা কোনটি?
৩. জনসংখ্যায় বাংলাদেশের বড় যেলা কোনটি?
৪. জনসংখ্যায় বাংলাদেশের ছোট যেলা কোনটি?
৫. জনসংখ্যায় বাংলাদেশের বড় থানা কোনটি?
৬. জনসংখ্যায় বাংলাদেশের ছোট থানা কোনটি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৮ই নভেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব সোনামণি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স এলাকার উদ্যোগে সোনামণি মারকায এলাকার প্রধান উপদেষ্টা হাফেয লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে মারকাযের একাডেমী ভবনের তৃতীয় তলার হল রুমে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হুসাইন ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, মারকায এলাকার উপদেষ্টা নযরুল ইসলাম ও লতীফুল ইসলাম প্রমুখ। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন এলাকার মোট ৩৫ জন দায়িত্বশীল উপস্থিত ছিলেন।

পবা, রাজশাহী ২৭শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৭-টায় বালিয়াডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বালিয়াডাঙ্গা মসজিদ-এর ইমাম জনাব আব্দুল আলীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক আকমাল হোসাইন। অনুষ্ঠানে সোনামণি সংগঠনের নীতিবাক্য সুন্দরভাবে বলতে পারায় দু'জন প্রশিক্ষণার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণে প্রায় সত্তর জন সোনামণি বালক-বালিকা অংশগ্রহণ করে।

Contents

স্বদেশ

এবার গ্যাসের জন্য সমুদ্রবন্দর চায় ভারত

তিস্তার পানি চুক্তির খবর নেই। চার দেশীয় সড়ক যোগাযোগের নামে ট্রানজিট নেয়া হয়েছে। এখন ভারত নিজেদের জন্য তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) আমদানি করতে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করতে চায়। এজন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) সঙ্গে একটি যৌথ কোম্পানী গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন। গত ২৩শে নভেম্বর এক বৈঠকে জ্বালানী প্রতিমন্ত্রী নছরুল হামীদ বিপুর কাছে আইওসিএল এর পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব দেয়া হয়। আইওসিএল চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে এলপিজি আমদানি করে ভারতে সরবরাহ করতে চায়। এজন্য বিপিসির সঙ্গে যৌথ কোম্পানী গঠনে আগ্রহী কোম্পানীটি। প্রতিমন্ত্রী এ বিষয়ে আইওসিএলকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেয়ার আহ্বান জানান। জানা যায়, আসামের নুমালীগড় রিফাইনারী থেকে বছরে ১০ লাখ মেট্রিক টন জ্বালানী তেল আমদানির বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। তেল আমদানির জন্য আসামের শিলিগুড়ি থেকে দিনাজপুর পর্যন্ত ১৩০ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন করতে হবে। বৈঠকে প্রকল্পের অর্থায়ন নিয়েও আলোচনা হয়। পাইপলাইন স্থাপনে সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণ হয়েছে দু'হাযার কোটি রুপি।

কিছু বুদ্ধিজীবী অকারণেই অপপ্রচার করেন

কওমী মাদরাসায় জঙ্গী তৈরী হয় না : আইজিপি

দেশের কওমী মাদ্রাসায় কোন জঙ্গী তৈরী হয় না বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) এ কে এম শহীদুল হক। তিনি বলেন, দেশে কিছু বুদ্ধিজীবী আছেন, তারা অকারণেই বলেন যে, কওমী মাদ্রাসাগুলোতে জঙ্গী তৈরী করা হয়। আমি এটা বিশ্বাস করি না। মাদ্রাসাগুলো ইসলামের খুঁটিনাটি বিষয় শিক্ষা দিয়ে থাকে। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের দু'চারজন পথভ্রষ্ট হ'তেই পারে। গত ১৭ই ডিসেম্বর পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে 'জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

আইজিপি বলেন, একশ্রেণীর আলেম-ওলামা আছেন যারা কথায় কথায় নাস্তিকতার বিষয়টি আনেন। আমাকে নাস্তিক বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে নাস্তিক বলেন। অথচ প্রধানমন্ত্রী ছালাত আদায় করেন, কুরআন পড়েন। সভায় দেশের এক লাখ আলেম-ওলামা নিয়ে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে যে কমন ফৎওয়া লেখার সিদ্ধান্ত হয়েছে, তার একটি কমিটির অনুমোদন দেন আইজিপি।

সভায় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের যুগ্ম-কমিশনার মুনীরুল ইসলাম বলেন, জঙ্গীদের টার্গেট অন্য কেউ নয়, তাদের টার্গেট মুসলমানরাই। গ্রেফতারকৃত জঙ্গীদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে, তারা কুরআনের খণ্ডিত আয়াত ব্যাখ্যা করে ভুল পথে আসছে। তাদের ইসলাম সম্পর্কে গভীর ধারণা নেই। আইন প্রয়োগ করলে তাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। কাজেই আপনারা বোঝাতে পারলে তারা ভুল পথে পরিচালিত হবে না। তারা ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা জানলে জঙ্গীবাদ থেকে ফিরে আসবে।

ভালোবাসায় সাপও প্রাণ দেয়!

এবার ভালোবাসার এক অন্যরকম দৃষ্টান্ত উপহার দিল একটি সাপ। সঙ্গিনীর লাশ নিয়ে ২ দিন ১ রাত কাটিয়ে দিল সাপটি। শত চেষ্টা করেও সঙ্গিনী থেকে আলাদা করা সম্ভব হয়নি তাকে। বিরল এ ঘটনাটি ঘটেছে যশোর যেলার অভয়নগরের ভৈরব নদের দেশ ট্রেডার্সের ঘাটে। জানা গেছে, গত ২৯শে নভেম্বর সকালে দেশ ট্রেডার্সের ঘাটে জাল ফেলে মাছ শিকার শুরু করেন স্থানীয় জেলেরা। এ সময় তাদের জালে একটি কালো-হলুদ রঙের সাপ ধরা পড়লে তারা পিটিয়ে হত্যা করে সেটি পানিতে ফেলে রাখেন। কিছুক্ষণের মধ্যে একটি জীবন্ত সাপ এসে মৃত সাপটিকে নিজের লেজে পেঁচিয়ে প্রায় ৪৬ ঘন্টা একটি বাশের খুঁটি জড়িয়ে ভাসতে থাকে। ঘাট শ্রমিকরা জানায়, এ অবস্থায় থাকতে থাকতে ১লা ডিসেম্বর সকালে জীবিত সাপটিরও মৃত্যু হয়েছে।

[হিংসা-প্রতিহিংসায় অন্ধ হে মানুষ! এ থেকে উপদেশ গ্রহণ কর (স.স.)]

সালাহউদ্দীন কাদের চৌধুরী ও আলী আহসান মুহাম্মাদ মুজাহিদের ফাঁসি কার্যকর

১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে কথিত যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আলী আহসান মুহাম্মাদ মুজাহিদ ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দীন কাদের চৌধুরীর ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে। সুপ্রীমকোর্টে চূড়ান্ত রায় ঘোষণার পর গত ২২শে নভেম্বর রবিবার রাত ১২-টা ৫৫ মিনিটে (শনিবার দিবাগত রাতে) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাশাপাশি একই সঙ্গে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

মুজাহিদকে দাফন করা হয় ফরিদপুর শহরের পশ্চিম খাবাসপুরে তাঁর নিজ বাসভবনের অনতিদূরে অবস্থিত তাঁর প্রতিষ্ঠিত আইডিয়াল ইন্টারন্যাশনাল ক্যাডেট মাদ্রাসার প্রাঙ্গণে। আর সালাউদ্দীন কাদেরকে দাফন করা হয় চট্টগ্রামের রাউজান উপযেলার গহিরা গ্রামে তাদের পারিবারিক কবরস্থানে।

চট্টগ্রামের রাউজানের অধিবাসী সালাহউদ্দীন কাদের চৌধুরী (৬৭) বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে (২০০১-২০০৬) প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। এরশাদ সরকারের আমলে ছিলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ তিনটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে। আর ফরিদপুরের অধিবাসী জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মাদ মুজাহিদ (৬৮) ছিলেন বিগত চারদলীয় জোট সরকারের সমাজকল্যাণমন্ত্রী।

১৯৭১ সালে কথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের লক্ষ্যে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ ও ২ ২০১৩ সালে আলী আহসান মুজাহিদ ও সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়। ঐ রায়ের বিরুদ্ধে তারা আপিল করলে ট্রাইব্যুনালের দেওয়া মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে রায় ঘোষণা করেন আপিল বিভাগ। এরপর আপিল বিভাগের রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন করলে গত ১৮ই নভেম্বর আপিল বিভাগ তা খারিজ করে দেন। ফলে মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল থাকে। মুজাহিদ ও সালাহউদ্দিন কাদেরের পক্ষে রিভিউ আবেদনের শুনানি করেন তাদের প্রধান আইনজীবী অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানী করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবূবে আলম।

উল্লেখ্য, ফাঁসির পূর্বে উভয়ের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতির নিকটে প্রাণভিক্ষা চাওয়া নিয়ে ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে উভয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে তা সরকারের মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা বলে জানানো হয়।

ফাঁসি কার্যকরের পর সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছেলে হুমাম কাদের চৌধুরী এক সংবাদ সম্মেলনে পিতাকে নির্দোষ দাবী করে বলেন, আমার পিতাকে হত্যা করা হয়েছে। সরকার প্রাণভিক্ষা চেয়েছে বলে নাটক করছে। অথচ কারাগারে তার সাথে শেষ সাক্ষাতে তিনি বলেন, 'প্রাণভিক্ষা চাইলে আল্লাহর কাছে চাইব। ৬ ফুট ২ ইঞ্চি তোমার বাবা, কারও কাছে মাথা নত করে না। এ সরকার অনেক

Contents

কাগজ বানাতে পারে'। হুমাম বলেন, 'আমরা নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে করছি। দেশের এখন এমন পরিস্থিতি যে প্রতিনিয়ত খুন-গুম হচ্ছে। অনেকে আপনজনের মরদেহ খুঁজে পাচ্ছে না। আমরা ভাগ্যবান যে সম্মানের সঙ্গে বাবাকে দাফন করতে পেরেছি'।

একই দাবী করেছেন মুজাহিদের ছেলে আলী আহমাদ মাবরূর। তিনি বলেন, 'প্রাণভিক্ষা চাওয়ার বিষয়টি ভিত্তিহীন, বোগাস এবং প্রশাসনের একটি সাজানো নাটক। দেশের মানুষের কাছে তাকে হেয় করার জন্য ও কাপুরুষ বানানোর জন্য তারা এ মিথ্যা অপপ্রচারের নাটক সাজিয়েছে।

উল্লেখ্য, সালাহউদ্দীন কাদের চৌধুরী দেশের অন্যতম প্রভাবশালী 'চৌধুরী' বংশের সন্তান। সারাদেশের আনাচে-কানাচে শেকড়ের মতো ছড়িয়ে আছে চট্টগ্রামের এই বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের আত্মীয়তা। পিতা ফজলুল কাদের চৌধুরী ছিলেন পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি, পাকিস্তানের স্পিকার ও পরবর্তীতে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। নানা শ্বশুর সাবেক কংগ্রেসের নেতা ও আইয়ুব খানের খাদ্যমন্ত্রী ফরিদপুরের জমিদার আব্দুল্লাহ যহীরুদ্দীন লাল মিয়া। বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ তার মামা শ্বশুর। চাচা শ্বশুর হলেন জাতীয় পার্টির সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা জাহাঙ্গীর মুহাম্মাদ আদেল। আবার জাহাঙ্গীর মোহাম্মাদ আদেলের শ্বশুর ছিলেন পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর আব্দুল মোনয়েম খান। ছোট ভাই বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক গিয়াসুদ্দীন কাদের চৌধুরীর শ্বশুর হলেন বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রতিরক্ষা সচিব ও ভাষাসৈনিক মুজিবুল হক। আরেক ছোটভাই প্রয়াত সাইফুদ্দীন কাদের চৌধুরীর নানা শ্বশুর হলেন মুসলিম লীগের নেতা ও দার্শনিক আবুল হাশেম। আর আবুল হাশেমের পুত্র হলেন কট্টর বামপন্থী রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন ওমর। সব ছোটভাই জামালুদ্দীন কাদের চৌধুরী হলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নাতি জামাই। ছালাহুদ্দীন কাদের চৌধুরীর আপন চাচাতো ভাই হলেন আওয়ামী লীগের এমপি ফযলে করীম চৌধুরী। আপন খালাতো ভাই হলেন প্রখ্যাত শিল্পপতি ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী খাত বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। সালমান এফ রহমানের নিকটাত্মীয় হলেন বিএনপির সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা ও আওয়ামী লীগের বর্তমান সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। আবার সালাউদ্দীন কাদেরের অপর দুই খালাতো ভাই হ'লেন বাংলাদেশের সাবেক প্রধান দুই বিচারপতি মাইনুর রেজা চৌধুরী ও সৈয়দ জে আর মোদাচ্ছির হোসেন। তাঁর আপন ফুফাতো ভাই হলেন আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী।

[আমরা আল্লাহ্র কাছে যথার্থ বিচার কামনা করছি। মৃতদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিচ্ছি। একই সাথে ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের প্রতি ইসলামী পথে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগের আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)]

বিদেশ

ফ্রান্সে বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে দেড় শতাধিক মসজিদ!

সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষিতে ফ্রান্সে নযীরবিহীন চলমান যরূরী অবস্থার অধীনে দেশটির প্রায় ১৬০টি মসজিদ বন্ধ করে দিচ্ছে সরকার। বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারের অভিযোগে এসব মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে ফ্রান্সের প্রধান ইমামরা। ফ্রান্সের মসজিদের ইমাম নিয়োগ দেয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত হাসান আল-আলাওউই বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমাদের জানিয়েছে যে, যথাযথ লাইসেন্স না থাকায় ১০০ থেকে ১৬০টি মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হবে। এসব মসজিদ ঘৃণা ছড়ায় বলেও অভিযোগ করেন তিনি। ফ্রান্সে ২৬০০ মসজিদ রয়েছে বলে জানান আলাওউই। ইউরোপের মধ্যে জার্মানীর পরই ফ্রান্সে সবচেয়ে বেশী মুসলিম বাস করেন। দেশটিতে প্রায় ৫০ লাখ মুসলমান রয়েছে যা দেশটির মোট জনসংখ্যার ৭.৫ শতাংশ। ফ্রান্স এই প্রথম তার দেশে কোন ধর্মীয় স্থাপনার বিরুদ্ধে এ ধরনের ব্যবস্থা নিল।

ভারতে ৯৫ শতাংশ গরুর গোশত ব্যবসায়ী হিন্দু এবং সেখানে একজন মুসলিমের চেয়ে একটি গরু বেশী সুরক্ষিত

ভারতের ৯৫ শতাংশ গরুর গোশত ব্যবসায়ী হিন্দু বলে মন্তব্য করেছেন দিল্লী হাইকোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার। এক সমাবেশে উত্তর প্রদেশের দারিতে গরুর গোশত খাওয়ার মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে মুহাম্মাদ আখলাক নামে এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যা করা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি বলেন, ৯৫ শতাংশ গরুর গোশত ব্যবসায়ী হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও গোশত খাওয়াকে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হ'ল। এটা মানবতার মৃত্যু।

এদিকে 'ভারতে একজন মুসলিম ব্যক্তির চেয়ে একটি গরু বেশী সুরক্ষিত' পার্লামেন্টে এই মন্তব্য করে হুলুস্থূল ফেলে দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা ও লেখক শশী থারুর। সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় দেশে ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা নিয়ে যে বিতর্ক চলছে, তাতে অংশ নিয়ে মিঃ থারুর এই মন্তব্য করেন।

প্রাণী যবহে হালাল পদ্ধতিই সবচেয়ে মানবিক

আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের খামারী ৬৪ বছর বয়স্ক পশু বিশেষজ্ঞ ফ্রাঙ্ক র‌্যাণ্ডল বলেন, মুসলমানরা যে পদ্ধতিতে যবহ করে সেটাই সবচেয়ে পবিত্র, শ্রদ্ধাপূর্ণ ও যবহের সবচেয়ে মানবিক পদ্ধতি। র‌্যাণ্ডলের পশু খামারটি যে এলাকায় সেখানকার বেশীর ভাগ লোক খায় শূকরের গোশত। অথচ তিনি ৩০ বছর ধরে মুসলমানদের কাছে ভেড়ার হালাল গোশত সরবরাহ করে আসছেন। দক্ষিণ আলবামা আর আটলান্টার বেশীর ভাগ মুসলমান তার খামারের গোশতই গ্রহণ করে আসছেন।

চীনে স্বামী কর্তৃক ৫৬ বছর যাবৎ পঙ্গু স্ত্রীর সেবা!

চীনে স্ত্রীর প্রতি অসামান্য কর্তব্যবোধের স্বাক্ষর রেখে খবর হয়েছেন এক স্বামী। মাত্র ২০ বছর বয়সী জো ইয়ুয়াই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাইওয়ানের কয়লা খনিতে কর্মরত স্বামী দু ইউয়ানফার কাছে খবর আসে। বাড়ি ফিরে দেখেন, স্ত্রীর সারা শরীর শক্ত হয়ে গিয়েছে। এমনকি হাতও নাড়াতে পারছেন না। ডাক্তার দেখালে তারা স্পষ্ট জানিয়ে দেন সারা জীবন এভাবে পাথরের মতই বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে জো-কে। নিরুপায় হয়ে ১৯৫৯ সালে কয়লা খনির কাজে ইস্তাফা দেন স্বামী দু ইউয়ানফা। সে সময়ে তাদের বিবাহিত জীবনের মাত্র পাঁচ মাস অতিবাহিত হয়েছে। তার পরে স্ত্রীর সেবায় কেটে গিয়েছে ৫৬ বছর। দু ইউয়ানফার বয়স এখন ৮৪। কিন্তু তবু স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা আর কর্তব্যে এখনও তিনি অটল। দু ইউয়ানফার পরিবার-পরিজন ও বন্ধুবান্ধবরা নানাভাবে তাকে বুঝিয়েছিলেন জো-কে ছেড়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে। কিন্তু ভালোবাসা দু ইউয়ানফাকে হারতে দেয়নি। প্রায় ছয় দশক যাবৎ একইভাবে স্ত্রীর সেবা করে যাচ্ছেন। এখনও যদি দেশের কোন প্রান্তে কোন ভেষজ ওষুধের সন্ধান পান, তৎক্ষণাৎ ছুটে যান তার খোঁজে। আজও তার জীবনের একটা লক্ষ্য, যদি কোনভাবে সুস্থ করে তোলা যায় স্ত্রীকে। সংসার চালানোর জন্যে ক্ষেতে কাজ করেন। প্রতিবেশীরা সাহায্য করেন। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসনও। সবাই মুগ্ধ অসুস্থ স্ত্রীর প্রতি দু ইউয়ানফার অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও কর্তব্য দেখে।

[মায়া-মমতাহীন হে মানুষ! এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর (স.স.)]

Contents

মুসলিম জাহান

গাম্বিয়াকে ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা

বিশ্বের বুকে আরেকটি নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটল। পশ্চিম আফ্রিকার ক্ষুদ্র দেশ গাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া জামেহ গত ১০ই ডিসেম্বর তাঁর দেশকে 'ইসলামী রাষ্ট্র' ঘোষণা করেছেন। গাম্বিয়ার উপকূলীয় শহর ব্রুফুতে এক জনসভায় তিনি এই ঘোষণা দেন। প্রেসিডেন্ট জামেহ বলেন, 'গাম্বিয়ার ভাগ্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র হাতে। আজ থেকে এটি ইসলামী রাষ্ট্র। আমরা এখানে নাগরিক অধিকারকে সম্মান করব'। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে দেশে কি কি পরিবর্তন হবে, তা স্পষ্ট করেননি গাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট। তবে তিনি বলেছেন, দেশটিতে সংখ্যালঘু খ্রিষ্টানদের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে এবং পোশাকের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। তবে গাম্বিয়ার সুপ্রিম ইসলামী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ইমাম মোমোদু লামিন তোরে বলেন, প্রেসিডেন্টের ঘোষণার ব্যাপারে আমরা এখনো কোন আলোচনায় মিলিত হইনি।

জামেহ অপর এক বিবৃতিতে বলেন, তার দেশ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেবে। তিনি বলেন, নিপীড়ন থেকে বাঁচতে পালিয়ে আসা দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের দুর্দশা লাঘব করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। তার সরকার এ অঞ্চলের দেশগুলোকে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের তার উপকূলে পাঠানোর আবেদন জানিয়েছে এবং বলেছে তাদের আশ্রয় শিবিরে রাখা হবে।

দারিদ্র্য পীড়িত সাবেক ব্রিটিশ উপনিবেশ গাম্বিয়ার জনসংখ্যা প্রায় ২০ লাখ। তাদের ৯০% মুসলিম। বাকি ৮% খ্রিষ্টান এবং ২% উপজাতি। সামরিক কর্মকর্তা ও সাবেক কুস্তিগীর ইয়াহিয়া জামেহ ১৯৯৪ সালে এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। সেই থেকে তিনি কঠোর হাতে দেশ পরিচালনা করছেন।

নাস্তিকদের সন্ত্রাসী ঘোষণা সঊদী আরবের

নাস্তিকদের সন্ত্রাসী হিসাবে আখ্যা দিয়েছে সঊদী আরব। দেশটিতে নাস্তিকদের সন্ত্রাসী হিসাবে গণ্য করে বেশ কয়েকটি আইনও জারী করা হয়েছে। সম্প্রতি সঊদী আরবে উদারপন্থী লেখক-কর্মী রায়েফ বাদাউইকে আটকের পর থেকেই সঊদীতে মুক্তমতের উত্থান নিয়ে শঙ্কা দেখা দেয়। এর পরিপেক্ষিতে ইসলামের মৌলিক বিষয় নিয়ে কোনরকম সমালোচনা এবং সঊদী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যেকোন রকম কর্মকাণ্ডকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসাবে বিবেচনা করতে ডিক্রি জারী করেছে দেশটির সরকার।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সঊদী আরবের নেতৃত্বে নতুন সামরিক জোট গঠন

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটি নতুন সামরিক জোট গঠন করেছে সঊদী আরব। এই জোটে বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ এশিয়া ও আফ্রিকার ৩৪টি দেশ রয়েছে। তবে জোট থেকে সিরিয়া, ইরাক ও ইরানকে বাদ দেওয়া হয়েছে। দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থার খবরে বলা হয়েছে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামরিক অভিযান সমন্বয় ও তাতে সহায়তা করতে সঊদী নেতৃত্বাধীন এ জোট গঠন করা হয়েছে। এ জোট হবে রিয়াদভিত্তিক। বাংলাদেশ ছাড়াও জোটের অন্যান্য সদস্য দেশগুলো হ'ল- সঊদী আরব, জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, পাকিস্তান, বাহরাইন, বেনিন, তুরস্ক, চাদ, টোগো, তিউনিসিয়া, জিবুতি, সেনেগাল, সুদান, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, গ্যাবন, গিনি, ফিলিস্তীন, কমোরস, কাতার, আইভরিকোস্ট, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, মালদ্বীপ, মালি, মালয়েশিয়া, মিসর, মরক্কো, মৌরিতানিয়া, নাইজার, নাইজেরিয়া ও ইয়ামেন। সঊদী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমান এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, এ জোট সন্ত্রাসবাদের পাশাপাশি ইসলামী বিশ্বের সমস্যা মোকাবেলা করবে এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ে অংশীদার হবে। ইন্দোনেশিয়াসহ আরো ১০টিরও বেশী মুসলিম দেশ এই জোটকে সহায়তা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

[৫৬ জাতি জোটটি ওআইসির মত শক্তিহীন হবে না তো! কারণ সঊদী আরবসহ প্রায় সকল মুসলিম দেশই পরাশক্তিগুলির ইঙ্গিতে চলে (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ক্যান্সার সারবে হলুদে!

ক্যান্সারের চিকিৎসায় হলুদ থেকে এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের দাবী করেছে ভারতের মধ্যপ্রদেশের রাজীব গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক। দাবী অনুযায়ী তারা হলুদের মধ্যে এমন একটি আণবিক উপাদানের খোঁজ পেয়েছেন, যা ক্যান্সার নিরাময়ে আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, হলুদের ভেষজ গুণ সম্পর্কে সবারই জানা। জীবাণুনাশক উপাদান থাকায় বহু রোগের উপশমে হলুদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু দীর্ঘ ১০ বছর ধরে গবেষণা চালানোর পর এর মধ্যে এমন কিছু অণুর সন্ধান পাওয়া গেছে, যেগুলো ক্যান্সার নিরাময়ে চমৎকার কাজ দিয়েছে। এখন সময় হয়েছে একে বাস্তব-জীবনে পরীক্ষা করার।

তিনি আরো জানান, কানাডার অ্যাডভান্সড মেডিক্যাল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী হিউন লি-র টিমের সাথে যৌথ উদ্যোগে এই গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে।

ম্যালেরিয়া বিনাশে বিজ্ঞানীদের নয়া আবিষ্কার

পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধে যত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, ম্যালেরিয়ায় প্রাণ হারিয়েছে তার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ মানুষ। প্রতি বছর পৃথিবীতে পাঁচ লাখ মানুষ প্রাণ হারায় শুধু ম্যালেরিয়ায়। এই মৃত্যুমিছিলে সবার উপরে রয়েছে আফ্রিকা। ম্যালেরিয়ার কবল থেকে বাঁচতে নতুন দিশার সন্ধান পেয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়ার বিজ্ঞানীরা। তাদের মতে, মশার দেহকোষের পরিবর্তন আনতে পারলে মানুষের দেহে ম্যালেরিয়া ছড়ানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। গবেষণায় সফলও হয়েছেন তারা। পরীক্ষাগারে মশার ডিএনএতে ম্যালেরিয়াবিরোধী জিন প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তারা জানিয়েছেন, পরবর্তী প্রজন্মের মশারা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। এখান পর্যন্ত গবেষণাগারে এই পরীক্ষা সফল হয়েছে। তাদের মতে, এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে ম্যালেরিয়াকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

থ্রি-ডি প্রিন্টেড পাঁজরের সফল প্রতিস্থাপন

বিশ্বে প্রথমবারের মত কোন ক্যানসার রোগীর দেহে থ্রি-ডি প্রিন্টেড পাঁজর সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। এ ধরনের অস্ত্রোপচার আগে কোথাও হয়নি। অস্ত্রোপচারের পর অস্ট্রেলিয়ান ডাক্তাররা জানান, ক্যানসার আক্রান্ত ৫৪ বছর বয়সী এক স্প্যানিশ রোগীর দেহে এটি বসানো হয়েছে। ডাক্তার দলের সদস্য জোসে আরান্দার ভাষায়, থ্রিডি প্রিন্টেড পাঁজরের কথা মাথায় আসে এর জটিল জ্যামিতিক গঠনের কারণে। এরপরই মেডিক্যাল ডিভাইস কোম্পানী 'অ্যানাটমিক্সে'র একটি টিম বানিয়ে ফেলে থ্রি-ডি প্রিন্টেড পাঁজর। অতঃপর তা রোগীর শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়। অস্ত্রোপচারের ১২ দিনের মাথায় রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছেড়েও দেয়া হয়। তিনি এখন সুস্থ।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ২০১৫

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৭ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৭-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্সের পূর্ব পার্শ্বস্থ মিলনায়তনে ২০১৫-১৭ সেশনের নবনিযুক্ত যেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক ও প্রশিক্ষণ সম্পাদকদের সমন্বয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শুরু হয়। দেশের প্রায় সকল সাংগঠনিক যেলা থেকে আগত প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, মৃত্যুর মিছিল চলছে। গত বছর যারা এখানে এসেছিলেন, আজ তাদের অনেকে এখানে নেই। এবারে আমাদের জন্য সবচেয়ে বেদনাদায়ক হ'ল মাত্র তিনদিন আগে গত ১৪ই ডিসেম্বর সোমবার আমাদের সবার প্রিয় শফীকুলের আকস্মিক মৃত্যু। সে আমাদের কাঁদিয়ে গেছে। কিন্তু আন্দোলন-এর জন্য তার খুলূছিয়াত ও তার প্রাণোৎসারিত জাগরণীসমূহ চিরন্তন ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসাবে রেখে গেছে। আল্লাহ তাকে পরকালে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করুন- আমীন!

অতঃপর তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাওহীদে ইবাদত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এটি ফিরক্বা নাজিয়াহ্র আন্দোলন। সেকারণ দেশে প্রচলিত কোন সেক্যুলার বা কথিত ইসলামী আন্দোলনগুলির কারু সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র আক্বীদাগত ঐক্যের কোন সুযোগ নেই। তিনি বলেন, প্রচলিত জাহেলী স্রোতকে পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়োজন একদল স্বচ্ছ আক্বীদা সম্পন্ন সাহসী কর্মী বাহিনী। সে লক্ষ্যেই আজকের এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী। আপনারা প্রশিক্ষণ নিবেন এবং সে অনুযায়ী স্ব স্ব যেলায় কর্মসূচী নিবেন, এ আশা নিয়ে আল্লাহ্র নামে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

প্রশিক্ষণে নির্ধারিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (বিষয় : নেতৃত্বের গুরুত্ব, প্রকারভেদ ও গুণাবলী), সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা), গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ ('ইহতিসাব' পর্যালোচনা), অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম (অফিস ব্যবস্থাপনা), প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (ফিরক্বা নাজিয়াহ ও আহলেহাদীছ আন্দোলন), দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম (গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা), প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (আমরা কি চাই, কেন চাই, কিভাবে চাই?), সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা (ইনসানে কামেলের বৈশিষ্ট্য), কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (নেতৃত্বের সংস্কার; ইমারত ও বায়'আত সহ) ও অধ্যাপক জালালুদ্দীন (অহংকারের কারণ সমূহ ও পরিণতি)। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন নওদাপাড়া মাদরাসার হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুখলেছুর রহমান, নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার ও নওদাপাড়া মাদরাসার ছানাবিয়া ১ম বর্ষের ছাত্র হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কর্মী হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ ও যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুস সালাম।

বাদ এশা 'আমরা কি চাই, কেন চাই, কিভাবে চাই'? বিষয়বস্তুর উপর 'উপস্থিত বক্তৃতা' প্রতিযোগিতা হয়। প্রত্যেকে ৩ মিনিট করে সময় পান। তাতে স্বেচ্ছায় ১৮জন অংশগ্রহণ করেন। জনাব মুছলেহুদ্দীন (সেক্রেটারী, কুমিল্লা), মাস্টার হাশীমুদ্দীন (সভাপতি, কুষ্টিয়া-পূর্ব), নাযীর খান (সাংগঠনিক সম্পাদক, কুষ্টিয়া-পশ্চিম), আওনুল মা'বূদ (সভাপতি, গাইবান্ধা-পশ্চিম), মুয্যাম্মিল হক (সেক্রেটারী, জয়পুরহাট), মাসঊদুর রহমান (সেক্রেটারী, জামালপুর-উত্তর), আব্দুল্লাহ আল-মামূন (সেক্রেটারী, টাঙ্গাইল), ফযলুল হক (সাহিত্য সম্পাদক, ঢাকা), আব্দুল ওয়াহ্হাব শাহ (সভাপতি, দিনাজপুর-পূর্ব), রাশেদুল ইসলাম (প্রশিক্ষণ সম্পাদক, দিনাজপুর-পশ্চিম), আমীর হামযাহ (সাবেক সহ-সভাপতি, নরসিংদী), বেলালুদ্দীন (সভাপতি, পাবনা), আব্দুন নূর (পঞ্চগড়), নূরুল ইসলাম (সেক্রেটারী, বগুড়া), যুবায়ের ঢালী (সেক্রেটারী, বাগেরহাট), আফযাল হোসাইন (সভাপতি, নওগাঁ-পূর্ব), হাবীবুর রহমান (সভাপতি, নওগাঁ-পশ্চিম) ও রবীউল ইসলাম (সেক্রেটারী, ঝিনাইদহ)। অতঃপর উন্মুক্ত সুযোগ দেওয়া হ'লে তাতে অংশগ্রহণ করেন আব্দুস সালাম (যশোর), মুস্তাফীযুর রহমান (নীলফামারী) ও আলতামাসুল ইসলাম (গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা)। তাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন রাশেদুল ইসলাম (দিনাজপুর-পশ্চিম), ২য় স্থান অধিকার করেন আব্দুল ওয়াহ্হাব শাহ (দিনাজপুর-পূর্ব) এবং ৩য় স্থান অধিকার করেন মাস্টার হাশীমুদ্দীন (কুষ্টিয়া-পূর্ব)।

পরদিন ১৮ই ডিসেম্বর বাদ ফজর আমীরে জামা'আতের দরসে কুরআন ও হেদায়াতী ভাষণের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। এ সময় শ্রেষ্ঠ যেলা হিসাবে সাতক্ষীরা, শ্রেষ্ঠ সভাপতি হিসাবে ডা. ইদ্রীস আলী (রাজশাহী-পূর্ব), শ্রেষ্ঠ সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা), শ্রেষ্ঠ সংগঠক হিসাবে আব্দুর রহীম (বগুড়া) এবং প্রবীণ সংগঠক হিসাবে মাস্টার ইয়াকূব হোসাইন (ঝিনাইদহ), মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), মুহাম্মাদ মুসলিম (রাজশাহী), অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা) ও মাহফূযুর রহমান (জয়পুরহাট)-এর নাম ঘোষণা করা হয়। অতঃপর তাদেরকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)'** ২য় সংস্করণটি হাদিয়া প্রদান করেন।

তাবলীগী সভা

মেকিয়ারকান্দা, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ ২০শে অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ধোবাউড়া থানাধীন মেকিয়ারকান্দা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লী জনাব আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আব্দুল কাদের, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ সফীরুদ্দীন, মেকিয়ারকান্দা দাখিল মাদরাসার সুপার মাওলানা আব্দুস সাত্তার, শিক্ষক মাওলানা মুয্যাম্মেল হক, মান্দালিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মুহাম্মাদ ইবরাহীম, নিশ্চিন্তপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মুহাম্মাদ ইয়াকূব ও ত্রিশাল থানার চকপাঁচপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ আলী।

বালিগাঁও, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ ২১শে অক্টোবর বুধবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার ধোবাউড়া থানাধীন বালিগাঁও আহলেহাদীছ

Contents

জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। বালিগাঁও ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব নূর হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ আলী।

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

মণিপুর, গাযীপুর, ২২শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন মণিপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাযীপুর যেলার উদ্যোগে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাতেম বিন পারভেযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক কাযী আব্দুল্লাহ শাহীন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ময়মনসিংহ যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ আলী।

মসজিদ উদ্বোধন

ঈশ্বরদী, পাবনা ২০শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য শুক্রবার জুম'আর ছালাতের মধ্য দিয়ে পাবনা যেলার ঈশ্বরদী থানা সদরের নিকটবর্তী চর মীরকামারী গ্রামে নব নির্মিত 'মসজিদুত তাক্বওয়া' মুহতারাম আমীরে জামা'আতের প্রতিনিধি হিসাবে উদ্বোধন করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। স্থানীয় সঊদী প্রবাসী জনাব তরীকুল ইসলামের উদ্যোগে এবং প্রবাসী ও দেশী বিভিন্ন দাতা ভাইদের আর্থিক সহযোগিতায় ২০১০ সাল হ'তে ধীরে ধীরে এই নতুন আহলেহাদীছ মসজিদটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মসজিদটির নির্মাণকাজ এখনো অসমাপ্ত থাকলেও এলাকায় আহলেহাদীছ মুছল্লীদের দ্রুত প্রসারের ফলে ইতিমধ্যে ওয়াক্তিয়াভাবে চালু হওয়া এই মসজিদটি জুম'আ চালুর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে সকলের পরামর্শ ও সম্মতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে জুম'আ চালু হ'ল। জুম'আর খুৎবায় সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে কেন্দ্রীয় মেহমান মসজিদ নির্মাণের চেয়ে মসজিদ আবাদের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ফাসেক-ফাজের প্রভাবশালীকে দিয়ে নয়; বরং শিরক ও বিদ'আতী আক্বীদামুক্ত মুখলেছ কিছু দ্বীনদার মুছল্লীর দ্বারাই কেবল মসজিদ আবাদ হওয়া সম্ভব। তিনি বলেন, মসজিদে নিয়মিত সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক, ফজরের ছালাতের পর তাফসীরুল কুরআন ও বাদ এশা ১টি করে হাদীছ পাঠ ইত্যাদি নানাবিধ কর্মসূচী ধারাবাহিকভাবে চালু রাখার মাধ্যমে এই মসজিদ একটি সংস্কারবাদী মসজিদে পরিণত হবে। এখান থেকে অত্রাঞ্চলে দ্বীনে হক-এর আলো ছড়িয়ে পড়বে। তিনি সকলকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র পতাকাতলে সমবেত হয়ে সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

এ সময়ে রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাওহীদ হাসান, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আফতাব হোসাইন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ও ঈশ্বরদী উপযেলা সভাপতি মুহাম্মাদ ছিদ্দীকুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি তারিক হাসান, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মা'রূফ, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাসান আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় সলীমপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ ইসরাঈল হোসাইন মণ্ডল, ঈশ্বরদী উপযেলার সাবেক চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ আব্দুর রাকীব সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং বিপুল সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা মুছল্লী উপস্থিত ছিলেন।

জুম'আর ছালাতের পর মেহমানগণ উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব আব্দুর রশীদের বাসার আতিথেয়তা গ্রহণ শেষে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।

যেলা কার্যালয় পরিদর্শন ও দায়িত্বশীল বৈঠক

নারাণয়গঞ্জ ৬ই ডিসেম্বর রবিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন কাঞ্চন উত্তর বাজারে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘের' নতুন কার্যালয় পরিদর্শন করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। তার সাথে ছিলেন কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাজী আবুল হাশেম-এর জানাযা ও দাফন শেষে তারা যেলা কার্যালয় পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করেন ও দায়িত্বশীলদের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এ সময়ে কেন্দ্রীয় মেহমান যেলার অফিস ব্যবস্থাপনা তদারকি করেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। তিনি নারায়ণগঞ্জ যেলার সাংগঠনিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দায়িত্বশীলদের স্রেফ পরকালীন মুক্তির আশায় আরো দায়িত্ব সচেতন হয়ে যেলার সর্বত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।

যুবসংঘ

কর্মী সম্মেলন ২০১৫

আছহাবে কাহফের যুবকদের মত দৃঢ়চিত্ত হও!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৮ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর পশ্চিম পার্শ্বস্থ ময়দানে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আছহাবে কাহফের যুবকরা তাদের জীবদ্দশায় সমাজ পরিবর্তন করতে পারেনি। কিন্তু দীর্ঘ তিনশ' বছরের নিদ্রা শেষে জেগে উঠে তারা দেখতে পেয়েছিল যে, পুরা সমাজ ও রাষ্ট্র তাদেরই মত তাওহীদপন্থী হয়ে গিয়েছে। আজও জাহেলী স্রোতের উল্টা চলার মত দৃঢ়চিত্ত আল্লাহভীরু যুবশক্তির মাধ্যমেই সমাজ পরিবর্তন করা সম্ভব যদি আল্লাহ চাহেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মের নামে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ সমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে একক ইমারতের অধীনে জামা'আতবদ্ধভাবে তোমরা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ কর। তিনি তাদের প্রতি নৈতিকভাবে বলিয়ান হওয়ার জন্য নিয়মিত নফল ইবাদতসমূহে অভ্যস্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক

Contents

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, অধ্যাপক জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার প্রমুখ।

সম্মেলনে 'তৃণমূল পর্যায়ে জনমত গঠনে সংগঠনের ভূমিকা' বিষয়ে বক্তব্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকে ৫ মিনিট করে সময় পান। তাতে ১৬জন অংশগ্রহণ করেন। আব্দুর রহীম (রাজশাহী-পূর্ব যেলা সভাপতি), আশরাফুল ইসলাম (রাজশাহী-পশ্চিম যেলা সভাপতি), আবুল কালাম আযাদ (জয়পুরহাট যেলা সভাপতি), আব্দুর রাযযাক (বগুড়া যেলা সভাপতি), ইয়াসীন আলী (চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ যেলা সভাপতি), সা'দ আহমাদ (মেহেরপুর যেলা সভাপতি), আসাদুল্লাহ মিলন (ঝিনাইদহ যেলা সভাপতি), তরীকুল ইসলাম (যশোর যেলা সভাপতি), মাহমূদুল হাসান (সিরাজগঞ্জ যেলা সহ-সভাপতি), তারেক হাসান (পাবনা যেলা সভাপতি), হুমায়ূন কবীর (ঢাকা যেলা সভাপতি), মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল (নারায়ণগঞ্জ যেলা সভাপতি), শিহাবুদ্দীন আহমাদ (রংপুর যেলা সভাপতি), হাতেম বিন পারভেয (গাযীপুর যেলা সভাপতি), আহমাদুল্লাহ (কুমিল্লা যেলা সাধারণ সম্পাদক), হারূনুর রশীদ (কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, ঝিনাইদহ)।

উক্ত আলোচকদের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, রংপুর যেলা সভাপতি শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও গাযীপুর যেলা সভাপতি হাতেম বিন পারভেয। এছাড়া 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের পরামর্শের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ যেলা, শ্রেষ্ঠ সভাপতি, শ্রেষ্ঠ সাধারণ সম্পাদক এবং শ্রেষ্ঠ সংগঠকের নাম ঘোষণা করা হয়। তারা হ'লেন শ্রেষ্ঠ যেলা জয়পুরহাট, শ্রেষ্ঠ সভাপতি শামীম আহমাদ (সিরাজগঞ্জ), শ্রেষ্ঠ সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ (কুমিল্লা), শ্রেষ্ঠ সংগঠক মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল (নারায়ণগঞ্জ)। অতঃপর তাদের সবাইকে পুরস্কৃত করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম। বিভিন্ন পর্যায়ে কুরআন তেলাওয়াত করেন 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক এহসান ইলাহী যহীর, 'যুবসংঘ'-এর 'কর্মী' হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, মারকাযের কুল্লিয়া ১ম বর্ষের ছাত্র হাফেয শাহরিয়ার আলম ও ছানাবিয়া ১ম বর্ষের ছাত্র হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন যশোর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি আব্দুস সালাম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ জামীলুর রহমান (কুমিল্লা)।

মৃত্যু সংবাদ

(১) আল-হেরা প্রধান শফীকুল ইসলামের চির বিদায় : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার অর্থ সম্পাদক, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান, দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে পরিচিত ও সমাদৃত মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (৫৮) গত ১৩ই ডিসেম্বর রবিবার দিবাগত রাত দেড়টায় বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হার্ট এ্যাটাক করে ইন্তেকাল করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ ছেলে, ২ মেয়ে, নাতী-নাতনী, আত্মীয়-স্বজন সহ বহু গুণগ্রাহী ও ভক্তকুল রেখে যান। উল্লেখ্য, বগুড়া যেলার গাবতলী থানাধীন মেন্দিপুর-চাকলা সালাফিইয়াহ হাফেযিয়া মাদরাসা ও ইয়াতীম খানার বার্ষিক জালসায় দ্বিতীয় বক্তা হিসাবে ঘণ্টাধিক সময় বক্তব্য দেওয়ার পর হঠাৎ তিনি অসুস্থ বোধ করেন। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে গাবতলী উপযেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে বগুড়া শহরে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

পরদিন বাদ আছর নিজ গ্রাম জয়পুরহাট যেলার সদর থানাধীন কমরগ্রামে বাড়ীর পার্শ্ববর্তী প্রশস্ত ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব** তার জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। অতঃপর কমরগ্রাম বড় কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রথমে মাইয়েতের বাড়ীতে যান এবং তার স্ত্রী ও সন্তানদের সান্ত্বনা দেন। তিনি তাদেরকে সদ্য প্রকাশিত 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)' দ্বিতীয় সংস্করণ ও 'তাফসীরুল কুরআন' উপহার দেন।

জানাযায় অন্যান্যের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও বগুড়া যেলা সভাপতি জনাব আব্দুর রহীম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য তরীকুযযামান (মেহেরপুর), 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার (মেহেরপুর), সাবেক সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাওলানা রুস্তম আলী ও শামসুল আলম, রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইদরীস আলী, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, দেশের প্রায় ২০টি যেলা হ'তে আগত 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী ও সুধী রিজার্ভ বাস, মাইক্রো, প্রাইভেটকার এবং ট্রেন, ভটভটি ও হোণ্ডা যোগে জানাযায় যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত জয়পুরহাটের বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, স্কুল-কলেজ ও মাদরাসার শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রবৃন্দ এবং আলেম-ওলামা সহ হাযার হাযার ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীর উপস্থিতিতে জানাযা স্থল যেন জনসমুদ্রে পরিণত হয়। প্রিয় মানুষটির চির বিদায়ে সকলের চক্ষু ছিল অশ্রুসিক্ত।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নারায়ণগঞ্জ যেলার সহ-সভাপতি আলহাজ্জ আবুল হাশেম ভূঁইয়া (৬৭) গত ৫ই ডিসেম্বর রাত্রি সোয়া ৮-টায় যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন কাঞ্চন কালাদী গ্রামের নিজ বাসায় মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে, ১ মেয়ে, নাতি-নাতনী সহ বহু গুণগ্রাহী রেখে যান। তিনি ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন। পরদিন রবিবার সকাল ৯-টায় কাঞ্চন ভারতচন্দ্র হাইস্কুল মাঠে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। একমাত্র পুত্র ডাঃ আ.ন.ম. সাইফুল ইসলাম জানাযার ছালাতের ইমামতি করেন। অতঃপর কাঞ্চন চৌধুরী পাড়া সামাজিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাযায় মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পক্ষে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং অন্যান্যদের মধ্যে ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন।

Contents

(৩) মাওলানা শিহাবুদ্দীন মাদানীর মৃত্যু :

গত ২৫ নভেম্বর'১৫ আযাদ কাশ্মীর মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছের আমীর শায়খ শিহাবুদ্দীন মাদানী (৫৭) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী এবং ৩ ছেলে রেখে গেছেন। ঐদিন বাদ আছর মুযাফফরাবাদের ইউনিভার্সিটি কলেজ ময়দানে তাঁর জানাযায় বহু আলেম-ওলামাসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মামনূন হোসাইন, প্রধানমন্ত্রী নওয়ায শরীফ, বিরোধী দলীয় নেতা খুরশীদ শাহ এবং আযাদ কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী চৌধুরী আব্দুল মাজীদসহ রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ শোক প্রকাশ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন তাহরীকে আযাদিয়ে কাশ্মীরের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস আছারী, যিনি আযাদ কাশ্মীর অঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল উদ্গাতা ছিলেন। তিনি মুযাফফরাবাদ সরকারী পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের প্রফেসর হিসাবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ, আযাদ কাশ্মীরের আমীর এবং তাহরীকুল মুজাহিদীন জম্মু-কাশ্মীরেরও প্রধান ছিলেন। বিগত আতীকুর রহমান সরকারের আমলে তিনি সরকারী ওলামা-মাশায়েখ কাউন্সিলের সভাপতি এবং ইসলামী নযরিয়াতী কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আযাদ কাশ্মীর অঞ্চলে তিনি বেশ কয়েকটি আহলেহাদীছ মাদরাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠাসহ আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কাশ্মীরের আযাদী প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময় তাঁর সাহসী পদক্ষেপসমূহ প্রশংসিত হয়েছে। ২০০৪ সালের ৮ই আগস্ট ওআইসির সেক্রেটারী জেনারেল ইয়াদ আব্দুল্লাহ আমীন মাদানী কাশ্মীর সফরে এলে তিনি তাঁর সাথে নির্ধারিত বৈঠক বয়কট করেন। তিনি বলেন, ওআইসির সেক্রেটারীকে তিনি অত্যন্ত সম্মান করলেও মুসলিম উম্মাহর উপর অব্যাহত নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাঁর কোন পদক্ষেপ না থাকায় তিনি প্রতিবাদস্বরূপ বৈঠক বয়কট করছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তকে কাশ্মীর আযাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ স্বাগত জানান।

(৪) মাওলানা ইসহাক ভাট্টির মৃত্যু :

গত ২২ ডিসেম্বর'১৫ পাকিস্তানের খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ মাওলানা ইসহাক ভাট্টি (৯১) লাহোরের মেও হাসপাতালে ভোর সাড়ে ৫-টায় মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের সমকালীন ইতিহাস গবেষকদের অন্যতম। এই প্রবীণ ইতিহাসবিদ উপমহাদেশের ইসলামী জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যে বিগত অর্ধশত বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে লেখনী ও বক্তব্যের ময়দানে সক্রিয় ছিলেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪০টি। ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস বিশেষ করে উপমহাদেশে আহলেহাদীছদের স্বর্ণালী ইতিহাস নিয়ে বিস্তর লেখালেখির মাধ্যমে তিনি এক নবদিগন্তের উন্মোচন করেছেন। যার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন 'মুআররেখে আহলেহাদীছ' (مؤرخ اہلحدیث) তারা 'আহলেহাদীছ ইতিহাসবিদ' হিসাবে। লাহোরের বিখ্যাত নাছেরবাগ ময়দানে বেলা ২-টায় তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট আলেম দ্বীন মাওলানা হাম্মাদ লাখভী তাঁর জানাযা ছালাতে ইমামতি করেন। অতঃপর ফয়ছালাবাদে তাঁর গ্রামের বাড়িতে রাত ৮-টায় ২য় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ইমামতি করেন মাওলানা মাসঊদ আলম। জানাযায় শায়খ ইরশাদুল হক্ব আছারীসহ পাকিস্তানের বহু আলেম-ওলামা অংশগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৩ কন্যা রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে মসজিদে হারামের সম্মানিত ইমাম শায়েখ সুদাইস শোক প্রকাশ করেছেন।

১৯২৫ সালে তিনি তৎকালীন ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন। ভারত বিভাগের পর তিনি পাকিস্তানের ফয়ছালাবাদে চলে আসেন। অতঃপর তিনি পাকিস্তান মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছের অফিস সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্বপালন করেন। এরপর দীর্ঘ ১৫ বছর লাহোরের সুপ্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ পত্রিকা 'আল-ই'তিছাম'-এর সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৫ সালে তিনি লাহোরের সরকারী গবেষণা সংস্থা 'ইদারায়ে ছাক্বাফাতে ইসলামিয়া'-এর রিসার্চ ফেলো হিসাবে যোগদান করেন এবং দীর্ঘ ৩২ বছর সেখানে গবেষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁকে পাকিস্তানের শারঈ আদালতের উপদেষ্টা এবং ইসলামী নযরিয়াতী কাউন্সিলের সদস্যপদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হ'লে নিজের লেখালেখি বাধাগ্রস্ত হবে বলে সে দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। বহু ইতিহাসের সাক্ষী এই মহান মনীষী সমকালীন আহলেহাদীছ আন্দোলনের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচয়িতা হিসাবে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব করুন-আমীন!

(বিঃ দ্রঃ মৃতের সাক্ষাৎকার মাসিক আত-তাহরীক, এপ্রিল ও মে'১৫ সংখ্যাদ্বয়ে প্রকাশিত হয়েছে)।

(৫) মাওলানা আব্দুল্লাহ মাদানী ঝাণ্ডানগরীর মৃত্যু :

গত ২২শে ডিসেম্বর'১৫ নেপালের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেম এবং জমঈয়তে আহলেহাদীছ নেপালের আমীর মাওলানা আব্দুল্লাহ মাদানী ঝাণ্ডানগরী (৬১) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কাঠমাণ্ডুর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। নেপালে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ঝাণ্ডাবাহী এই প্রখ্যাত আলেম কেবল নেপালেই নন বরং মুসলিম বিশ্বে একজন সুপরিচিত আলেম ও বাগ্মী ছিলেন। বহু আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে তিনি নেপালের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি পিসটিভি উর্দূসহ বেশ কয়েকটি টিভি চ্যানেলের আলোচক ছিলেন। নেপালের কপিলবস্তু যেলার কৃষ্ণনগরে তিনি মারকাযুত তাওহীদ নামক একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যা নেপালের মাটিতে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এর অধীনস্ত মহিলা শাখা এবং নেপালের একমাত্র মহিলা মাদরাসা 'মাদরাসা খাদীজাতুল কুবরা'ও নারীদের মাঝে দ্বীনের বিশুদ্ধ দাওয়াতের প্রসারে প্রভূত ভূমিকা রাখছে। তিনি ১৯৮৮ সালের মে মাসে 'নূরে তাওহীদ' নামে নেপালে সর্বপ্রথম উর্দূ মাসিক ইসলামী পত্রিকা বের করেন, যা অদ্যাবধি চালু আছে। বাদ যোহর কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত তাঁর জানাযায় নেপাল ও ভারতের ১০ হাযারের অধিক মুছল্লী উপস্থিত হন। জানাযা পড়ান মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী। মৃত্যুকালে তিনি দেশে-বিদেশে অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

উল্লেখ্য, তিনি ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বার্ষিক জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমায় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

[আমরা তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। সম্পাদক]

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১২১) : আমি নওমুসলিম হিসাবে অমুসলিম পিতা-মাতা, ভাই-বোনের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারব কি? তাদের সাথে বসবাস ও তাদের রান্না করা খাবার খাওয়া যাবে কি?

-স্মৃতি, ঢাকা।

[(আরবীতে সুন্দর নাম রাখুন (স.স.)]

উত্তর : অমুসলিম পিতা-মাতা, ভাই-বোনের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে। আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার সাথে সর্বাবস্থায় সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন *(লোকমান ৩১/১৫)*। রাসূল (ছাঃ) আসমা (রাঃ)-কে তার অমুসলিম মায়ের সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/৩১৮৩, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৩)*। এছাড়া আবু হুরায়রা (রাঃ) তার মুশরিক মাতার সাথেই বসবাস করতেন *(মুসলিম হা/২৪৯১, মিশকাত হা/৫৮৯৫ 'মু'জেযাহ' অনুচ্ছেদ)*। তাদের রান্না করা খাবার খেতেও কোন বাধা নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ) ইহূদী ও মুশরিক মহিলার বাড়ীতে খেয়েছেন ও পান করেছেন *(বুখারী হা/৩৪৪, মিশকাত হা/৫৮৮৪, ৫৯৩১)*। তবে তাদের যবেহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে না *(বাক্বারাহ ২/১৭৩; মায়েদাহ ৫/৩)*। আর ভাই-বোনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। একদা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে একটি কারুকার্য খচিত রেশম মিশ্রিত পোষাক আসলে তিনি তা ওমর (রাঃ)-কে প্রদান করলে তিনি তা মক্কায় অবস্থানকারী তার মুশরিক ভাইয়ের পরিধানের জন্য পাঠিয়ে দেন *(বুখারী হা/৫৯৮১)*।

প্রশ্ন (২/১২২) : আমি রফতানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (বেপজা) -এ চাকুরী করি। এখানে সব কাজ ঠিকাদারের মাধ্যমে করানো হয়। কাজ দেওয়ার সময় ঠিকাদার আমাকে প্রতিদান স্বরূপ কিছু হাদিয়া দিতে চায়। এটা গ্রহণ করা যাবে কি?

-আমীনুল ইসলাম, বেপজা, ঢাকা।

উত্তর : এ ধরণের হাদিয়া গ্রহণ করা যাবে না। উক্ত অর্থ একদিকে ঘুষ গ্রহণ অন্যদিকে খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত হবে। রাসূল (ছাঃ) ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতার প্রতি লা'নত করেছেন *(আবুদাউদ হা/৩৫৮০; ইবনু মাজাহ হা/২৩১৩; মিশকাত হা/৩৭৫৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন আমরা কাউকে কোন কাজে নিয়োগ করি, তখন তাকে ভাতা প্রদান করি। অতএব সে এর অতিরিক্ত যা গ্রহণ করবে সেটা খেয়ানত হবে *(আবুদাউদ হা/২৯৪৩; মিশকাত হা/৩৭৪৮)*। অতএব উক্ত অর্থ গ্রহণ করা হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩/১২৩) : ইশরাক, চাশত ও আউওয়াবীনের ছালাতের সঠিক সময় কোনটি? প্রত্যেকটি পৃথক পৃথকভাবে আদায় করাই কি সুন্নাত?

-ফাহীম মুনতাছির, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : উল্লিখিত তিনটি ছালাতই মূলতঃ একই ছালাত। সময়ের ব্যবধানের কারণে নামের ভিন্নতা হয়ে থাকে। যেমন 'শুরূক্ব' অর্থ সূর্য উদিত হওয়া। 'ইশরাক্ব' অর্থ চমকিত হওয়া। 'যোহা' অর্থ সূর্য গরম হওয়া। এই ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই প্রথম প্রহরের শুরুতে পড়লে একে 'ছালাতুল ইশরাক্ব' বলা হয় এবং কিছু পরে দ্বিপ্রহরের পূর্বে পড়লে তাকে 'ছালাতুয যোহা' বা 'চাশতের ছালাত' বলা হয়। আবার দুপুরের পূর্বে পড়লে এই ছালাতকেই *'ছালাতুল আউওয়াবীন'* বলে *(মুসলিম হা/৭৪৮; ছহীহাহ হা/১১৬৪; মিশকাত হা/১৩১২; মির'আত ৪/৩৫১)*। অতএব এ ছালাতটি তিনটি সময়ের যে কোন সময়ে পড়লেই যথেষ্ট হবে। উল্লেখ্য যে, মাগরিবের পরের ছয়, বিশ বা যে কোন পরিমাণ নফল ছালাতকে 'আউওয়াবীন' বলার হাদীছগুলি অত্যন্ত যঈফ *(তিরমিযী হা/৪৩৫; মিশকাত হা/১১৭৩-৭৪; যঈফাহ হা/৪৬৯, ৪৬৭, ৪৬১৭)*।

এই ছালাত বাড়ীতে পড়া 'সুন্নাত'। এটি সর্বদা পড়া এবং আবশ্যিক গণ্য করা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কখনও পড়তেন, কখনো ছাড়তেন' *(মির'আত শরহ মিশকাত ৪/৩৪৪-৫৮)*।

প্রশ্ন (৪/১২৪) : আদম ও ইবরাহীম (আঃ) সহ অন্যান্য নবীগণ মৃত্যুবরণ করা সত্ত্বেও মি'রাজ রজনীতে রাসূল (ছাঃ) কিভাবে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন?

-রায়হানুল করীম, বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তর : নবী-রাসূলগণ 'আলামে বারযাখে তথা রূহানী জগতে জীবিত আছেন *(মুসলিম হা/২৩৭৫)* এবং মি'রাজ রজনীতে তাদেরকে সাথে নিয়ে রাসূল (ছাঃ) বায়তুল মুক্বাদ্দাসে ছালাত আদায় করেছেন *(মুসলিম হা/১৭২; মিশকাত হা/৫৮৬৬)*। নবীগণের দেহ দুনিয়ার কবরে থাকা সত্ত্বেও মি'রাজ রজনীতে রাসূল (ছাঃ) কিভাবে তাদের সাথে আসমানে সাক্ষাৎ করলেন, এরূপ প্রশ্নের উত্তরে ছহীহ বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, তাঁদের রূহসমূহকে দেহের আকৃতিতে অথবা সশরীরে রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মানে তাঁর নিকটে উপস্থিত করা হয়েছিল *(ফাৎহুল বারী ৭/২১০, হা/৩৮৮৭-এর আলোচনা)*। অতএব রাসূল (ছাঃ)-কে যেভাবে আল্লাহ রক্তমাংসের দেহসহ মি'রাজে নিয়ে গেলেন, একইভাবে অন্য নবীগণকেও স্ব স্ব কবর থেকে সশরীরে উঠিয়ে আনা আদৌ অসম্ভব নয়। আল্লাহ যা খুশী তাই করতে পারেন *(বুরূজ ৮৫/১৬)*।

প্রশ্ন (৫/১২৫) : তরীকতপন্থীরা বলে থাকেন যে, আল্লাহ স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পড়েন। একথা সত্য কি?

-ছদরুদ্দীন, জামালপুর।

উত্তর : বক্তব্যটি সঠিক নয়। কেননা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে দরূদ অর্থ তাঁর রহমত নাযিল করা। ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে দরূদ অর্থ রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য আল্লাহ্র নিকটে রহমত প্রার্থনা করা। আর মুমিনদের পক্ষ থেকে দরূদ অর্থ রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য দো'আ করা। যেরূপ তিনি শিক্ষা দিয়েছেন *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা আহযাব ৫৬ আয়াত)*। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে দরূদে ইবরাহীমী পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী হা/৩৩৭০; মুসলিম হা/৪০৬; মিশকাত হা/৯১৯)*।

Contents

প্রশ্ন (৬/১২৬) : রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের জীবন নিয়ে কোন নাটক-সিনেমা করা যাবে কি?

-নূরুল ইসলাম, বহরমপুর, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের চরিত্র নকল করে নাটক-সিনেমা তৈরী করা হারাম। এটা তাঁদের উপর মিথ্যারোপের শামিল। কারণ তাঁদের চরিত্রের প্রকৃত চিত্রায়ন কখনোই সম্ভব নয়। বিশেষত রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র ফুটিয়ে তোলা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ইবলীস অতিন্দ্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সে রাসূল (ছাঃ)-এর রূপ ধারণ করতে পারে না *(বুখারী হা/১১০; মুসলিম হা/২২৬৬; মিশকাত হা/৪৬০৯)*। সেখানে মানুষের জন্য এসব শয়তানী কাজে সফল হওয়ার প্রশ্নই আসে না। উছায়মীন (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম বা আইম্মায়ে এযামকে নিয়ে সিনেমা নির্মাণ করা হারাম' *(লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৭৭/১৭)*। একইভাবে সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ ও হাইআতু কেবারিল ওলামা এরূপ সিনেমা তৈরীকে হারাম বলেছেন' *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ফৎওয়া নং ২০৪৪, ৪০৫৪, ৪৭২৩; মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ১/৪১৩-৪১৫)*।

প্রশ্ন (৭/১২৭) : চার হাতে মুছাফাহা করার বিষয়টি কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শাহাদত বিন আব্দুর রহমান, ঈশ্বরদী।

উত্তর : মুছাফাহা (المصافحة) শব্দটি বাবে مفاعلة-এর ক্রিয়ামূল। এর আভিধানিক অর্থ, الإفضاء بصفحة اليد إلي صفحة اليد অর্থাৎ এক হাতের তালুর সাথে অন্য হাতের তালুকে আঁকড়িয়ে ধরা *(ইবনু হাজার, ফৎহুলবারী ১১/৫৪)*। আরবী ভাষার কোন অভিধানে চার হাতের সংযোগকে মুছাফাহা বলে অভিহিত করা হয়নি। আর দুই দুই করে চার হাতের তালু মিলিয়ে মুছাফাহার প্রমাণে কোন মারফূ হাদীছ নেই *(ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, তানকীহুর রুওয়াত শরহ মিশকাত ৩/২৮৭ পৃঃ, টীকা-৬)*।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল যে, আমি কি আমার বন্ধুর আগমনে মাথা নত করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। তবে কি আলিঙ্গন করব? তিনি বললেন, না। আমি কি তাকে চুম্বন করব? তিনি বললেন, না। সে বলল যে, তবে কি তার এক হাতে মুছাফাহা করব? (أَفَيَأْخُذُ بِيَدِه وَيُصَافِحُهُ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ *(তিরমিযী হা/২৭২৮; ছহীহাহ হা/১৬০; মিশকাত হা/৪৬৮০ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'মুছাফাহা ও মু'আনাকা' অনুচ্ছেদ)*।

হাসান ইবনে নূহ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে বুসরকে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার এই হাতের তালুটি দেখেছ? তোমরা সাক্ষী থাক, আমি এই তালুটি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর তালু মোবারকে রেখেছি। অর্থাৎ মুছাফাহা করেছি *(আহমাদ হা/১৭৭২৬, তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৪৩০ পৃঃ 'মুছাফাহা' অনুচ্ছেদ)*।

তবে আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে তাশাহহুদ শিক্ষা দেওয়ার সময় তাঁর হাতের তালুটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দু'হাতের তালুর মধ্যে ছিল *(বুখারী হা/৬২৬৫)*। উক্ত হাদীছটির ব্যাখ্যায় আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী হানাফী স্বীয় ফৎওয়া গ্রন্থে বলেছেন, হাদীছটি মুছাফাহার সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীর অধিক আগ্রহ সৃষ্টির জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করেছিলেন *(তুহফাতুল আহওয়াযী হা/২৮৭৫-এর ভাষ্য, ৭/৫২২)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর উক্ত হাদীছ থেকেও চার হাতের তালু মিলানো প্রমাণিত হয় না; বরং তিন হাতের তালু প্রমাণিত হয়। সুতরাং উভয়ের ডান হাতের তালু দ্বারা মুছাফাহা করাই ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্ন (৮/১২৮) : কুর্দীদের পরিচয় ও আক্বীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

-অহীদুল ইসলাম, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : কুর্দীরা পশ্চিম এশিয়ার একটি নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী। জনসংখ্যা প্রায় পৌনে তিন কোটি। তুরস্ক, ইরাক, ইরান ও আর্মেনিয়ায় এদের আবাসস্থল। কুর্দি এদের প্রধান ভাষা। এদের অধিকাংশই (প্রায় ৯০%) সুন্নী মুসলিম এবং শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী। কিছু সংখ্যক ছূফী, শী'আ ও খৃষ্টান রয়েছে। বিভিন্ন দেশে তারা তাদের এলাকাসমূহকে 'কুর্দিস্তান' নামকরণ করলেও, তাদের কোন স্বাধীন রাষ্ট্র নেই। বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়ী প্রখ্যাত সেনানায়ক সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী ছিলেন কুর্দী ভাষী। কুর্দীরা ভাষাভিত্তিক জনগোষ্ঠী হওয়ায় তাদের আক্বীদা নিয়ে পৃথকভাবে কোন আলোচনার সুযোগ নেই।

প্রশ্ন (৯/১২৯) : ছেলের বয়স কত বছর হ'লে সে যেকোন সফরের ক্ষেত্রে মায়ের মাহরাম হিসাবে গণ্য হবে?

-মুহাম্মাদ রুবেল আমীন
প্রাইম ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
[(রুবেল নামটি বাদ দিয়ে আরবীতে সুন্দর নাম রাখুন (স.স.)]

উত্তর : মাহরাম হওয়ার জন্য বালেগ ও জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া শর্ত *(উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৭/৪০-৪১)*। ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে শিশু কারো মাহরাম হিসাবে গণ্য হবে কি-না সে ব্যাপারে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, না। যতক্ষণ না তার স্বপ্নদোষ হয়।... মাহরাম থাকার উদ্দেশ্য হ'ল নারীকে হেফাযত করা। আর প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত উক্ত উদ্দেশ্য হাছিল হওয়া সম্ভব নয় *(ইবনু কুদামা, মুগনী ৩/৯৯)*।

প্রশ্ন (১০/১৩০) : হোটেলের বেঁচে যাওয়া খাবার আশ-পাশে থাকা কুকুরদের খাইয়ে দেওয়ায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি? এতে বেওয়ারিশ কুকুর পোষার ন্যায় গোনাহগার হ'তে হবে কি?

-আব্দুর রাকীব, টেমপানিছ, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : হোটেলের বেঁচে যাওয়া খাবার গরীব মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেওয়াই উত্তম। তবে তা সম্ভব না হ'লে পশু-পাখিকে দেওয়ায় কোন বাধা নেই। বরং এতে প্রভূত নেকী অর্জিত হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক তাযা প্রাণ রক্ষায় ছওয়াব রয়েছে। এক লোক এক পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় *(বুখারী হা/২৩৬৩, মিশকাত হা/১৯০২)*। তিনি বলেন, একজন ব্যভিচারিণী নারী একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে জান্নাতে যাবে *(বুখারী হা/৩৪৬৭)*। আর বেঁচে যাওয়া খাবার পশু-পাখিকে খাওয়ানোর সাথে প্রাণী পোষার কোন সম্পর্ক নেই। অতএব কুকুরকে খাবার দেওয়ায় গুনাহ হবে না।

Contents

প্রশ্ন (১১/১৩১) : আমি হিন্দু পরিবারে বিবাহ করেছি এবং দু'জনেই ইসলামী জীবন যাপন করছি। এক্ষণে আমার হিন্দু শ্বশুরকুলের বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া, ছালাত আদায় করা ইত্যাদি জায়েয হবে কি?

-যাকির হোসাইন, ভারত।

উত্তর : হিন্দু শ্বশুর-শাশুড়ীর বাড়ীতে পিতা-মাতার হক আদায়ের উদ্দেশ্যে গমন করায় বাধা নেই। তবে তা যেন তাদের ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে না হয়। কেননা ইসলামী শরী'আতে অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করা হারাম *(ফুরকান ৭২; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। সেখানে তাদের যবেহকৃত পশু ও হারাম খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য খাবার খাওয়া যাবে *(বুখারী হা/২৬১৯-২০)* এবং ছালাত আদায় করা যাবে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৩৭)*।

প্রশ্ন (১২/১৩২) : কুকুর লালন-পালন করার জন্য শরী'আতে কি কি শর্ত রয়েছে?

-গোলাম রব্বানী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : কুকুর পালনের জন্য শর্ত হ'ল, (১) পশু চরানো, শিকার করা এবং ক্ষেত-খামার ও বাড়িঘর পাহারা দেওয়া এই তিন প্রকার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কেবল কুকুর পালন করা যাবে। এ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে কোন কুকুর বাড়িতে রাখলে এক ক্বীরাত সমপরিমাণ নেকী কমে যাবে *(মুসলিম হা/১৫৭৫, মিশকাত হা/৪০৯৯)*। অন্য বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) এরূপ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যতীত অন্য সকল কুকুরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন *(মুসলিম হা/১৫৭১, মিশকাত হা/৪১০১)*।

(২) চোখের উপর সাদা চিহ্ন ওয়ালা কুচকুচে কালো কুকুর কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করা যাবে না। কারণ এগুলো শয়তান, একে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে *(মুসলিম হা/১৫৭২, মিশকাত হা/৪১০০, 'শিকার ও যবহ' অধ্যায়, 'কুকুরের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*।

আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার ভক্ষণের ক্ষেত্রে দু'টি শর্ত রয়েছে, (১) যদি কুকুরটি নিজে নিহত পশুর কিছু অংশ না খেয়ে ফেলে (২) শিকার করার সময় অন্য কোন কুকুর যেন প্রশিক্ষিত কুকুরের সাথে শামিল না হয় *(বুখারী হা/৫৪৮৪, মিশকাত হা/৪০৬৪)*।

প্রশ্ন (১৩/১৩৩) : কম্পিউটার বিক্রয়ের ব্যবসা করা যাবে কি? অধিকাংশ মানুষ যে এর মাধ্যমে মন্দ কাজ করছে সেহিসাবে টিভির-মোবাইলের ন্যায় এর ব্যবসাও হারাম হবে কি?

-মুশতাক, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

উত্তর : কম্পিউটার-টিভি-মোবাইল কোনটিই প্রকৃতিগতভাবে হারাম নয়। এর প্রত্যেকটিরই ভালো-মন্দ দিক আছে। মুমিন ভালোটি গ্রহণ করবে ও খারাপটি পরিত্যাগ করবে। তবে বর্তমান সমাজের সার্বিক পরিস্থিতি মানুষকে সর্বদা পাপের দিকে প্ররোচিত করছে। ফলে এসব ইলেক্ট্রিক ডিভাইস অনেক মানুষ পাপের কাজে ব্যবহার করছে। তাই এসব ব্যবসা থেকে দূরে থেকে এমন ব্যবসা করা উত্তম, যাকে মানুষ কোন পাপের কাজে ব্যবহার করার সুযোগ না পায়। বরং নেকীর কাজে ব্যবহার করে থাকে। আর এসবের ব্যবসা করলেও ক্রেতারদেরকে ইসলামী বিধি-বিধান অনুসরণের এবং সকল প্রকার অশ্লীলতা হ'তে দূরে থাকার আহ্বান জানাতে হবে *(নাহল ১২৫)*।

প্রশ্ন (১৪/১৩৪) : মসজিদের বারান্দা কি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত? বারান্দায় মসজিদে প্রবেশের ছালাত ও দো'আ পাঠ করা যাবে কি?

-আইয়ূব, পাটগ্রাম, লালমণিরহাট।

উত্তর : মসজিদের বারান্দা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৫/২৩৪)*। মসজিদের ভিতর এবং বারান্দা এগুলি মসজিদ নির্মাণের নিয়ম মাত্র এবং সব স্থানে একই নেকী অর্জিত হবে। তাই মসজিদের বারান্দায় ডান পা রাখার সময়েই দো'আ পাঠ করতে হবে এবং বারান্দায় ছালাত আদায় করা যাবে।

প্রশ্ন (১৫/১৩৫) : মেয়েরা বোরকা পরে সাইকেল ইত্যাদি চালিয়ে স্কুলে যেতে পারবে কি?

- শারমীন সুলতানা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : বোরকা পরে হ'লেও মেয়েদের কোন ধরনের ড্রাইভ করা ঠিক নয়। প্রথমতঃ এগুলি পুরুষালী কাজ এবং এতে তার বেহায়াপনা প্রকাশ পায়। আল্লাহ প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় বেহায়াপনাকে নিষিদ্ধ করেছেন *(আ'রাফ ৭/৩৩)*। এমনকি এরূপ কাজের নিকটবর্তী হ'তেও নিষেধ করেছেন *(আন'আম ১৫৩)*। দ্বিতীয়তঃ তার দিকে পুরুষের কুদৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। এতদ্ব্যতীত তার স্বাস্থ্যগত এবং অন্যান্য ক্ষতির সমূহ আশংকা থাকে। যেহেতু ইসলাম নারীকে গৃহে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় নিজেদের সৌন্দর্যকে বাইরে প্রদর্শন করে বেড়াতে নিষেধ করেছে *(আহযাব ৩৩)*, সেহেতু গৃহের দায়িত্ব পালন ও প্রয়োজনে সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই তাদের জন্য নিরাপদ। যদিও প্রয়োজনে পর্দার সাথে তাদের বাইরে যাওয়া জায়েয রয়েছে, যা বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩২৫১ প্রভৃতি)*।

প্রশ্ন (১৬/১৩৬) : কারো কাছে ঈমানদার জিন থাকলে তার নিকটে অতীত বা ভবিষ্যতের কথা জানতে চাওয়া যাবে কি?

-আব্দুর রহমান, বড়বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : কোন জিন বা মানুষের পক্ষে অতীত বা ভবিষ্যতের খবর জানা সম্ভব নয়। এসব খবর সম্পর্কে অবহিত দাবীকারী মিথ্যাবাদী বৈ কিছুই নয়। কেননা তা গায়েবের খবর। যা কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন *(নামল ১৭/৬৫, আন'আম ৬/৫৯)*। কোন ঈমানদার জিন বা মানুষ এসব জানার দাবী করতে পারে না। আর কারো নিকটে এসব জানতে চাওয়াও হারাম *(আবুদাঊদ হা/৩৯০৪; মিশকাত হা/৪৫৯৯)*। এমনকি যদি কেউ গণককে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসাও করে, তাহ'লে তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫)*।

প্রশ্ন (১৭/১৩৭) : মক্কা ও মদীনায় মাসব্যাপী রামাযানের ছিয়াম পালন করার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

-ফাইয়ায মোর্শেদ, ঢাকা।

উত্তর : মক্কা ও মদীনায় ছিয়াম পালনের বিশেষ কোন ফযীলত নেই। এ মর্মে যা বর্ণিত আছে, তার সবগুলোই যঈফ ও জাল' *(ইবনু মাজাহ হা/৩১১৭; যঈফুল জামে' হা/৩৫২২, ৫৩৫৫, ৩১৩৯; যঈফাহ হা/৮৩১, ৮৩২; যঈফ তারগীব হা/৫৮৫)*।

Contents

প্রশ্ন (১৮/১৩৮) : বিবাহের পূর্বে পাত্রী দেখার ক্ষেত্রে পাত্র পক্ষ থেকে কোন কোন পুরুষের জন্য পাত্রী দেখার অনুমোদন রয়েছে?

-আবুবকর ছিদ্দীক, হারাগাছ, রংপুর।

উত্তর : বিবাহের উদ্দেশ্যে মেয়ের অভিভাবকের সম্মতিক্রমে কেবলমাত্র পাত্র তার প্রস্তাবিত পাত্রীকে দেখতে পারে। পাত্র ব্যতীত কোন গায়ের মাহরাম পুরুষ পাত্রী দেখতে পারবে না। তবে পরিবেশ বা আনুসঙ্গিক বিষয় সমূহ দেখার জন্য অভিভাবকগণ খোঁজ-খবর নিতে পারবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, আমি আনছারদের এক মেয়েকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। তিনি বললেন, তুমি তাকে প্রথমে দেখে নাও। কারণ আনছার মহিলাদের চোখে দোষ থাকে *(মুসলিম হা/১৪২৪, মিশকাত হা/৩০৯৮ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচন কর *(ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৮; ছহীহাহ হা/১০৬৭)*। তিনি আরো বলেন, যখন তোমাদের কেউ কোন পাত্রীকে প্রস্তাব দিবে সম্ভব হ'লে সে যেন পাত্রীকে দেখে। যা বিবাহের জন্য সহায়ক হবে *(আবুদাঊদ হা/২০৮২; মিশকাত হা/৩১০৬; ছহীহাহ হা/৯৯)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, পাত্রী দর্শনে পরস্পরে মহব্বত সৃষ্টি হয়' *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৬৫; মিশকাত হা/৩১০৭; ছহীহাহ হা/৯৬)*।

স্মর্তব্য যে, বিবাহের পর স্ত্রীকে স্বামীর ভাই, চাচা, মামা, ভগ্নিপতি সহ অন্যান্য গায়ের মাহরাম পুরুষ থেকে অবশ্যই পর্দা করতে হবে *(নূর ২৪/৩১; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩১০২)*।

প্রশ্ন (১৯/১৩৯) : কারো বিরুদ্ধে বদদো'আ করা জায়েয কি?

-মোতালেব হোসেন,
কুলাঘাট, লালমণিরহাট।

উত্তর : কোন মানুষের বিরুদ্ধে বদদো'আ করা মুমিনের স্বভাব নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুমিন ব্যক্তি ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী, ভৎর্সনাকারী, লা'নতকারী, অশ্লীলভাষী ও বদ-স্বভাবের হ'তে পারে না' *(তিরমিযী হা/১৯৭৭, মিশকাত হা/৪৮৪৭)*। তিনি বলেন, আমি লা'নতকারী হিসাবে প্রেরিত হইনি। বরং রহমত হিসাবে প্রেরিত হয়েছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮১২)*। এছাড়া তিনি ব্যক্তি স্বার্থে কখনো কারো প্রতিশোধ নিতেন না *(বুখারী হা/৩৫৬০)*। তবে দ্বীনী ও জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে বদদো'আর আশ্রয় নেওয়ায় কোন বাধা নেই। ইরানের বাদশাহ পারভেয কর্তৃক ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত রাসূল (ছাঃ) প্রেরিত পত্র ছিঁড়ে ফেলার খবর শুনে তিনি তার বিরুদ্ধে বদদো'আ করেছিলেন *(আহমাদ হা/১৫৬৯৩; ছহীহাহ হা/১৪২৯)*। ৭০ জন ছাহাবীকে প্রতারণার মাধ্যমে হত্যাকারী রে'ল ও যাকওয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে বদদো'আ করে তিনি একমাস যাবৎ কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করেছেন *(বুখারী হা/২৮০১)*।

প্রশ্ন (২০/১৪০) : জুম'আর দিন সর্বাগ্রে মসজিদে প্রবেশের ফযীলত সম্পর্কে জানতে চাই।

-মুস্তাক্বীম আহমাদ, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করে সুগন্ধি মেখে মসজিদে এল ও সাধ্যমত নফল ছালাত আদায় করল। অতঃপর চুপচাপ ইমামের খুৎবা শ্রবণ করল ও জামা'আতে ছালাত আদায় করল, তার পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত এবং আরও তিনদিনের গোনাহ মাফ করা হয়' *(বুখারী হা/৮৮৩; মিশকাত হা/১৩৮১)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন ভালভাবে গোসল করে। অতঃপর সকাল সকাল পায়ে হেঁটে মসজিদে যায় এবং (আগে ভাগে নফল ছালাত শেষে) ইমামের কাছাকাছি বসে ও মনোযোগ দিয়ে খুৎবার শুরু থেকে শুনে এবং অনর্থক কিছু করে না, তার প্রতি পদক্ষেপে এক বছরের ছিয়াম ও ক্বিয়ামের অর্থাৎ দিনের ছিয়াম ও রাতের বেলায় নফল ছালাতের সমান নেকী হয়' *(আহমাদ হা/১৬২১৭; তিরমিযী হা/৪৯৬; মিশকাত হা/১৩৮৮)*। তিনি আরও বলেন, 'জুম'আর দিন ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন ও মুছল্লীদের নেকী লিখতে থাকেন। এদিন সকাল সকাল যারা আসে, তারা উট কুরবানীর সমান নেকী পায়। তার পরবর্তীগণ গরু কুরবানীর, তার পরবর্তীগণ ছাগল কুরবানীর, তার পরবর্তীগণ মুরগী কুরবানীর ও তার পরবর্তীগণ ডিম ছাদাক্বার সমান নেকী পায়। অতঃপর খত্বীব দাঁড়িয়ে গেলে ফেরেশতাগণ দফতর গুটিয়ে ফেলেন ও খুৎবা শুনতে থাকেন' *(বুখারী হা/৮৮১, ৯২৯; মুসলিম হা/৮৫০; মিশকাত হা/১৩৮৪)*।

প্রশ্ন (২১/১৪১) : মসজিদ কর্তৃপক্ষ শুদ্ধভাবে আযান ও ইক্বামত দেওয়ার লোক থাকা সত্ত্বেও অশুদ্ধ উচ্চারণকারী ব্যক্তিকে দিয়ে একাজ করিয়ে থাকে। এক্ষণে এর জন্য কর্তৃপক্ষের পরণতি কি হবে?

-যাকারিয়া খান, কুমিল্লা।

উত্তর : মসজিদের জন্য ক্ষতিকর কোন কারণ না থাকলে এর জন্য মসজিদের দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ গুনাহগার হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর (ক্বিয়ামতের দিন) তোমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। তবে মুছল্লীর ছালাতে কোন ক্ষতি হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ইমামগণ তোমাদের ছালাতে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। এক্ষণে তারা সঠিকভাবে ছালাত আদায় করালে তোমাদের জন্য নেকী রয়েছে। আর তারা ভুল করলে তোমাদের জন্য রয়েছে নেকী, কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে গোনাহ' *(বুখারী হা/৬৯৪; মিশকাত হা/১১৩৩)*।

প্রশ্ন (২২/১৪২) : ডান হাতে তাসবীহ গণনার সময় ডান দিকের আঙ্গুল দিয়ে শুরু করতে হবে কি?

-শরীফ হোসাইন, রাজশাহী।

উত্তর : ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে তাসবীহ গণনা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ডান হাতে তাসবীহ গণনা করতেন *(আবুদাঊদ হা/১৫০২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩-এর আলোচনা)*। তিনি সকল কাজ ডান দিক থেকে শুরু করতে পসন্দ করতেন *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪০০)*। ঝুলন্ত হাতের স্বাভাবিক অবস্থা হ'ল উপুড় থাকা। অতঃপর স্বাভাবিক গণনা হ'ল ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে কড়ে আঙুলের গোড়া থেকে গণনা শুরু করা। অতএব তাসবীহ গণনা সেভাবেই হবে।

প্রশ্ন (২৩/১৪৩) : সূরা ইউসুফের ১০৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-হারূনুর রশীদ, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তর : আয়াতটির অর্থ হ'ল, তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে। অথচ সেই সাথে শিরক করে' *(ইউসুফ ১২/১০৬)*। এর ব্যাখ্যা হ'ল, পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষই সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করে। কিন্তু সেই সাথে অন্যকে শরীক করে। যেমন মক্কার মুশরিকরা আল্লাহকে বিশ্বাস করত। আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখত। নবী ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে বিশ্বাস করত। আখেরাতে বিশ্বাস পোষণ করত। হজ্জ ও ওমরাহ করত। নিজেদের নাম আব্দুল্লাহ, আব্দুল মুত্তালিব রাখত। অথচ

আল্লাহ্র সাথে তারা অন্যকে শরীক করত ও তাদের সুফারিশের অসীলায় আল্লাহ্র কাছে মুক্তি চাইত। যেমন তারা কা'বা গৃহ ত্বাওয়াফকালে শিরকী তালবিয়াহ পাঠ করত। যেমন তারা বলত, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা, ইল্লা শারীকান হুয়া লাক; তামলিকুহু ওয়া মা মালাক (আমি হাযির; তোমার কোন শরীক নেই, কেবল ঐ শরীক যা তোমার জন্য রয়েছে। তুমি যার মালিক এবং যা কিছুর সে মালিক) *(মুসলিম হা/১১৮৫; মিশকাত হা/২৫৫৪ 'ইহরাম ও তালবিয়াহ' অনুচ্ছেদ; ইবনু কাছীর, ত্বাবারী, ঐ আয়াতের তাফসীর)*। বস্তুতঃ বিগত যুগের ন্যায় বর্তমান যুগেও অধিকাংশ মুসলমান শিরকী আক্বীদা ও আমলে অভ্যস্ত। অতএব এসব থেকে তওবা করে খাঁটি মুসলিম হওয়াই কর্তব্য।

প্রশ্ন (২৪/১৪৪) : টিকটিকি ও এ জাতীয় প্রাণীর মল কাপড়ে লেগে গেলে উক্ত কাপড়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-সা'দ, পাটুল, নাটোর।

উত্তর : টিকটিকি একটি কষ্টদানকারী ও বিষাক্ত প্রাণী। রাসূল (ছাঃ) একে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১৯)*। এটি খাওয়া হারাম। কেননা আল্লাহ বলেন, তিনি তাদের জন্য পবিত্র বিষয় সমূহ হালাল করেছেন ও অপবিত্র বিষয় সমূহ নিষিদ্ধ করেছেন' *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*। যেটা খাওয়া হারাম, তার মলমূত্রও হারাম। অতএব তা কাপড়ে লেগে গেলে, তা পরিষ্কার করে ছালাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন (২৫/১৪৫) : সঊদী আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যে প্রচলিত রাজতন্ত্র শরী'আতসম্মত কি?

-উম্মে 'আত্বিয়া, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ।

উত্তর : সঊদী রাজতন্ত্র শরী'আতসম্মত। ইসলামে রাজতন্ত্র আদৌ নিষিদ্ধ নয়, যদি না তা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সঊদী রাজতন্ত্রে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করা হয় এবং তা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। যেমন সঊদী সংবিধানের ৭নং ধারায় বলা হয়েছে, يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة (সঊদী রাজতন্ত্রের সর্বত্র আল্লাহ্র কিতাব ও তার রাসূলের সুন্নাহ্র কর্তৃত্ব জারী থাকবে)। ৮নং ধারায় বলা হয়েছে, يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية (সঊদী রাজতন্ত্রের বিধানসমূহ প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলামী শরী'আতের অনুকূলে ন্যায়পরায়ণতা, পরামর্শ ও সমতাবিধানের ভিত্তির উপরে)।

অতএব শাসক যদি আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করেন এবং ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী রাজ্যশাসন করেন, তাহ'লে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তার অনুকূলে। উক্ত নীতির অনুসরণে কোন শাসক যদি পরবর্তী শাসক হিসাবে তার পরিবার থেকে যোগ্য কাউকে বা অন্য কারু ব্যাপারে অছিয়ত করে যান, তাতে কোন বাঁধা নেই। যেমন আবুবকর (রাঃ) মৃত্যুকালীন সময়ে বিশিষ্ট ছাহাবীগণের সাথে পরামর্শক্রমে পরবর্তী খলীফা হিসাবে ওমর (রাঃ)-কে নির্বাচন করেন *(তারীখে ত্বাবারী ২/৩৫২-৩৫৩; ইবনু সা'দ, তাবাক্বাতুল কুবরা ৩/১৯৯-২০০)*। শাসক পরিবার থেকে কেউ পরবর্তী শাসক হ'তে পারবে না, এরূপ কোন নিষেধাজ্ঞা শরী'আতে নেই। এক্ষণে শাসক যদি অযোগ্য কারো ব্যাপারে অছিয়ত করে থাকেন, তার জন্য তিনিই দায়ী হবেন। কেননা অযোগ্য লোককে ক্ষমতাসীন করাকে রাসূল (ছাঃ) ক্বিয়ামতের আলামত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন *(বুখারী হা/৫৯, মিশকাত হা/৫৪৩৯)*। অতএব মৌলিকভাবে সঊদী রাজতন্ত্র শরী'আতবিরোধী গণ্য করার কোন সুযোগ নেই।

পক্ষান্তরে পশ্চিমা গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তিই হ'ল ধর্মনিরপেক্ষতা। যেখানে মানুষ হ'ল সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। আর আইন রচনার ভিত্তি হ'ল, মানুষের মনগড়া সিদ্ধান্ত। এভাবে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রথমে মুসলমানকে ঈমানের গণ্ডীমুক্ত করে। অতঃপর গণতন্ত্র তাকে মানুষের গোলাম বানায়। অতঃপর সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে ভোটারের মনস্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেয়। যা তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ব্যতীত কারু বিধান দেবার ক্ষমতা নেই' *(ইউসুফ ১২/৪০)*। তিনি বলেন, যদি তুমি জনপদের অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল, তাহ'লে ওরা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা তো কেবল অনুমান ভিত্তিক কথা বলে' *(আন'আম ৬/১১৬)*।

একইভাবে গণতন্ত্র সমাজের প্রত্যেককে ক্ষমতালোভী করে তোলে। অথচ ক্ষমতা চেয়ে নেওয়া শরী'আতে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮০, ৩৬৮৩)*।

প্রশ্ন (২৬/১৪৬) : ইবরাহীম বিন আদহাম (রহঃ)-কে ছিলেন? বিস্তারিত জানতে চাই।

-ইমাম হুসাইন, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : ইবরাহীম বিন আদহাম একজন প্রখ্যাত তাবেঈ ছিলেন। তিনি হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে খোরাসানের বালখ নগরীতে মতান্তরে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা খোরাসানের অন্যতম শাসক ও সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জ্ঞান অন্বেষণ ও হালাল রিযিকের সন্ধানে প্রথমে ইরাক ও পরে শামের দামেশকে গমন করেন *(হিলইয়াতুল আউলিয়া ৭/৩৬৭; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৮৭-৩৮৮)*। তিনি বহু সংখ্যক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বলেন, তিনি একজন বিশ্বস্ত রাবী ও দুনিয়া বিরাগী ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম দারাকুৎনী বলেন, তার থেকে বিশ্বস্ত রাবী বর্ণনা করলে হাদীছ ছহীহ হবে *(তারীখুল কাবীর হা/৮৭৭, ১/২৭৩; তাহযীবুল কামাল ২/২৭; আল-বিদায়াহ ১০/১৩৫-১৪৪)*। তিনি ১৬২ হিজরীতে দামেশকে মৃত্যুবরণ করেন *(আল-বিদায়াহ ১০/১৪৪)*।

উল্লেখ্য যে, ইবরাহীম বিন আদহাম সম্পর্কে খিযির (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের ঘটনা, ইলিয়াস (আঃ) কর্তৃক ইসমে আযম শিক্ষা দেওয়া, আল্লাহ্র গায়েবী শব্দ শোনা ইত্যাদি ঘটনা বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত আছে, তা ঠিক নয় *(আল-বিদায়াহ ১০/১৩৫-১৪৪)*।

প্রশ্ন (২৭/১৪৭) : আলক্বামা-এর মৃত্যুকালীন প্রচলিত ঘটনাটির সত্যতা আছে কি?

-নূরুল আমীন, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লেখিত আলক্বামা নামটি কপোলকল্পিত। এ মর্মে প্রচলিত ঘটনাটিও জাল। এক্ষণে কথিত ঘটনাটি হ'ল- জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, এখানে একটি ক্রীতদাস আছে, যার মৃত্যু আসন্ন। তাকে কালেমা পড়তে বলা হলে সে বলল, আমি পড়তে সক্ষম হচ্ছি না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সেকি জীবিত অবস্থায় কালেমা পড়েনি? তারা বলল, পড়েছে। তিনি বললেন, তাহ'লে তাকে কিসে কালেমা পড়তে

Contents

বাধা দিচ্ছে? একথা বলে তিনি তার বাড়িতে চলে গেলেন। তিনি তাকে বললেন, হে গোলাম! তুমি কালেমা পড়। সে বলল, আমি পড়তে পারছি না। তিনি বললেন, কেন? সে বলল, মায়ের প্রতি অবাধ্যতার কারণে। তিনি বললেন, তিনি কি বেঁচে আছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আসলে রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, এটি তোমার ছেলে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি মাকে ডেকে এনে বললেন, মনে কর এখানে আগুন জ্বালানো হ'ল। অতঃপর তোমাকে বলা হ'ল- তুমি যদি তোমার ছেলেকে ক্ষমা না কর, তাহ'লে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। তুমি কি করবে? মা বললেন, তাহ'লে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি আল্লাহকে এবং আমাদেরকে সাক্ষী রেখে বল যে, তুমি তার প্রতি খুশী। সে বলল, আমি ছেলের প্রতি খুশী। তিনি বললেন, হে যুবক! তুমি এবার কালেমা পাঠ কর। সে কালেমা পাঠ করল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি তাকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন' *(আহমাদ হা/১৯৪৩০; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৮৯২; আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৩১৮৩)*।

প্রশ্ন (২৮/১৪৮) : দুই সিজদার মধ্যে দো'আ পাঠ করার সময় অনেকে শাহাদাত অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করেন। এ ব্যাপারে কোন দলীল আছে কি?

- আহসানুল হক, মুজীবনগর, মেহেরপুর।

উত্তর : এব্যাপারে বর্ণিত হাদীছটি 'শায' *(আলবানী, তামামুল মিন্নাহ ১/২১৪; ছহীহাহ হা/২২৪৭-এর আলোচনা দ্রঃ)*। অতএব তা আমলযোগ্য নয়।

প্রশ্ন (২৯/১৪৯) : ফরয ছিয়ামরত অবস্থায় ইচ্ছাকৃত পানাহার করলে তার জন্য কাফফারা কি হবে?

-আব্দুল ক্বাইয়ূম, চট্টগ্রাম।

উত্তর : উক্ত অবস্থায় সে ক্বাযা আদায় করবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, ছিয়াম অবস্থায় যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে, সে যেন তার ক্বাযা আদায় করে' *(তিরমিযী হা/৭২০, মিশকাত হা/২০০৭, সনদ ছহীহ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪২৬-২৭)*।

প্রশ্ন (৩০/১৫০) : ইসলামী বিধান মতে কসাইয়ের কাজ জায়েয কি? গোশতের ছিটেফোঁটা ও রক্ত শরীরে বা কাপড়ে লাগলে ছালাত জায়েয হবে কি?

-আব্দুল ক্বাইয়ূম সরদার, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।

উত্তর : ইসলামী বিধান মতে কসাইয়ের কাজ জায়েয। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে অনেক ছাহাবী কসাইয়ের কাজ করতেন *(বুখারী হা/১৭১৭)*। আর গোশতের ছিটেফোঁটা বা রক্ত কাপড়ে লাগলে তাতে ছালাত জায়েয হবে। আল্লাহ তা'আলা রক্ত খাওয়া হারাম করেছেন; কিন্তু রক্তকে অপবিত্র বলেননি। সে কারণ আলবানী (রহঃ) বলেন, 'ইস্তেহাযার রক্ত ব্যতীত কম হৌক বা বেশী হৌক অন্য কোন রক্ত প্রবাহের কারণে ওযূ ভঙ্গ হওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই' *(তাহকীক মিশকাত হা/৩৩৩-এর টীকা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (৩১/১৫১) : স্বামী মারা যাওয়ার পর সরকারী বিধি অনুযায়ী স্ত্রী যতদিন বাঁচবে পেনশন পাবে। কিন্তু ইসলামী নীতি অনুযায়ী ছেলে-মেয়েরাও পিতার সম্পদের হকদার হিসাবে উক্ত পেনশনের হকদার। এক্ষণে সন্তানদের মাঝে উক্ত পেনশন শরী'আত মোতাবেক ভাগ করে দেওয়া মাতার জন্য আবশ্যক হবে কি?

-আযাদ সরকার, গঙ্গাচড়া, রংপুর।

উত্তর : একজন সরকারী চাকুরীজীবি সরকারী বিধি মেনে নেওয়ার অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েই চাকুরী গ্রহণ করে। আর সরকারী বিধি মতে তার মৃত্যুর পরে পেনশনের মালিক হবে তার স্ত্রী। তাই সে তার জীবদ্দশাতেই তার স্ত্রীকে পেনশনের টাকার মালিক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। অতএব উক্ত পেনশনের টাকা মাতার জীবদ্দশায় সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে না।

প্রশ্ন (৩২/১৫২) প্রতি হাযারে একজন জান্নাতে যাবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটির ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-মুনীর হোসাইন, কাযীরহাট, বরিশাল।

উত্তর : হাদীছটির ব্যাখ্যা হাদীছের মধ্যেই রয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন ডাক দিয়ে বলবেন হে আদম! নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে আদেশ করেন যে, আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য হ'তে জাহান্নামীদের বের করে দেন। আদম বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! কতজন জাহান্নামী? আল্লাহ বলবেন প্রতি হাযারে ৯৯৯ জন।... এ বক্তব্য লোকদের জন্য খুবই কঠিন হ'ল। এমনকি তাদের চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, দেখ ইয়াজূজ-মাজূজ সম্প্রদায় থেকে হবে ৯৯৯ জন। আর তোমাদের মধ্য থেকে হবে ১ জন। তারপর বললেন, মানুষের মধ্য হ'তে তোমাদের সংখ্যার তুলনা হবে একটি সাদা গরুর পশমসমূহের মধ্যে একটি কালো পশম অথবা একটি কালো গরুর পশমসমূহের মধ্যে একটি সাদা পশমের মত।

অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন! আমি আশা করি যে তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা একথা শুনে 'আল্লাহু আকবার' বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। আমরা আবারো 'আল্লাহু আকবার' বললাম। আর অবশ্যই আমি আশা রাখি যে, তোমরা জান্নাতীদের চার ভাগের তিন ভাগ হবে। তখন আমরা 'আল্লাহু আকবার' বললাম *(বুখারী হা/৪৭৪১; মিশকাত হা/৫৫৪১ 'হাশর' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং জাহান্নামীদের মধ্যে প্রতি হাযারে ৯৯৯ জন ইয়াজূজ-মাজূজ সম্প্রদায়ের হবে এবং উম্মতে মুহাম্মাদী জান্নাতের তিন চতুর্থাংশ হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে জান্নাতুল ফেরদাউস লাভের তাওফীক দান করুন-আমীন।

প্রশ্ন (৩৩/১৫৩) : পরিবারে পর্দা রক্ষার স্বার্থে পৃথক বাড়ি বানাতে চাই। কিন্তু পিতা-মাতা রাযী হচ্ছেন না। এক্ষণে আমার আমার করণীয় কি?

-মাসঊদ রানা, ব্রাহ্মণগাঁও, গাযীপুর।

উত্তর : পর্দা এবং পিতা-মাতার আনুগত্য উভয়টিই অতি গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে যে তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না, তাদের মধ্যে অন্যতম হ'ল পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি ও দাইয়ূছ তথা স্ত্রীর বেহায়াপনার ব্যাপারে উদাসীন পুরুষ *(নাসাঈ হা/২৫৬২, ছহীহাহ হা/৬৭৪)*। তাই এক্ষেত্রে শরী'আতের পর্দার গুরুত্বের বিষয়টি পিতা-মাতাকে বুঝাতে হবে এবং সেখানেই পর্দার ব্যবস্থাপনা মযবূত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। কোনভাবেই সম্ভব না হ'লে তাদের প্রতি সদাচরণ এবং তাদেরকে সাধ্যপক্ষে সন্তুষ্ট রেখে পর্দার সুবিধা সম্বলিত পৃথক গৃহে স্থানান্তরিত হ'তে হবে। কেননা পিতা-মাতা শরী'আতবিরোধী কোন কাজে চাপ দিলে তা মানা যাবে না *(লোকমান ৩১/১৫)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৫৪) : কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারের সদস্যদের জন্য ৪০ দিন যাবৎ গৃহ ত্যাগ করা যাবে না বলে শরী'আতে কোন নির্দেশনা আছে কি?

-মাহমূদ, মীরপুর, ঢাকা।

Contents

উত্তর : এরূপ কোন নির্দেশনা নেই। এগুলি কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। বরং স্বামী মারা গেলে কেবল স্ত্রী স্বামীর বাড়ীতে ৪ মাস ১০ দিন শোক পালন করবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৩০-৩২, ৩৩৩৪)*। এসময় একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত বাড়ীর বাইরে যাবে না এবং কোন সাজ-সজ্জা করবে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৪/২৭-২৮)*।

প্রশ্ন (৩৫/১৫৫) : জিবরীল (আঃ)-এর নিজস্ব আকৃতির ব্যাপারে কিছু জানা যায় কি? রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের সামনে কোন আকৃতিতে তিনি আগমন করতেন?

-ইহসান আলী, ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) জিবরীল (আঃ)-কে স্বরূপে দেখেছেন দু'বার *(মুসলিম হা/১৭৭)*। প্রথমবার দেখেন মি'রাজের পূর্বে মক্কার বাত্বহা উপত্যকায় ৬০০ ডানা বিশিষ্ট বিশাল অবয়বে। যাতে আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী দিগন্ত বেষ্টিত হয়ে পড়ে *(নাজম ৫৩/৫-১০, তাকভীর ৮১/২৩; তিরমিযী হা/৩২৭৮, ৩২৮৩; মিশকাত হা/৫৬৬১-৬২;)*। দ্বিতীয়বার দেখেন মি'রাজ রজনীতে *(নাজম ৫৩/১৩-১৬, আলোচনা দ্রঃ ইবনু কাছীর, ঐ আয়াতের তাফসীর)*।

তিনি কখনো মানুষের রূপ ধারণ করে, আর কখনো স্বরূপে। যেমন প্রথম 'অহী' নাযিলের দিন হেরা গুহাতে তিনি মানুষের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৪১)*। একবার রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের সামনে দেহ্ইয়া কাল্বীর রূপ ধারণ করে এসেছেন *(বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/৮; নাসাঈ হা/৪৯৯১)*। আরেকবার রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে পাশাপাশি বসা অবস্থায় আয়েশা (রাঃ) তাদেরকে দেখে সালাম প্রদান করেন *(আহমাদ হা/২৩৭২৭, সনদ ছহীহ)*। এছাড়া তিনি মারিয়াম (আঃ)-এর সামনে সুঠামদেহী একজন যুবকের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন *(মারিয়াম ১৯/১৭)*।

প্রশ্ন (৩৬/১৫৬) : স্কুল-কলেজে বোর্ড পরীক্ষার বিদায় অনুষ্ঠান উপলক্ষে নাচ-গান, ছাত্র-ছাত্রীদের মাল্যদান ও ছবি তোলা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার শরী'আতবিরোধী কার্যকলাপ হয়ে থাকে। এসব অনুষ্ঠানে যোগদান করা যাবে কি?

-ডা. মুহসিন, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : এ জাতীয় শরী'আতবিরোধী অনুষ্ঠানে যোগদান করা বা আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্ন (৩৭/১৫৭) : ফরয ছালাতের আগের সুন্নাতগুলো পরে এবং পরের গুলো আগে আদায় করা যাবে কি?

-নাজমুল ইসলাম, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : ওযর বশতঃ ফরয ছালাতের আগের সুন্নাতগুলো পরে আদায় করা যায়। ব্যস্ততার কারণে রাসূল (ছাঃ) একদা যোহরের পূর্বের সুন্নাত আছরের পরে আদায় করেছিলেন *(বুখারী হা/১২৩৩; মিশকাত হা/১০৪৩)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত আদায় করতে না পারলে পরে তা আদায় করে নিতেন' *(তিরমিযী হা/৪২৬, সনদ হাসান)*। এরূপভাবে জনৈক ছাহাবীকে ফজরের পূর্বের সুন্নাত পরে আদায় করতে দেখে তিনি মৌন সম্মতি দিয়েছেন *(ইবনু মাজাহ হা/১১৫৪; আবুদাউদ হা/১২৬৭, সনদ ছহীহ)*। তবে পরের সুন্নাত আগে পড়ার কোন বিধান নেই।

প্রশ্ন (৩৮/১৫৮) : দাফনের প্রাক্কালে নারী বা পুরুষ মাইয়েতের বুকের উপর নিজের হাত রেখে ইমাম ছাহেব 'বিসমিল্লাহি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ' বলবেন। এ বিধানের কোন সত্যতা আছে কি?

-আলী হোসাইন, সাহেব বাজার মাছপট্টি, রাজশাহী।

উত্তর : এ বিধানের কোন ভিত্তি নেই। বরং মাইয়েতকে কবরে রাখার সময় উপস্থিত সকলে 'বিসমিল্লা-হি ওয়া 'আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লাহ' অথবা 'ওয়া 'আলা সুন্নাতে রাসূলিল্লাহ' দো'আটি পাঠ করবে *(ইবনু মাজাহ হা/১৫৫০; আহমাদ হা/৪৯৯০)*।

প্রশ্ন (৩৯/১৫৯) : মাসবূক বাকী ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে প্রথমে রাফউল ইয়াদায়েন করে হাত বাঁধবে কি?

-সাইফুর রহমান, ঢাকা।

উত্তর : মাসবূক হৌক বা সাধারণ ছালাত আদায়কারী হৌক, তাশাহহুদ থেকে উঠে দাঁড়ালে প্রথমে রাফঊল ইয়াদায়েন করবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) দ্বিতীয় রাক'আত থেকে উঠে দাঁড়াবার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন *(বুখারী হা/৭৩৯, মিশকাত হা/৭৯৪; উছায়মীন.)*।

প্রশ্ন (৪০/১৬০) : 'ইজতেমা' অর্থ কি? রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর তাবলীগী ইজতেমা এবং ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'বিশ্ব ইজতেমা'র মধ্যে পার্থক্য কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন, রাজশাহী।

উত্তর : 'ইজতেমা' অর্থ সম্মেলন, সমাবেশ, বৈঠক, একত্রিত হওয়া ইত্যাদি। 'তাবলীগী ইজতেমা' অর্থ দা'ওয়াতী সমাবেশ। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রতিবছর রাজশাহীর নওদাপাড়ায় 'তাবলীগী ইজতেমা'র আয়োজন করে থাকে। সর্বস্তরের জনগণের নিকট অহিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার উদাত্ত আহ্বান জানানোর লক্ষ্যেই এই মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয়। এই ইজতেমার শুরু থেকে শেষ অবধি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকেই বক্তব্য পেশ করা হয়ে থাকে। যেন শ্রোতাগণের হৃদয়ে বিষয়টি বদ্ধমূল হয় এবং আল্লাহ প্রেরিত অহীর বিধান অনুযায়ী তারা নিজেদের আমলী যিন্দেগী সমৃদ্ধ করতে পারেন। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র আল্লাহ প্রেরিত 'অহি'-র আলোকে পরিচালনার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয় এই তাবলীগী ইজতেমায়। আহ্বান জানানো হয়, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের একটিমাত্র প্লাটফরমে সমবেত হয়ে বৃহত্তর মুসলিম সমাজ গঠনের।

পক্ষান্তরে ঢাকার তুরাগ নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হয় 'বিশ্ব ইজতেমা'। দেশ-বিদেশের অনেক ওলামায়ে কেরাম উক্ত ইজতেমায় সমবেত হ'লেও পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণের আহ্বান জানাতে তারা কুণ্ঠাবোধ করে থাকেন। 'রাসূলের তরীকায় শান্তি' কথাটি বারবার মুখে বললেও কর্মে তার প্রতিফলন দেখা যায় না। বরং সুন্নাতবিরোধী আমলে তারা তাদের কর্মীদের অভ্যস্ত করে তোলে। এতদ্ব্যতীত উক্ত ইজতেমায় তাদের রচিত 'তাবলীগী নেছাব' বই-এর আলোকে অধিকাংশ বক্তব্য পেশ করা হয়ে থাকে। যা অসংখ্য জাল ও যঈফ হাদীছে ভরপুর। যে বইয়ের মাধ্যমে মিথ্যা ফাযায়েল ও উদ্ভট কল্পকাহিনী সমূহ বর্ণনা করে মানুষকে দ্বীনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কড়া হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জেনে শুনে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে, সে তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৯ 'ইলম' অধ্যায়)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার নামে এমন হাদীছ বর্ণনা করে, যে বিষয়ে সে জানে যে, এটি মিথ্যা, সে হবে অন্যতম মিথ্যুক' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯)*। উপরোক্ত আলোচনা থেকেই দুই ইজতেমার মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়।